دافع المفسدين

দাফেয়োল-মোফছেদিন

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতেঅদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে —
— জামান এমামল হোদা সু-প্রসিদ্ধ পীর-শাহ্ সুফী —
আহ্লাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ
মুছান্নিফ ও ফকিহ্ আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় পৌত্রগণের পক্ষে মোহাম্মাদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তৃতীয় মুদ্রণ
ইং ২০০৪ বাং ১৪১০

মুদ্রণ মূল্য— ৪০টাকা

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	৩	ভাল	জাল
৪৯	৭	বোনে	বেনে

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

دافع المفسدين

দাফেয়োল-মোফছেদিন

মোহাম্মাদিদের প্রথম অপবাদ

মজহাব অমান্যকারী মৌলবী রহিমদ্দিন ছাহেব রদ্দৎ-তকলিদের ১১/১২ পৃষ্ঠায়, মৌঃ আব্বাছ আলি ছাহেব বরকল-মোওয়াহেদীনের ৫৭ পৃষ্ঠায়, মৌভাষা রংপুরের মৌঃ আবদুলবারি ছাহেব 'আহলেহাদিছ' পত্রিকার ৮ম ভাগের ৪র্থ সংখ্যার ১৪৭ পৃষ্ঠায় ও মৌঃ এলাহি বখ্শ ছাহেব দোর্রায়-মোহম্মদীর ১১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, বড়পীর ছাহেব গুন্ইয়াতোত্তালেবিন গ্রন্থে সমস্ত হানাফি জামায়াতকে মরজিয়া লিখিয়াছেন।

হানাফিদিগের উত্তর

মক্কাশরিফের মুদ্রিত গুন্ইয়াতোত্তালেবিনের ১/৮০ পৃষ্ঠায়, মিসরের মুদ্রিত উক্ত কেতাবের ১/৬৩ পৃষ্ঠায়, দিল্লীর মোরতাজাবি প্রেসের মুদ্রিত উক্ত কেতাবের ২৩০ পৃষ্ঠায় ও লাহোরের নলকেশওয়ারি প্রেসে মুদ্রিত উক্ত কেতাবের ১৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছেঃ—

فهم بعض اصحاب ابي حنيفة النعمان بن ثابت

"(এমাম) আবুহানিফা নো'মান বেনে ছাবেতের কোন শিষ্য মরজিয়া হইয়াছিল।"

এইরূপ জগতের সমস্ত প্রকার ছাপার গুন্ইয়াতোত্তালেবিন কেতাবে দেখিতে পাইবেন।

কেবল লাহোরের মোহম্মদী প্রেসে মুদ্রিত গুনইয়াতোত্তালেবিনের ১০৮ পৃষ্ঠায় এই দলের কেহ এবারতে জাল করিয়া আরবি 'না'স' (ناس) শব্দ উড়াইয়া দিয়া লিখিয়াছেন ঃ—

فهم اصحاب ابی حنيفة النعمان

"(এমাম) আবুহানিফা নো'মানের শিষ্যগণ মরজিয়া হইয়াছেন।" কি ভীষণ জালসাজি।

শাহ্ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবি 'তফহিমাতে-এলাহিয়া' কেতাবে লিখিয়াছেন ঃ—

ثم تشعب في اهل مذهبه و التابعين له في الفروع اراء مختلفة فمنهم المعتزلي كالجبائي و ابي هاشم و الزمخشري و منهم المرجئة و منهم غير ذلك ـ

"এমাম আবুহানিফা রহমাতুল্লাহে আলায়হের মজহাবধারিগণের এবং ফরুয়াত মছায়েলে তাঁহার অনুসরণকারিগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি হইল, তন্মধ্যে কেহ কেহ মো'তাজেলা হইয়া গেল, যেরূপ জাব্বায়ি, আবুহাশেম ও জমখশরি, তন্মধ্যে কতকগুলি লোক মরজিয়া হইয়া গেল, কেহ কেহ অন্য মতাবলম্বী হইয়া গেল।"

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবি 'রাফ'-অত্তকমিল' কেতাবের ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

গুনইয়াতোত্তালেবিনের এবারাতের মর্ম্ম এই যে, (ইমাম) আবু-হানিফার যে শিষ্যগণ আল্লাহ ও রাছুলের প্রতি একরার করা এবং তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করাকে ইমান বলে, (তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাস করাকে ইমানের শর্ত্ত বলিয়া স্বীকার করে না), তাহারাই একদল ভ্রান্ত (গোমরাহ) মরজিয়া, ইহা কেবল গাচ্ছানের প্রতি প্রযুজ্য, যেহেতু তুমি ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছ যে, উক্ত গাচ্ছান কুফি নিজের অপবিত্র মজহাবটী (এমাম) আবু-হানিফার মত বলিয়া প্রচার করিত এবং নিজের ন্যায় তাঁহাকে মরজিয়া বলিয়া গণ্য করিত। ইহাতে সপ্রমাণ হইল যে, গুনইয়া-তোত্তালেবিনের এবারত পেশ

করিয়া হানাফিদিগের বা (এমাম) আবু-হানিফার প্রতি দোষারোপ করা স্পষ্ট নির্ব্বোধ ও নিতান্ত হিংসুক ব্যতীত অন্য কাহারও কার্য্য নহে। কোরানশরিফে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন "আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয়ে ও কর্ণে মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষুতে আবরণ আছে।" উক্ত নির্ব্বোধ ও হিংসুকেরা কোরানোল্লিখিত উক্ত দলের তুল্য। তাহাদের দোষারোপ ও অপবাদ অগ্রাহ্য, যে ব্যক্তি এইরূপ কথা দ্বারা (এমাম) আবু-হানিফার প্রতি দোষারোপ করে, সে ব্যক্তি মরদুদ এবং যাহারা তাঁহার মজহাবধারিগণের গ্লানি করে, তাহারা বিতাড়িত।

মূলকথা, এমাম সাহেবের কোন শিষ্য মরজিয়া হইলে, এমাম সাহেব বা তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণ বা হানাফিগণ মরজিয়া হইবেন কেন?

হজরত নবি (ছাঃ) এর কতক ছাহাবা কাফের হইয়া গিয়াছিল, ইহাতে হজরত বা তাঁহার অন্যান্য ছাহাবাগণের দোষ হইবে কি? এমাম বোখারির বহু শিক্ষক মরজিয়া, মো'তাজেলা, কদ্‌রিয়া, রাফেজি ও খারেজি ইত্যাদি ছিলেন, উক্ত এমাম তাঁহাদের হাদিছ সহিহ্ বোখারিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি কি হইবেন?

মজহাব বিদ্বেষিগণের নেতা মৌঃ ছিদ্দিক হাছান খাঁ ছাহেব 'হাদিছোল-গাশিয়া' কেতাবের ২৯৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "সত্য হানাফি ও পরিপক্ক জয়দি ঐ ব্যক্তি হইবেন যিনি (এমাম) আবু-হানিফা ও জায়েদ বেনে আলির মতে চলিবেন, ইহাই রাছুল ও ছাহাবাগণের তরিকা ও বেহেশতী ফেরকার চিহ্ন নির্দ্ধারিত হইয়াছে।"

বড়পীর ছাহেব গুন্‌ইয়াতোত্তালেবিন কেতাবে ৭২ গোমরাহ ফেরকার যেরূপ তালিকা পেশ করিয়াছেন, তাহা, এই—আহলে-সুন্নত এক ফেরকা, খারেজি ১৫ ফেরকা, মো'তাজেলা ৬ ফেরকা, মরজিয়া ১২ ফেরকা, শিয়া ৩২ ফেরকা, জহমিয়া এক ফেরকা, নাজারিয়া এক ফেরকা, জাবরিয়া এক ফেরকা, ও কালাবিয়া এক ফেরকা, মোশাব্বেহা ৩ ফেরকা, একুনে ৭৩ ফেরকা।

শরহে-মাওয়াকেফে নিম্নোক্ত প্রকার ৭৩ ফেরকার তালিকা দেওয়া হইয়াছে—মো'তাজেলা ২০ ফেরকা, শিয়া ২২ ফেরকা, খারেজি ২০ ফেরকা,

মরজিয়া ৫ ফেরকা, নাজারিয়া ৩ ফেরকা, জাবরিয়া ১ ফেরকা, মোশাব্বেহা ১ ফেরকা, নাজি ১ ফেরকা, একুনে ৭৩ ফেরকা।

তফছিরে-আহমদীর ৪০৮ পৃষ্ঠায় ৭৩ ফেরকার তালিকা নিম্নোক্ত প্রকারে লিখিত আছে—রাফেজি, খারেজি, জাবরিয়া, কদরিয়া, জহমিয়া, মরজিয়া এই ছয় দলের প্রত্যেকটী ১২ দলে বিভক্ত হইয়াছে, সুন্নত-জামায়াত এক ফেরকা।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে, উক্ত ফেরকাগুলির নাম কোরান, হাদিছে নাই, সাহাবা, তাবেয়ি ও তাবাতাবয়িগণ উপরোক্ত ফেরকাদের নামের তালিকা প্রকাশ করেন নাই। এজন্য কেহ বলিয়াছেন, মরজিয়া বার ফেরকা, কেহ ৫ ফেরকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে মজহাব বিদ্বেষী মৌলবিগণ, বিশেষতঃ মৌঃ এবারদ্দিন, মৌঃ আবদুল লতিফ, মৌঃ বাবর আলি, মৌঃ এলাহি বখ্শ মৌঃ রহিমদ্দিন ও মৌভাবা রংপুরের মৌলবী আবুল মনছুর আবদুল বারি ছাহেবগণ বড়পীর ছাহেবের কেয়াছি কথার তকলিদ করিয়া শেরক, কোফর ও বেদয়াত করিলেন কিনা?

যতক্ষণ তাঁহারা উপরোক্ত ফেরকাগুলির নাম কোরআন ও হাদিছ হইতে পেশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাহাদের মৌলবি এলাহি বখ্শ ছাহেবের দোর্রায়-মোহাম্মদীর ২২ পৃষ্ঠায় লিখিত এবারত অনুসারে হানাফিদিগকে মরজিয়া বলার মতটী পায়খানায় ফেলিয়া দেওয়ার উপযুক্ত কিনা, তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করুন।

মোহম্মদীদের দ্বিতীয় অপবাদ

মৌলবি রহিমদ্দিন ছাহেব রদ্দৎ-তকলিদের ১৩/২২ পৃষ্ঠায় ও মৌঃ এলাহি বখ্শ ছাহেব দোর্রায়-মোহাম্মদীর ১০৯/১১০ পৃষ্ঠায়, রংপুরের মৌলবী আবদুল বারি ছাহেব 'আহলে-হাদিছ' পত্রিকার ৮ম ভাগের ৪র্থ সংখ্যার ১৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

এবনে-কোতায়বা দিনুরি হাফেজ ও ছোলায়মান, এমাম আজম ও তাঁহার শিষ্যদ্বয়কে মরজিয়া লিখিয়াছেন।"

হানাফিদিগের উত্তর

এবনে-কোতয়বা দিনুরি একজন বেদয়াতি লোক ছিল, তাহার কথা কিরূপ ধর্ত্তব্য হইবে? মিজানোল-এ'তেদালের ২/৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, হাকেম বলিয়াছেন, উম্মতের এজমা হইয়াছে যে, এবনে-কোতায়বা বড় মিথ্যাবাদী ছিল। দারকুৎনি বলিয়াছেন যে, এবনে-কোতায়বা (গোমরাহ) মোশাব্বেহাদিগের মতের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছিল। বয়হকি বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি (গোমরাহ) কার্রামিয়াদলের মত ধারণ করিত। পাঠক, এই বেদয়াতিদল সুন্নত-জামায়াতের চির শত্রু, ইহারা অন্যায়ভাবে তাহাদের প্রতি কলঙ্কারোপ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লেকের কথা এক কড়া কড়ির তুল্য গ্রহণীয় হইতে পারে না।

ছোলায়মানি, এবনে-কোতায়বার অন্ধ তকলিদ করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন। এমাম জাহাবি মিজানোল-এ'তেদালের ৩/১৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ছোলায়মানি, এমাম মেছয়ার, হাম্মাদ-বেনে আবি ছোলায়মান, নো'মান (এমাম আবু-হানিফা) প্রভৃতি (এমামগণকে) যে মরজিয়া বলিয়াছেন, তাহার এই কথা অগ্রাহ্য।

আরও তিনি উক্ত কেতাবের ২/১৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"আবুল ফজল ছোলায়মানি নিম্নোক্ত মোহাদ্দেছগণকে শিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আ'মাশ, নো'মান বেনে ছাবেত (এমাম আবুহানিফা), শো'বা, আবদুর-রাজাক, ওবায়দুল্লাহ বেনে মুছা, এবনে আবি হাতেম। ইহা তিনি অতি মন্দ কার্য্য করিয়াছেন।"

এস্থলে ছোলায়মানি বড় বড় মোহাদ্দেছকে অন্যায় ভাবে শিয়া বলিয়াছেন, ইহা যদি বাতীল হয়, তবে তাহার প্রথম লিখিত মতটী বাতিল হইবে।

হাফেজ-এবনে-আবদুল বার্র, 'জামেয়োল-এলম' কেতাবের ১৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

و كان ايضا مع هذا يحسد و ينسب اليه ما ليس فيه و يختلق عليه ما لا يليق به و قد اثنى عليه جماعة من العلماء و فضلوه الخ ٭

"ইহা সত্ত্বেও লোকে এমাম আবুহানিফার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিত, তাঁহার মধ্যে যাহা কিছু নাই তাঁহার উপর সেই কথা আরোপ করিত, তাঁহার উপর যে দোষ আরোপ করা সঙ্গত নহে, ভাল করিয়া তাঁহার উপর সেই দোষ আরোপ করিত। একদল আলেম তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছেন এবং তাহার যোগ্যতা বর্ণনা করিয়াছেন।" মেলাল-অন্নেহাল কেতাবের ১৮৮/১৮৯ পৃষ্ঠায়, শরহে-মাওয়াকেফের ৭৬০ পৃষ্ঠায়, খায়রাতোল-হেছানের ৬৬/৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—"গাছছান, এই মত এমাম আবু-হানিফার মত বলিয়া উল্লেখ করিত এবং তাঁহাকে মরজিয়া বলিয়া গণ্য করিত, ইহা তাঁহার উপর মিথ্যা অপবাদ, দ্বিতীয় কারণ এই যে, তিনি কদ্‌রিয়া, মো'তাজেলা দলের বিরুদ্ধ মত ধারণ করিতেন, আর এই কদ্‌রিয়া, মো'তাজেলা ও খারেজিয়া দল তাহাদের বিরুদ্ধবাদি (সুন্নত জামায়াত) কে মরজিয়া বলিত, এই নাম তাহাদের কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।"

মূলকথা, ইহা মিথ্যা অপবাদ। এই বিষয়ের বিস্তারিত সমালোচনা জানিতে চাহিলে, কামেয়োল-মোবতাদেয়িন ১ম ভাগের ৭২ পৃষ্ঠা হইতে ১১০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ও নবাবপুরের বাহাছের ৫৭ পৃষ্ঠা হইতে ৬৬ পৃষ্ঠা ও ৬৮ পৃষ্ঠা হইতে ৮৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ করুন।

মোহম্মদীদের ৩য় অপবাদ

আহলে-হাদিছ পত্রিকার ২য় বর্ষের ২য় সংখ্যার ৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—শাহ অলিউল্লাহ মরহুম এজালাতোল-খেফা কেতাবে লিখিয়াছেন, গুন্‌ইয়া কেতাবে বড় পীর ছাহেব আবু-হানিফার মতাবলম্বী হানাফীগণকে মরজিয়া বলিয়াছেন।

আমাদের উত্তর

লেখকের ইহা মিথ্যা অপবাদ, শাহ অলিউল্লাহ্ সাহেব উক্ত কেতাবে উক্ত কথা লেখেন নাই। যদি লেখক সত্যবাদী হন, তবে ইহার পৃষ্ঠা উল্লেখ করিয়া লিখুন।

মোহাম্মদীদিগের চতুর্থ অপবাদ

মৌলবি বাবর আলি ছাহেব আহলে-হাদিছ পত্রিকার ২য় বর্ষের ২য়

সংখ্যার ৮১/৮৩/৮৪ পৃষ্ঠায় ও রংপুরের মৌঃ আবদুল বারি উক্ত পত্রিকার ৮ম ভাগের ৪র্থ সংখ্যার ১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—"খতিব তারিখে-বাগদাদিতে লিখিয়াছেন, একদা এমাম আবুহানিফা (ইছা বেনে মুছার সভায় উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় উক্ত এমাম আবুহানিফা সাহেব (রঃ) বলিলেন, কোরান মখলুক অর্থাৎ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে, ইনি ইহা শুনিবামাত্র আদেশ করিলেন, ইহাকে বাহির করিয়া দাও, তওবা করে ত ভালই, নচেৎ ইহার গর্দ্দান মার।

ছইদ বেনে ছালেম বলেন, আমি আবু ইউছফকে বলিলাম যে, খোরাছানবাসিরা আবু-হানিফাকে মরজিয়া জহমিয়া বলেন, তৎশ্রবনে তিনি বলিলেন, তাহারা সত্য বলিয়াছে। আমি বলিলাম, তবে তুমি তাহাই কিনা? তিনি বলিলেন, আমরা তাঁহার নিকট আসিতাম, তিনি আমাদিগকে ফেকহ শিক্ষা দিতেন, কিন্তু আমরা দীনের বিষয়ে তাঁহার তকলিদ করিতাম না।

আমাদের উত্তর

যদি এই কথা সত্য হয়, তবে লেখক খতিব লিখিত ছনদ উল্লেখ করিলেন না কেন?

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবি 'আহকামোল-কান্তারা'র ২৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"খতিব জাল হাদিছ সমূহ দ্বারা দলীল গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার কেতাবগুলি গ্রহণের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।"

খতিব কোন সুন্নত জামায়াতের শত্রু দাজ্জাল শঠ লোকের কর্তৃক এই মিথ্যা অপবাদটী উল্লেখ করিয়াছেন। এমাম বয়হকি 'কেতাবোল-আছমা অচ্ছেফাত' কেতাবের ১৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

يقول سألت ابا يوسف فقلت اكان ابو حنيفة يقول القرآن مخلوق فقال معاذ الله ولا انا اقوله فقلت اكان يرى رأي جهم فقال معاذ الله ولا انا اقوله رواته ثقات •

"রাবি বলেন, আমি আবু ইউছফকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আবু হানিফা কি বলিতেন যে, কোরান সৃষ্ট পদার্থ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, মায়াজাল্লাহ

(তিনি ইহা বলিতেন না)। আমিও উহা বলি না। তৎপরে আমি বলিলাম, উক্ত আবুহানিফা কি জহমিয়া মত ধারণ করিতেন, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, মায়াজাল্লাহ (তিনি এরূপ মত ধারণ করিতেন না)। আমিও এরূপ মত ধারণ করি না। এই হাদিছের রাবিগণ বিশ্বাসভাজন।"

আরও উহাতে আছে:—

سمعت ابايوسف القاضي يقول كلمت ابا حنيفة رح سنة جرداء فى ان القرآن مخلوق ام لا فاتفق رائه و رائي على ان من قال القرآن مخلوق فهو كافر رواة هذا كلهم ثقات *

"রাবি বলেন, আমি আবু ইউছুফ কাজিকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি আবু হানিফার সহিত পূর্ণ এক বৎসরকাল কোরান সৃষ্ট পদার্থ কিনা, এতৎসম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছি, ইহাতে তাঁহার ও আমার এ বিষয়ে একমত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি বলে যে, কোরান সৃষ্ট পদার্থ, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। এই হাদিছের সমস্ত রাবি বিশ্বাসভাজন।"

পাঠক, এক্ষণে দেখিলেন ত, এমাম বয়হকি ছহিহ্ ছনদে এমাম আজমের কিরূপ মত প্রকাশ করিলেন?

আরও উহাতে আছে:—

سمعت محمد بن الحسن الفقيه يقول من قال القرآن مخلوق فلا تصل خلفه *

"আমি ফকিহ মোহম্মদ বেনে হাছানকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি বলে যে, কোরআন সৃষ্ট পদার্থ, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়িও না।"

ইহাতে বুঝা গেল যে কোন দাজ্জাল মিথ্যাবাদী জাল করিয়া এমাম আজমের প্রতি এরূপ অযথা দোষারোপ করিয়াছে। মোহম্মাদিদের নেতা নবাব ছিদ্দিক হাছান খাঁ ছাহেব 'হাদিছোল-গাশিয়া'র ১৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন; "এমাম জজ্রি 'জামেয়োল-অছুল' কেতাবের দশম খন্ডে লিখিয়াছেন যে, কেহ বলেন যে, এমাম আবুহানিফা কোরান শরিফ সৃষ্ট পদার্থ হওয়ার মত

ধারণ করিতেন, কেহ তাঁহাকে কদ্‌রিয়া বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে, কেহ তাঁহাকে মরজিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, কিন্তু ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, তিনি এই সমস্ত দোষ হইতে পাক ছিলেন, কেননা আবুজা'ফর তাহাবি 'আকিদায়-আবুহানিফা' নামক কেতাবে তাঁহার যে সমস্ত আকিদা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসমুদয় সুন্নত জামায়াতের আকিদার অনুরূপ, উহাতে কদ্‌রিয়া, মরজিয়া ও জহ্‌মিয়াদের কোন মত নাই। তাঁহার মতাবলম্বিগণ অন্যান্য লোক অপেক্ষা তাঁহার অবস্থা ও মত সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ।"

মোকাদ্দমায়-ফৎহোল বারির ৫৭৯ পৃষ্ঠায়, তহ্‌জিবত্তেহজিবের ৯/৫৪ পৃষ্ঠায় ও তাজকেরাতোল-হোফ্‌ফাজের ৩/১১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, এমাম মোহম্মদ বেনে এছমাইল বোখারি ও এমাম মোছলেমের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে যে, তাঁহারা উভয়ে জহমিয়া ছিলেন।

তহ্‌জিবোত্তহ্‌জিবের, ৭/৩৪৫/৩৫৫ পৃষ্ঠায় লিখতি আছে যে, এমাম বোখারির পরম গুরু আলি বেনে মদিনির উপর জহ্‌মিয়া হওয়ার দোষারোপ করা হইয়াছে।

মিজানোল-এ'তেদালের ১/৩২১/৩২২ পৃষ্ঠায় ও লেছানোল মিজানের ২/৪২২/৪২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, দাউদ জাহেরি জহমিয়া হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি কাফেরি ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এক্ষণে দেখি, মোহম্মদী লেখকদ্বয় ইহার কি উত্তর দেন?

পঞ্চম অপবাদ

আহলে-হাদিছ, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৮২ পৃষ্ঠা :—

হানাফিদের এক বিরাট সম্প্রদায় ও মোয়তাজেলাদের বিশ্বাস এই যে, কোরাণ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে। এমাম আহমদ হাম্বল সাহেব ও তদীয় মতাবলম্বীগণের মতে কোরানের হরফ ও শব্দ নূতন সৃষ্টি হয় নাই, ইহাও কদীম অর্থাৎ আল্লাহর কালাম, কিন্তু হানাফি মাত্রই বলেন যে, কোরানের হরফ ও শব্দ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে উহা কদীম অর্থাৎ খোদার প্রকৃত কালাম নহে। দেখুন সারা আকায়েদ নছফি, ৪৪ পৃষ্ঠা।

এখন প্রিয় হানাফি ভ্রাতৃগণকে এমাম আহম্মাদ হাম্বলের মতে কাফের হইতে হইতেছে।

আমাদের উত্তর

আপনি ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন যে,' এমাম বয়হকি লিখিয়াছেন যে, এমাম আবু-হানিফা, এমাম আবু-ইউছফ ও এমাম-মোহম্মদ কোরআন শরিফকে আল্লাহতায়ালার অনাদি কালাম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আর হানাফিগণ তাঁহাদের মতাবলম্বী, কাজেই উক্ত প্রশ্ন ইহাদের প্রতি প্রযুজ্য নহে।

আকায়েদে নাছাফির ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছেঃ—"কোরআন শরিফের শব্দ ও মর্ম্ম যাহা বাস্তবজগতে বর্ত্তমান আছে, তাহা সৃষ্ট পদার্থ নহে, কিন্তু মনুষ্যের মুখে যে শব্দ ও আওয়াজ শুনা যাইতেছে কিম্বা হাফেজদের স্মৃতিপটে যাহা রক্ষিত আছে, অথবা যাহা কাগজে অঙ্কিত হইতেছে, এই আওয়াজ, স্মৃতিরক্ষিত বিষয় বা অঙ্কিত নক্‌শাগুলি অনাদি নহে, বরং নূতন সৃষ্ট পদার্থ।" মাওয়াকেফের টীকার ৬০৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "এমাম আশয়ারির কথার ইহা মর্ম্ম নহে যে, কোরআন শরিফের মর্ম্ম কেবল আল্লাহতায়ালার কালাম, বরং উহার অর্থ এই যে, কোরআন শরিফের শব্দ ও মর্ম্ম উভয় আল্লাহতায়ালার কালাম ও অনাদি, কিন্তু মনুষ্যের মুখোচ্চারিত আওয়াজ, স্মৃতিরক্ষিত বিষয় বা অঙ্কিত নক্‌শা অনাদি নহে।"

কতক হাম্বলিমতাবলম্বী লোক মনুষ্যের মুখোচ্চারিত শব্দ, স্মৃতিরক্ষিত ধারণা ও অঙ্কিত নক্‌শাকে অনাদি বলিয়া ধারণা করিয়াছেন।

এমাম তাজদ্দিন ছুবকি 'তাবাকাতে কোবরা'র ১/২৫২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এমাম বোখারি, হারেছ বেনে আছাদ ও মোহাম্মদ বেনে নছর মরুজি প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ বলিতেন যে, মনুষ্যের দুই ওষ্ঠের মধ্য হইতে যে শব্দ উচ্চারিত হয়, উহা অনাদি নহে, বরং নবসৃষ্ট।

আর উক্ত কেতাব, ২/১১/১২ পৃষ্ঠা :—

এমাম-বোখারি বলিয়াছেন, কোরআন আল্লাহতায়ালার কালাম সৃষ্ট পদার্থ নহে, মনুষ্যের মুখোচ্চারিত শব্দ ও অঙ্কিত নক্‌শা সৃষ্ট পদার্থ।

ইহাতে বুঝা গেল যে, আকায়েদে-নাছাফি উল্লিখিত আশয়ারি বিদ্বান্‌গণের মত এবং এমাম বোখারির মত একই সমান; এখন দেখি আহলে-হাদিছের অনুরাগী লেখক এমাম বোখারির উপর কি ফৎওয়া জারি করেন?

মোহম্মদীদলের নেতা দাউদ জাহেরি কোরআন শরিফকে সর্ব্বতোভাবে সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া দাবি করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহাকে মোহাদ্দেছগণ কাফের বলিয়া ফৎওয়া দিয়াছেন।—তাবাকাতে কোবরা, ২/৪৩ পৃষ্ঠা ও-মিজানোল-এ'তেদাল ১/৩২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে যাহারা দাউদ জাহেরি ও আশয়ারি বিদ্বান্‌গণের মতকে একই ধারণা করিয়া জয়ধ্বনি করিতেছিলেন, তাহাদের অসীম জ্ঞানের প্রতি ধন্যবাদ দিতে হইবে কি?

৬ষ্ঠ অপবাদ

আহলে-হাদিছ ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৮৩ পৃষ্ঠা এবং ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৮ পৃষ্ঠা ঃ— খতিব বগদাদী নিজ তারিখে লিখিয়াছেন,—"আবু-হানিফাকে দুইবার জিন্দিকতা (কাফেরি) হইতে তওবা করান হইয়াছে।"

অতএব খতিব উক্ত তারিখে লিখিয়াছেন ঃ—"এমাম আবুহানিফা সাহেব (রঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি এই জুতাটিকে খোদার প্রিয় হইবার জন্য পূজা করে, তবে তাহাতে আমি কোন বাধা মনে করি না।"

আমাদের উত্তর

লেখক উক্ত রেওয়াএতদ্বয়ের ছনদ কেন লিখিলেন না? নিশ্চয় এই রেওয়াএতদ্বয় দাজ্জালের কতক প্রিয় অনুচর বা ইবলিছের মিত্র উপচর দ্বারা উল্লিখিত হইয়াছে, এইজন্য মৌলবি বাবর আলি ও মৌলবি আবুল মনছুর আবদুল বারি ছাহেবদ্বয় তাহাদের নামগুলি উল্লেখ করেন নাই। প্রথমোক্ত ছাহেব শেষ রেওয়াএতটীর ছনদে মোত্তাছেল (ধারাবাহিক রাবিগণের নামোল্লেখ) থাকার দাবি করিয়াছেন। কেন তিনি উহা উল্লেখ করিলেন না? এই স্থলেই তাঁহার কারছাজি ধরা পড়িতেছে।

এমাম এবনে হাজার অস্কালানি 'তহজিবোত্তহজিবের ১০/৪৪৯-৪৫ পৃষ্ঠায়, এমাম জাহাবি 'তাবাকাতোল-হোফ্‌ফাজের ১/৩৫/৩৬ পৃষ্ঠায়, তাজকেরাতোল-হোফ্‌ফাজের ১।১৫১।১৫২ পৃষ্ঠায়, এমাম ছাময়ানি 'কেতাবোল-আনছাবে'র ২৪৭/১৬৩/১৬৪ পৃষ্ঠায়, হাফেজ ছফিউদ্দিন 'খোলাছায়-তজহিবোল-কামাল' কেতাবের ৩৪৫ পৃষ্ঠায়, এমাম নবাবি 'তহজিবোল-আছমা গ্রন্থের ৬৯৮ পৃষ্ঠায়, এমাম এবনে আবদুল বার্র 'জামেয়োল-এলম'

গ্রন্থের ১৯৩/১৯৪ পৃষ্ঠায় ও এবনে-খালকান 'তারিখে'র ২/১৬৩-১৬৫ পৃষ্ঠায় এমাম আজমের বিশ্বাসভাজন, ধার্ম্মিক ও পরহেজগার হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এমাম-আব্দুল অহ্হাব শায়ারানি 'মিজানে'র ৬০ পৃষ্ঠায় তাঁহাকে মহাবিদ্বান্ ও মহাধার্ম্মিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কাশফোজ-জনুনের ২/৫২৭-৫২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ২৯ জন মহা মহা বিদ্বান্ নিজ নিজ গ্রন্থে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।

এমাম জালালুদ্দিন ছিউতি (রহঃ) 'তবইজোছ্-ছহিফা' কেতাবে লিখিয়াছেন যে, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, যদি ইমান 'ছোরাইয়া' নামক নক্ষত্রের নিকট থাকে, তাহাও পারশ্যবংশধর এক ব্যক্তি বা কয়েক ব্যক্তি উহা লাভ করিবেন। এই সহীহ হাদিছটী এমাম আবু-হানিফার জন্য কথিত হইয়াছে। হজরত নবি (আঃ) যে মহান্ ব্যক্তি মহা ধার্ম্মিক ও ইমানদার হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন, তিনি কি জিন্দিক কাফের ও পৌত্তলিক হইতে পারেন?

যদি এমাম-আবুহানিফা (রঃ) উপরোক্ত প্রকার দোষে দোষান্বিত হইতেন, তবে এমাম-বেনে হাজার আস্কালানি, জাহাবি, নাবাবি, ছাময়ানি, এবনে আবদুল বার, ছফিউদ্দিন, এবনে খালকান, শায়ারাণি ও সুবকি প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ উহা উল্লেখ করিলেন না কেন?

এমাম-আজম যে মহা ধার্ম্মিক, সুন্নত জামায়াতের মস্তকমণি ও ইস্‌লাম-জগতের শিরোভূষণ, তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে, মৎপ্রণীত ছায়েকাতোল-মোছলেমিন ও নবাবপুরের বাহাছ পাঠ করুন।

এবনে-খালকান 'তারিখে'র ১৬৩/১৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ— "খাতিব 'তারিখে' উল্লেখ করিয়াছেন যে, এমাম আবু-হানিফা, আলেমে-বা-আমল, সংসার-বিরাগী, তাপস, পরহেজগার, মহা খোদাভীরু ও খোদার নিকট মহা ক্রন্দনশীল ছিলেন।

খতিব এইরূপ তাঁহার বহু প্রশংসাসূচক কথা লিখিয়াছেন, অবশেষে তিনি কতকগুলি কথা বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা পরিত্যাগ করার ও উল্লেখ না করার উপযুক্ত, এইরূপ এমামের দীনদার, পরহেজগার ও হাফেজে-হাদিছ হওয়ার কোন সন্দেহ নাই।"

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, আহলে-হাদিছ উল্লিখিত পত্রিকের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা জাল, মিথ্যা অপবাদ ও শয়তানের ধোঁকা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মৌজাসার মৌলবি আবদুল বারি ও ২৪ পরগণার মৌলবি বাবর আলি ছাহেবদ্বয় জানিয়া শুনিয়া আলহাজ্জ নাগাবারকদের মিথ্যা অপবাদ উল্লেখ করিয়া একজন ইসলাম-জগতের মহা ধার্মিক, দীনদার, পরহেজগার এমামকে কাফের ও পৌত্তলিক সাজাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা কি জানেন না, যে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা অপবাদকে সত্য সাজাইয়া একজন ইমানদারকে বেদীন বলিলে, নিজে বেদীন হইতে হয় কি না?

শেখ জামালুদ্দিন হেনাফি 'কেতাবোল-মারাফ অলবুহিমতে'র ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

এমাম শায়রাণি গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, গোঁড়া হিংসুকেরা প্রায় ৩০ জন প্রধান প্রধান বিদ্বানকে কাফের বলিয়াছে, তন্মধ্যে কাজি এয়াজ একজন, উক্ত হিংসুকেরা তাঁহাকে য়িহুদী বলিয়া অপবাদ দিয়াছে। তন্মধ্যে এমাম-গাজ্জালী একজন, মগরেবের কাজিগণ তাঁহাকে কাফের বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এমাম সুবকি একজন, উক্ত ব্যক্তিরা তাঁহাকে কয়েকবার কাফের বলিয়াছেন।" মৌলবি বাবর আলি ও মৌঃ আবদুল বারি তাঁহাদিগকে কাফের বলিবেন কি?

শিয়াদের 'তফছিরে ছাফি'র ২২৩ পৃষ্ঠায়, জালোল-আয়য়ুনের ৫৭৮/৫৮০/৫৮১ পৃষ্ঠায় ও রেছালায়-হেছুনিয়ার ৭০/৭২/৭৩/১১৫ পৃষ্ঠায় হজরত আবুবকর, ওমার এবং ওছমানকে কাফের, মোনাফেক, মালউন, [illegible] ও জাহান্নামী বলা হইয়াছে। (নাউজোঃ)। বরং তাহাদের উক্ত কেতাবের ১১৫ পৃষ্ঠায় মেকদাদ, আবুজর ও ছালমান ব্যতীত হজরতের সমস্ত সাহাবাকে কাফের মোরতাদ্দ বলা হইয়াছে।

মৌঃ আবদুল বারি ও মৌঃ বাবর আলি সাহেবদ্বয় উক্ত শিয়াদের সুরে সুর মিশাইয়া সাহাবাগণকে কি বলিবেন?

এমাম সুবকি 'তাবাকাতে-কোবরা'র ১/১১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :— সাবধান! সাবধান!! সত্য মত এই যে, যাহার এমামত্ব ও ধার্ম্মিকতা (পরহেজগারি) প্রমাণিত হইয়াছে, যাহার প্রশংসাকারী ও সুগুণ প্রচারকগণের

সংখ্যা অধিক ও নিন্দুকদের সংখ্যা কম হয় এবং তথায় এরূপ প্রমাণ থাকে যাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহার নিন্দনীয় হওয়ার কারণ মজহাবি বা অন্য কোন বিদ্বেষ হয়, এক্ষেত্রে নিশ্চয় আমরা তাঁহার নিন্দাবাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করি না এবং তাঁহার সম্বন্ধে ধর্ম্ম-পরায়ণতা অনুযায়ী কার্য্য করি, অন্যথা যদি আমরা এই দ্বার উদঘাটন করি কিম্বা সর্ব্বতোভাবে নিন্দাবাদকে অগ্রগণ্য বলিয়া গ্রহণ করি তবে কোনই এমাম আমাদের নিকট পরিত্রাণ পাইবেন না, কেননা যে কোন এমাম হউন না কেন, তাঁহার সম্বন্ধে অপবাদকগণ অপবাদ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছে।" পাঠক, ইহার বিস্তারিত বিবরণ কাশেয়োল-মোবতাদেয়িনের, ১/১২১ ১৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

সহিহ্ বোখারির টীকা আয়নি, ৩/৪২৪/৪২৫ পৃষ্ঠা :—

قد اورد الخطيب في كتابه الذي صنفه في القنوت احاديث اظهر فيها تعصبه قال ابن الجوزي وسكوته عن القدح في هذا الحديث واحتجاجه به وقاحة عظيمة وعصبية باردة وقلة دين لانه يعلم انه باطل قال ابن حبان دينار يروي عن انس اشياء موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب الا على سبيل القدح فيها فواعجبا للخطيب اما سمع في الصحيح من حدث عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكذابين وهل مثله الا مثل من انفق نبهرجا ودلسه فان اكثر الناس لايعرفون الصحيح من السقيم وانما يظهر ذلك للنقاد فاذا اورد الحديث محدث واحتج به حافظ لم يقع في النفوس الا انه صحيح ولكن عصبية حملته على هذا ومن نظر في كتابه الذي صنفه في القنوت وكتابه الذي في جهر البسملة ومسألة الغيم واحتجاجه بالاحاديث التي يعلم بطلانها اطلع على فرط عصبيته وقلة دينه *

"খতিব কনুত সংক্রান্ত রচিত কেতাবে কতকগুলি হাদিছ আনয়ন করিয়া উহাতে পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এবনোলজওজি বলিয়াছেন, খতিবের এই হাদিছ উল্লেখ করিয়া উহার দোষ প্রকাশ না করা এবং উহাকে দলীলরূপে গ্রহণ করা বড় লজ্জাহীনতা, বিষম-পক্ষপাতিত্ব ও দীনদারির অল্পতার পরিচায়ক, কেননা তিনি জানেন যে উহা বাতীল হাদিছ। এবনে হাব্বান বলিয়াছেন, দীনার (হজরতে) আনাছের রেওয়াএতে কতক জাল হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন যাহা খণ্ডন ও প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্য ব্যতীত কেতাবে উল্লেখ করা হালাল নহে। খতিবের পক্ষে বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি কি ছহিহ কেতাবে উল্লিখিত এই হাদিছ শুনেন নাই;—'যে ব্যক্তি আমা হইতে একটি হাদিছ উল্লেখ করে, অথচ সে ব্যক্তি উহা মিথ্যা বলিয়া ধারণা করে, সে ব্যক্তিও মিথ্যাবাদিদের মধ্যে একজন হইবে। এইরূপ ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তির তুল্য যে একটী মেকি টাকা গোপন করিয়া বিক্রয় করে, কেননা অধিকাংশ লোকে ছহিহ ও বাতীল হাদিছের মধ্যে প্রভেদ করিতে জানে না, উহা হাদিছ পরীক্ষক ব্যক্তির পক্ষেই প্রকাশ হইয়া থাকে। যখন কোন মোহাদ্দেছ একটী হাদিছ উল্লেখ করিয়া উহা দলীলরূপে গ্রহণ করেন, তখন লোকে উহা ছহিহ ধারণা করে, কিন্তু মজহাবের পক্ষপাতিত্বই খতিবকে এইরূপ কার্য্য করিতে উত্তেজিত করিয়াছে। যে ব্যক্তি কনুত, বিছমিল্লাহ উচ্চস্বরে পাঠ ইত্যাদি সংক্রান্ত খতিবের রচিত কেতাবগুলি এবং বাতীল প্রমাণিত হাদিছগুলি তাঁহার দলীলরূপে গ্রহণ করা দর্শন করে, সে ব্যক্তি খতিবের অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব ও দীনের অল্পতা অবগত হইতে পারিবে।"

এমাম ছুবকি 'তাবাকাতে-কোবরায় শাফিয়িয়া'র ১/১৯৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—"তারিখ লেখকগণ পক্ষপাতিত্ব বশতঃ কিম্বা অনভিজ্ঞতার কারণে অথবা অবিশ্বাসী লোকের রেওয়াএতের উপর আস্থা স্থাপন করার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে অনেক ক্ষেত্রে কতকগুলি লোককে হেয় করিয়া দেখাইয়া থাকেন এবং কতকগুলি লোককে উচ্চ করিয়া দেখাইয়া থাকেন। তারিখ লেখকদিগের মধ্যে ভাল মন্দ রাবিদের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা ও হিংসা দোষই অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। তুমি অতি কম কোন ইতিহাসকে উপরোক্ত দোষশূন্য দেখিতে পাইবে।"

আরও তিনি উক্ত কেতাবের ২/১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—"ইতিহাস লেখকগণের বাতীল কথাগুলি ত্যাগ কর ও উক্ত ভ্রান্ত লোকদের জাল কথাগুলি একেবারে গ্রহণ করিও না যাহারা আপনাদিগকে মোহাদ্দেছ ও সুন্নত তত্ত্ববিদ্ বলিয়া ধারণা করে, অথচ তাহারা তৎসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, এমাম বোখারির উপর এইরূপ ধারণা করা যাইতে পারে কি যে তিনি মো'তাজেলাদের কোন মত গ্রহণ করিতেন?

এক্ষণে মৌলবি সাহেবদ্বয়কে বলি, আপনাদের এত বড় সখের তারিখে-খতিবের গুণ শুনিলেন ত? তাঁহার পক্ষপাতিত্বের কথা শুনিলেন ত? এমাম সুবকি এইরূপ তারিখগুলিকে একেবারে বাতেল, মকবুল ইত্যাদি বলিয়া আখ্যা করিয়াছেন। ঐরূপ সখের তারিখ সর্ব্বতোভাবে মান্য করিতে গেলে, এমাম বোখারিকে ভ্রান্ত মো'তাজেলা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

৭ম অপবাদ

আহলে-হাদিছ, ৮ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১০০/১০২/১০৪ পৃষ্ঠা, বরকল-মোয়াহেদ্দিন, ১৯ পৃষ্ঠা ও দোর্রায়-মোহম্মদী, ১০০ পৃষ্ঠা:—এবনে খলদুন লিখিয়াছেন, এমাম আবু হানিফা ১৭টী হাদিছ জানিতেন। আলি বেনে মদিনি বলিয়াছেন, তিনি পঞ্চাশটী হাদিছে ভ্রম করিয়াছেন। মৌভাবার মৌঃ আবদুল বারি ইহার অনুবাদ লিখিয়াছেন, (তিনি) ৫০টী হাদিছ ভুলিয়া গিয়াছেন।

আবুবকর বেনে আবু দাউদ বলিয়াছেন, আবু হানিফা ১৫০টী হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি উহার অর্দ্ধেকে ভুল করিয়াছেন।

হানাফিদিগের উত্তর

এস্থলে লেখক সাহেবরা বিপরীত বিপরীত তিনটী মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, প্রথম এই যে, এমাম আবু হানিফা (রঃ) কেবল ১৭টী হাদিছ জানিতেন, দ্বিতীয় এই যে, তিনি ১৫০টী হাদিছ রেওয়াইয়াত করিয়াছেন এবং উহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৭৫টী হাদিছে ভ্রম করিয়াছেন। তৃতীয় এই যে, তিনি ৫০টি হাদিছে ভ্রম করিয়াছেন, কিন্তু কত হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন, তাহা অনির্দিষ্ট। মৌলবি আব্বাছ আলি, মৌঃ আবদুল বারি ও মৌঃ এলাহি বখ্শ এই তিন ব্যক্তি তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়া তাঁহাদের নিজেদের

দাবি অনুসারে জাহান্নামী ফেরকাভুক্ত হইবেন কিনা?

মিথ্যা অপবাদ কারিদিগের স্মৃতিশক্তি কম হইয়া থাকে, তাহাই এক পৃষ্ঠায় ১৭ হাদিছের অপবাদ, অন্য পৃষ্ঠায় ১৫০ হাদিছের অপবাদ প্রচার করিয়া মিথ্যাবাদি সাজিতেছেন।

পাঠক, যাঁহারা একবার বলেন, এমাম আজম ১৭০ হাদিছ জানিতেন, আর একবার বলেন, ১৫০টী হাদিছ রেওয়াইয়াত করিয়াছেন; একবার বলেন, তিনি ৫০টী হাদিছে ভ্রম করিয়াছেন, আর একবার বলেন, তিনি ৭৫টী হাদিছে ভ্রম করিয়াছেন, তাহাদের কোন্ কথাটী সত্য?

দ্বিতীয় এবনে খলদুনের ৩/৩৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—(এমাম) আবুহানিফা কর্ত্তৃক ১৭টী হাদিছের রেওয়াইয়াত বর্ত্তমান আছে, বলিয়া কথিত হয়।"

কোন্ ব্যক্তি এইরূপ বলিয়াছে, তাহার নাম মৌভাবার নবীন অপবাদক বা চন্ডপুরের পুরাতন নিন্দুক প্রকাশ করিতে পারেন কি? ইহা যে বাতীল বা জইফ মত, তাহা 'কথিত হয়' এইরূপ শব্দে নিজে এবনে খলদুন প্রকাশ করিয়াছেন। বাতীল মত প্রকাশ করিয়া একজন মহা বিদ্বানের অপবাদ প্রচার করা আপনাদের একচেটিয়া ব্যবসায়। ১৫০টী হাদিছের রেওয়াইয়াত ১৭ হাদিছের রেওয়াইতকে জ্বলন্তভাবে জাল সাব্যস্ত করিতেছে কিনা তাহা নিন্দুকদ্বয় ভাল করিয়া বুঝুন।

তৃতীয় কোন এমামের রেওয়াইয়াত কম হইলে, তিনি যে কম হাদিছ জানিবেন, ইহা পাগলের প্রলাপোক্তি নহে কি?

এমাম নাবাবি 'তহজিবোল-আছমা' গ্রন্থে ও এমাম ছাইউতি তারিখোল-খোলাফা গ্রন্থের ৭৫/১০১/১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, বর্ত্তমান হাদিছ গ্রন্থ সমূহে হজরত আবুবকরের ১৪২টী ও হজরত ওমারের ৫৩৫টী, হজরত ওছমানের ১৪৬টী ও হজরত আলির ৫৬৮টী হাদিছের রেওয়াএত পাওয়া যায়। এস্থলে কি অপবাদকদল বলিবেন যে, তাঁহারা কেবল উল্লিখিত পরিমাণ হাদিছ জানিতেন?

হজরতের শেষ ২০ বৎসরে ৭২০০ দিবস হয়, উক্ত চারি সাহাবা দৈনিক ১০০টী কথা শুনিলেও দেখিলেও ৭ লক্ষের অধিক হাদিছ জানিতে

পারিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান এমাম মালেকের মোয়াত্তাতে কত হাদিছের রেওয়াইয়াত আছে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। এবনে-খলদুন বলিয়াছেন, ৩০০ হাদিছের রেওয়াইয়াত আছে, কিন্তু জরকানি 'মোয়াত্তার টীকায় লিখিয়াছেন যে কেহ ৫ শত, কেহ ৭ শত, কেহ সহস্রের অধিক, কেহ ১৭২০ কেহ ৬৬৬টী রেওয়াইয়াতের সংখ্যা স্থির করিয়াছেন।

এক্ষণে অপবাদকদল বলিবেন কি যে, এমাম মালেক কেবল উপরোক্ত পরিমাণ হাদিছ জানিতেন?

দেখুন, উক্ত জরকানির ৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, এমাম মালেক স্বহস্তে লক্ষ হাদিছ লিখিয়াছিলেন। সহিহ্ বোখারি ও মোছলেমে চারি সহস্র করিয়া হাদিছের রেওয়াইয়াত আছে, আবুদাউদে ৪ সহস্র ৪ শত হাদিছের রেওয়াইয়াত আছে, এদিকে অপবাদকদল বলেন যে, এমাম বোখারি ৬ লক্ষ, এমাম মোছলেম ৩ লক্ষ, এমাম আবু-দাউদ ৫ লক্ষ হাদিছ জানিতেন, এক্ষেত্রে উক্ত এমামত্রয় অবশিষ্ট হাদিছগুলি কি করিলেন? আপনারা কি তৎসমস্ত আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন?

এক্ষেত্রে অপবাদকদলকে স্বীকার করিতে হইবে, যে তৎসমস্ত তাহাদের কণ্ঠে ছিল। তাহা হইলে তাহাদিগকে ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে যে, এমাম আজমের রেওয়াইয়াত কম হইলে তিনি বহু লক্ষ হাদিছের হাফেজ ছিলেন।

পাঠক, মৌভাস্বার মৌঃ আবদুল বারি ছাহেব এবনে খলদুনের এবারতের জাল অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন; "তাঁহাকে (এমাম আবুহানিফাকে) ১৭টী হাদিছ পৌঁছিয়াছে।" ইহা কি উহার এবারতের মর্ম্ম? যাহার এক আধটুকু বিদ্যা আছে, তিনি বলিবেন যে, উহার এইরূপ অনুবাদ হইবে যে, তাঁহার রেওয়াইএতের সংখ্যা ১০, অর্থাৎ লোকে তাঁহার নিকট হইতে ১৭টী হাদিছ রেওয়াইএত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজের শিক্ষকগণ হইতে কত হাদিছ রেওয়াইএত করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা হয় নাই।

মৌঃ আব্বাছ আলি লিখিয়াছেন যে, তিনি ১৭টী হাদিছ জানিতেন, ইহা ভীষণ জালছাজি। আহলে-হাদিছ হওয়ার অর্থ কি জালছাজি?

পাঠক আসুন, এবনে খলদুন উক্ত মতের প্রতিবাদে কি লিখিতেছেন,

আসল মতন ঃ-

وقد تقول بعض المبغضين المتعسفين الى ان منهم من كان قليل البضاعة في الحديث فلهذا قلت روايته ولا سبيل الى هذا المعتقد في كبار الائمة لان الشريعة انما تؤخذ من الكتاب والسنة ومن كان قليل البضاعة من الحديث فيتعين عليه طلبه وروايته والجد والتشمير في ذلك ليأخذ الدين عن اصول صحيحة ويتلقى الاحكام عن صاحبها المبلغ لها ٭

"কতক হিংসুক স্বেচ্ছাচারী লোক অযথাভাবে বলিয়াছে যে, উপরোক্ত এমামগণের মধ্যে কেহ কেহ হাদিছে অল্প অধিকার রাখিতেন, এইজন্য তাঁহার রেওয়াইয়াত কম হইয়াছে, কিন্তু প্রবীণ প্রবীণ এমামগণের সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাস করার কোন উপায় নাই, কেননা শরিয়ত কোরান ও হাদিছ হইতে গৃহীত হইয়া থাকে, আর যে ব্যক্তির হাদিছে অল্প সম্বল থাকে, তাহার পক্ষে উহা চেষ্টা করা, রেওয়াইয়াত করা এবং তৎসম্বন্ধে বিশেষ সাধ্যসাধনা করা একমাত্র বিধান, তাহা হইলে সহিহ্ দলীল হইতে দীন গ্রহণ করিতে ও (দীনের) আহকাম, উহার প্রবর্ত্তক প্রচারকের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন।"

উপরোক্ত কথায় বুঝা যাইতেছে যে, বড় বড় এমামের রেওয়াইয়াত কম প্রচারিত হইলেও, তাঁহাদের অল্প হাদিছ জানার দাবি করা একেবারে হিংসা ও প্রলাপোক্তি।

তৎপরে এবনে খলদুন এমাম আজমের রেওয়াইয়াত কম প্রচারিত হওয়ার দুইটী কারণ লিখিয়াছেন ঃ—

(১) প্রথম এই যে, "হেজাজবাসিগণ ইরাকবাসিগণের অপেক্ষা হাদিছের রেওয়াইয়াত অধিক প্রচার করিয়াছেন, যেহেতু ইরাকবাসিগণ সমধিক জেহাদে ব্যাপৃত ছিলেন।" (তাঁহার এই কথায় বুঝা যায় না যে, ইরাকবাসিগণ

হাদিছ কম জানিতেন)।

(২) দ্বিতীয়, এমাম আবু হানিফা (হাদিছের) রেওয়াইয়াত এবং উহা স্মরণ রাখা সম্বন্ধে কঠিন মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং হাদিছে-ফেয়েলির বিপরীতে হাদিছে কওলিকে জইফ স্থির করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার রেওয়াইয়াত কম হইয়াছে, আর একথা সত্য নহে যে, তিনি স্বেচ্ছায় হাদিছ রেওয়াইয়াত করা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি ইহা হইতে পবিত্র ছিলেন।

তিনি যে হাদিছ এল্মে প্রবীণ মোজতাহেদ ছিলেন, ইহার প্রমাণ এই যে, উক্ত মোজতাহেদগণের মধ্যে তাঁহার মজহাব মাননীয় ও বিশ্বাসযোগ্য এবং রদ ও গ্রহণ সম্বন্ধে উহা অবলম্বন স্বরূপ হইয়াছে।"

মূল কথা এই যে, এমাম আবুহানিফা (রঃ) বলিতেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) যে যে শব্দে হাদিছ বর্ণনা করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি অবিকল সেই সেই শব্দে উহা উল্লেখ করেন, তাহার হাদিছ গ্রহণীয় হইবে। আর যে ব্যক্তি উহার মূল শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া উহার মর্ম্ম নিজ শব্দে প্রকাশ করেন, তাহার হাদিছ সহিহ্ হইবে না।

তাজকেরাতোল-হোফ্ফাজ, ১/১৯২

"ছুফ্ইয়ান ছওরি বলেন, যদি আমরা ইচ্ছা করি যে, অবিকল যেরূপ শুনিয়াছি সেইরূপ হাদিছ তোমাদের নিকট বর্ণনা করি, তবে আমরা একটী হাদিছও বর্ণনা করিতে পারিব না।"

আর উক্ত গ্রন্থ, ১/৩৪০

"আবু হাতেম বলিয়াছেন, আমি কবিছা ব্যতীত এরূপ কোন মোহাদ্দেছকে দেখি নাই যিনি বিনা কোন পরিবর্ত্তনে অবিকল হাদিছের শব্দ স্মরণ রাখিয়া প্রকাশ করেন।"

তাবাকাতে-এবনেছা'দ, ১/১৩১/৪/১০৬ পৃষ্ঠা :—

"আবুজা'ফর বলেন, (হজরত) এবনে ওমার ব্যতীত এরূপ কোন ছাহাবাকে দেখি নাই যিনি (হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর হাদিছ শুনিয়া বিনা কমবেশী প্রকাশ করার উপযুক্ত।"

মছনদে-আবদুররাজ্জাকে আছে :—

"এবনে ছিরিন বলেন, আমি দশজন শিক্ষকের নিকট হাদিছ শ্রবণ

করিতাম. তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন শব্দে উহা প্রকাশ করিতেন; কিন্তু অর্থ এক হইত।"

প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেক, বুদ্ধি, মস্তিষ্কের যোগ্যতা ও বুঝিবার শক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে, এই জন্য একদল লোক একটী ঘটনাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং স্থল বিশেষে তাহাদের বর্ণনায় এত কঠিন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যে, মূল ঘটনাটী কি, তাহা সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ রাবিদের হাদিছ বর্ণনায় ঐরূপ পার্থক্য হওয়া জরুরি বিষয়, প্রকৃতপক্ষে হাদিছ সমূহের মধ্যে এইরূপ বহু পার্থক্য ঘটিয়াছে, ইহার ফলে মুসলমানেরা আকায়েদ ও মসলা মাছায়েলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছেন। এইরূপ পার্থক্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া হজরত আবুবকর (রাঃ) নিম্নোক্ত প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন ঃ—

তাজকেরাতোল-হোফ্‌ফাজ। ১/৩

"(হজরত আবুবকর) ছিদ্দিক (রাঃ) জনাব নবি (ছাঃ) এর এন্তেকালের পরে লোকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা (হজরত) নবি (ছাঃ) এর হাদিছ সমূহ বর্ণনা করিতেছ, অথচ উহাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ করিতেছ, লোকে তোমাদের পরে কঠিন মতভেদ করিবেন। কাজেই তোমরা রাছুলুল্লাহ হইতে কোন হাদিছ বর্ণনা করিও না। তিনি এস্থলে রেওয়াইয়াতের দ্বার রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এইরূপ বলেন নাই, বরং হাদিছে অতি সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য এইরূপ বলিয়াছিলেন।

তাজকেরাতোল-হোফ্‌ফাজ, ১/৬

"হজরত ওমার (রাঃ) যে সময় কোরাজাকে ইরাকের দিকে রওয়ানা করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি তাঁহার পশ্চাতে আগমন করিয়া বলিলেন, তোমরা এরূপ অধিবাসীদিগের নিকট গমন করিতেছ, যাহারা ভালরূপে কোরআন পড়িতে জানে না, তাহাদিগকে কেবল কোর-আন শিক্ষা দিও, হাদিছ শিক্ষা দিতে গিয়া কোর-আন পাঠের বিঘ্ন ঘটাইও না। তাহাদের নিকট হাদিছের রেওয়াইয়াত কম করিও, আমিও হাদিছের রেওয়াইয়াত কম করিয়া থাকি। যে সময় কোরাজা তথায় উপস্থিত হইলেন, তাহারা বলিলেন, আমাদিগকে হাদিছ শিক্ষা দিন, তিনি বলিলেন, (হজরত) ওমার (রাঃ)

জানা বলিয়াছে, উহা প্রকৃতপক্ষে হাদিছ না হইতে পারে। আর আমি ঐ ব্যতীত হাদিছ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।"

তাজকেরা, ১/১২/১৩ পৃষ্ঠা :—

"(হজরত) এবনে মছউদ (রাঃ) হাদিছের শব্দ প্রকাশে অতি সাবধানতা ও রেওয়াইয়াতে কঠিন শর্ত্ত অবলম্বন করিতেন, শব্দগুলি বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিতে অবহেলা করার জন্য নিজের শিষ্যদিগকে ভর্ৎসনা করিতেন। হাদিছ রেওয়াইয়াত অতি কম করিতেন ও (হাদিছের) শব্দগুলি সম্বন্ধে ভয় করিতেন।"

আরও ১৪ পৃষ্ঠা :—

"আবু আমর শায়বানি বলিয়াছেন, আমি এবনে মছউদের নিকট এক বৎসর বসিতাম, তিনি বলিতেন না যে, রাছুলুল্লাহ বলিয়াছেন, যদি কখনও বলিতেন যে, রাছুলুল্লাহ বলিয়াছেন, তবে তাঁহার শরীরে কম্পন উপস্থিত হইত এবং বলিতেন যে, হজরত এরূপ বলিয়াছেন বা ইহার নিকট নিকট কোন শব্দ বলিয়াছেন।"

দারমি, ৩২/৩৩ পৃষ্ঠা :—

আমর বেনে মায়মুন বলেন, আমি বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যায় (হজরত) এবনে মছউদের নিকট উপস্থিত হইতাম, রাছুলুল্লাহ বলিয়াছেন, একথা তাঁহাকে বলিতে কখনও শুনি নাই, এমন কি এক সন্ধ্যায় রাছুলুল্লাহ বলিয়াছেন, একথা তিনি বলিয়া ফেলিলেন, পরক্ষণেই তাঁহার দুই চক্ষুতে অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল এবং তাঁহার শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, হজরত এইরূপ বলিয়াছেন বা ইহার তুল্য অন্য শব্দ বলিয়াছেন।

হজরত আবুদ্দারদা (রাঃ) যখন কোন হাদিছ বলিতেন, তখন বলিতেন, এইরূপ বা ইহার তুল্য কোন শব্দ বলিয়াছেন।

শা'বি বলিয়াছেন, আমি হজরত এবনে ওমারের নিকট এক বৎসর বসিয়াছি, রাছুলুল্লাহ বলিয়াছেন, এইরূপ কথা তাঁহাকে বলিতে শুনি নাই।

হজরত আনাছ যখন কোন হাদিছ বলিতেন, তখন বলিতেন, হজরত রাছুলুল্লাহ এইরূপ বলিয়াছেন কিম্বা অন্য প্রকার বলিয়াছেন।"

আরও দারমি, ৩০ পৃষ্ঠা :—

"হজরত আনাছ বেনে মালেক বলিয়াছেন, যদি আমি ভুল করার

আশঙ্কা না করিতাম, তবে এরূপ অনেক কথা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতাম যাহা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর নিকট শুনিয়াছি বা তিনি বলিয়াছেন। আশঙ্কার কারণ এই যে, হজরতকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যেব্যক্তি স্বেচ্ছায় অসত্যারোপ করে, সে যেন নিজের স্থান দোজখ স্থির করিয়া লয়।"

আরও ৩২ পৃষ্ঠা ঃ—

"খালেদ বলেন, আমি হজরত জাবের বেনে জয়েদকে 'রাছুলুল্লাহ বলিয়াছেন' এরূপ কথা বলিতে শুনি নাই, কি জানি রেওয়াইয়াতে কিছু ভ্রম হওয়ায় হজরতের প্রতি মিথ্যারোপ করা হইয়া পড়ে।"

উক্ত কেতাব, ২১ পৃষ্ঠা ঃ—

"এবনে আবিলায়লা বলিয়াছেন, এই (কুফার) মছজিদে ১২০ জন আন্‌ছার সাহাবাকে দেখিয়াছি, তাঁহাদের প্রত্যেক হাদিছ উল্লেখ করা পছন্দ করিতেন না, প্রত্যেকের ইহাই কামনা ছিল যেন অন্যে উহা বর্ণনা করেন।"

তাবাকাতে এবনে-ছা'দ, ৩/১৬৪ পৃষ্ঠা ঃ—

"হজরত ছোহাএব বলিতেন, তোমরা আইস, আমরা জেহাদের বিষয় উল্লেখ করিব, কিন্তু রাছুলুল্লাহ হইতে কখনও রেওয়াইয়াত করিব না।"

দারমি, ৩২/৩৩ পৃষ্ঠা ঃ—

'আছেম, এমাম শা'বির নিকট কোন হাদিছ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে তিনি তাঁহার নিকট উহা প্রকাশ করিলেন। আছেম বলিলেন, আপনি কি ইহা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর কথা বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, তিনি বলিলেন না, কেননা যদি ইহাতে কিছু কম বেশী থাকে এবং রাছুলুল্লাহ ব্যতীত অন্যের দিকে ইহার নেছবত করা হয়, তবে কোন দোষ হইবে না।

এবরাহিম (নখয়ি) একটী হাদিছ বর্ণনা করিলেন, ইহাতে লোকে বলিলেন, আপনি ইহা ব্যতীত কি অন্য হাদিছ স্মরণ রাখেন না? তিনি বলিলেন, হাঁ রাখি, কিন্তু এবনে-মছউদ বলিয়াছেন, আলকামা বলিয়াছেন, এইরূপ বলাই আমি সঙ্গত মনে করি।"

তজকেরা, ১/৭২ পৃষ্ঠা ঃ—

"প্রবীন সাহাবাগণ অধিক রেওয়াইয়াত করা না পছন্দ করিতেন, আমি রেওয়াইয়াত সম্বন্ধে যেরূপ তাহা অবগত হইয়াছি, যদি অগ্রে উহা

অবগত হইতে পারিতাম, তবে হাদিছ বর্ণনা করিতাম না, অবশ্য যে হাদিছের প্রতি সমস্ত মোহাদ্দেছের একমত হইয়াছে, কেবল তাহাই বর্ণনা করিতাম।"

আরও ১/১৮৫ পৃষ্ঠা ঃ—

"শো'বা বলিয়াছেন, আমার মতে আমাকে দোজখে লইয়া যাইতে হাদিছ অপেক্ষা অধিকতর আতঙ্কজনক অন্য কোন বস্তু নাই। যদি আমি গোছলখানার ইন্ধন হইতাম এবং হাদিছ না জানিতাম, তবে আমার পক্ষে ভাল হইত।"

আরও ১৯১ পৃষ্ঠা ঃ—

"ছুফইয়ান ছওরি বলিয়াছেন, এলমের দ্বারা কোন উপকার না হইলেও যদি উহার ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি পাই, তবেই ভাল, আমার পক্ষে হাদিছ অপেক্ষা সমধিক আশঙ্কাজনক অন্য কোন কার্য্য নাই।"

আরও ১৭৭ পৃষ্ঠা ঃ—

"মেছয়ার বেনে কেদাম বলিয়াছেন, যদি হাদিছ আমার মস্তকের উপর কাঁচের শিশি হইত এবং উহা নিক্ষিপ্ত হইয়া চুর্ণ হইয়া যাইত, তবে ভাল হইত।"

উল্লিখিত বড় বড় ছাহাবা ও মোহাদ্দেছের কথা ও কার্য্যে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, হাদিছ রেওয়াইয়াতের দুইটি নিয়ম আছে, প্রথম এই যে, কোন কথা বা কার্য্যকে রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ)এর কথা বা কার্য্য বলিয়া উপযুক্ত সনদ সহ বর্ণনা করা। দ্বিতীয় এই যে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর কথা ও কার্য্যে যে আহ্কাম প্রকাশ হয়, তাহাই বর্ণনা করা। এইরূপ রেওয়াইয়াতে হজরতের দিকে লেহাজ করার আবশ্যক নাই, এইরূপ রেওয়াইয়াতে রাবির বিশ্বাসযোগ্য ফকিহ্ হওয়া জরুরি এবং যে শিক্ষকের নিকট রেওয়াইয়াত গ্রহণ করা হয়, তাঁহার নামোল্লেখ করা এবং তাঁহার বিশ্বাসযোগ্য খলিফ্ হওয়া জরুরি, মধ্যবর্ত্তী রাবিগণের নামোল্লেখ করার আবশ্যক নাই।

শাহ্ অলিউল্লাহ্ মোহাদ্দেছ দেহলবি 'হোজ্জাতোল্লাহেল-বালেগা' কেতাবের ১/১০৪/১০৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

واعلم ان تلقي الأمة هذه الشرع على وجهين - احدهما تلقي

الظاهر ولا بدلها ان ينقل ، ثانيهما التلقي دلالة ، وهي ان ...

الصحابة رسول الله صلعم يقول او يفعل فاستنبطوا من ذلك حكما من الوجوب وغيره الخ •

তুমি জানিয়া রাখ যে উম্মতের, হজরতের নিক হইতে শরিয়ত শিক্ষা করার দুইটী প্রণালী আছে, প্রথম এই যে, সাহাবাগণ হজরতকে যাহা বলিতে শ্রবণ করেন ও যে কার্য্য করিতে দেখেন, অবিকল তাহাই উল্লেখ করা। দ্বিতীয় এই যে, সাহাবাগণ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)কে কোন কথা বলিতে শ্রবণ করেন এবং কোন কার্য্য করিতে দেখেন, তৎপরে উহা দ্বারা ওয়াজেব ইত্যাদি হুকুম আবিস্কার করিয়া প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, অমুক বিষয় ওয়াজেব, অমুক বিষয় জায়েজ। তৎপরে তাবেয়িগণ সাহাবাগণের নিকট হইতে ঐরূপ শিক্ষা করিলেন, তৎপরে তৃতীয় তবকার বিদ্বানেরা তাঁহাদের ফৎওয়া ও বিচার ব্যবস্থাগুলি সংগ্রহ করিলেন এবং উহাতে অতি সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। এই প্রণালীর প্রধান নেতা (হজরত) ওমর, আলি, এবনে মছউদ ও এবনে আব্বাছ (রাঃ) ছিলেন, এই চারিজন সাহাবা ব্যতীত অন্য সাহাবারা হজরতের কথা ও কার্য্য হইতে আহকাম বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারা ফরজ, সুন্নত ও মোস্তাহাব কি কি, তাহা প্রভেদ করিতে পারিতেন না। বিপরীত বিপরীত হাদিছ ও দলীলগুলিরবিরোধ ভঞ্জন করিতে পারিতেন না। অবশ্য (হজরত) এবনে ওমার আএশা ও জয়েদ বেনে ছাবেত কর্ত্তৃক অল্প কয়েক স্থলে এইরূপ বিরোধ ভঞ্জন করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাবেয়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রণালীর প্রধান নেতা মদিনা শরিফে সপ্তজন ফকিহ্, বিশেষতঃ ছইদ এবনে মোছাইয়েব, মক্কা-শরিফে আতা বেনে আবিরাবাহ্, কুফাতে এবরাহিম, শোরাএহ্ ও শা'বিও বাস্রাতে হাছান ছিলেন।"

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, প্রথম প্রকার হাদিছের রেওয়াইয়াতে মোজতাহেদ হওয়া আবশ্যক নাই। দ্বিতীয় প্রকার হাদিছের রেওয়াইয়াতের জন্য মোজতাহেদ হওয়া আবশ্যক। যে মোহাদ্দেছ এই প্রকার রেওয়াইয়াত করার উপযুক্ত তাঁহাকেই মোজতাহেদ বলা হয়।

মূল মন্তব্য

(১) পাঠক, এমাম আজম নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, নিকাহ, তালাক, দান, অছিএত, বন্ধক, ইজারা, ফারাএজ ইত্যাদি শরিয়াতের যাবতীয়

বিষয়ের ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত, মোস্তাহাব, হালাল, হারাম, মকরুহ বিস্তারিত রূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আর তাঁহার মজহাবের মূল এবরাহিম নখয়ির ফৎওয়া, আর এবরাহিম নখয়ির মজহাবের মূল আলকামার ফৎওয়া। আলকামার মজহাবের মূল হজরত এবনে মছউদ ও হজরত আলির ফৎওয়া। তাঁহারা কোরআন ও হাদিছ হইতে ফৎওয়া দিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এমাম আবু হানিফার উল্লিখিত মসলাগুলি কোরাণ ও হাদিছের মূল। এনছাফ।

এমাম কোর্দরি বলিয়াছেন যে, এমাম আবু হানিফা ৬ লক্ষ মসলা সংগ্রহ করিয়াছেন।

জগতে এরূপ কোন মোহাদ্দেছ নাই যিনি এত অধিক সংখ্যক রেওয়াএত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেহাহ ছেত্তার মধ্যে ইহার শতাংশের একাংশ মসলা সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। মোহম্মদিগণ নামাজে বুকের উপর হাত বাঁধিয়া থাকেন এবং বিছমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়ার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, কিন্তু উক্ত ছয়খানা কেতাবে ইহার সহিহ প্রমাণ নাই।

এক্ষণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, এমাম আজমের তুল্য অধিক রেওয়াইয়াতকারী কোন মোহাদ্দেছ জগতে নাই।

(২) জগতের ৫০ খানা হাদিছ গ্রন্থে সনদসহ যে হাদিছগুলি লিখিত আছে, হানাফি ফেকহ গ্রন্থে বিনা সনদে তৎসমস্তের আবিষ্কৃত মসলাগুলি লিখিত আছে, ইহা দ্বিতীয় প্রকারের হাদিছ, যাহারা তৎসমস্তকে হাদিছ না বলেন, তাহারা একেবারে অনভিজ্ঞ।

(৩) হাফেজ আবুল মাহাছেন দেমাশকি 'ওকুদোল-জোম্মানে', এমাম জাহাবি 'তাবাকাতোল-হোফ্ফাজে'র ৩/২৬ পৃষ্ঠায়, এবনে খাল্লকান তারিখের ২/১৬৫ পৃষ্ঠায় ও এবনে-হাজার শাফেয়ি 'খয়রাতোল হেছানের ৬০ পৃষ্ঠায়, এমাম আজমকে হাফেজে হাদিছ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(৪) আরও তাঁহার বহু সহস্র হাদিছ তাঁহার শিষ্যগণ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, যাহাকে ১৪ বা ১৫ মসনদ বলা হয়, ইহার বিস্তারিত বিবরণ সায়েকাতোল-মোসলেমিনের ৩৩/৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

(৫) খয়রাতোল-হেছানে তাঁহার শিক্ষকের সংখ্যা ৪ সহস্র লিখিত হইয়াছে, তিনি যদি এক একজনার নিকট হইতে এক একটী হাদিছ শিক্ষা

করিয়া থাকেন, তবে চারি সহস্র হাদিছ হইবে, একেত্রে চৌদ্দ হাদিছ আলার অপবাদ একেবারে ধূলায় মিশিয়া গেল।

অষ্টম অপবাদ

আহলে হাদিছ, ৮ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১০২ পৃষ্ঠা। ছেরাজোল মো'মেনিন, ১/৫৬/৭১/৭২, দোর্রায় মোহম্মদী ৯৯/১০০ পৃষ্ঠা ওয়ায়েজোল-মোয়াহেদিন, ১২/১৩/৫৯ পৃষ্ঠা ঃ—

'আলি বেনে মদিনি, এমাম আবু হানিফাকে জইফ বলিয়াছেন। এমাম নাছায়ি বলিয়াছেন, আবু হানিফা হাদিছ বিদ্যায় যোগ্য নন, একে ত যৎসামান্য রেওয়াএত করিয়াছেন, তাতে আবার বহু ভুল ও খাতা করিয়াছেন।''

হানাফিদিগের উত্তর

এমাম এবনে আবদুল-বার্র 'জামেয়োল-এল্‌ম' কেতাবের ১৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ

ذكر محمد بن الحسين الأزدي الحافظ الموصلي في أخر كتابه في الضعفاء قال يحيى بن معين ما رأيت أحدا أقدمه على وكيع وكان يفتي برأي أبي حنيفة وكان يحفظ حديثه كله وكان قد سمع من أبي حنيفة حديثا كثيرا ه

মোহাম্মদ বেনে হোছাএন আজদি হাফেজে মুছেলি কেতাবোজ্জোয়াফা গ্রন্থে লিখিয়াছেন, এহইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, আমি এরূপ কোন ব্যক্তিকে দেখি নাই, যাহাকে অকি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ধারণা করিতে পারি, তিনি আবু হানিফার রায় অনুযায়ী ফৎওয়া দিতেন, তাঁহার সমস্ত হাদিছ স্মরণ রাখিতেন এবং আবু হানিফার নিকট হইতে বহু হাদিছ শ্রবণ করিয়াছিলেন।

قال الحلواني قال لي شبابة بن سوار كان شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة ه

হোলওয়ানি বলিয়াছেন, শাবাবা বেনে ছেওয়ার আমাকে বলিয়াছেন

যে, (এমাম) শো'বা, আবু হানিফা সম্বন্ধে ভাল ধারণা রাখিতেন।

قال علي بن المديني ابوحنيفة روي عنه الثوري و ابن المبارك

و حماد بن زيد و هشيم و وكيع بن الجراح و عباد بن العوام و جعفر بن

عون وهو ثقة لابأس به •

আলি বেনে মদিনি বলিয়াছেন, আবু হানিফার নিকট হইতে (ছুফ্ইয়ান) ছওরি, (আবদুললাহ) বেনে মোবারক, হাম্মাদ বেনে জয়েদ, হোশাএম, অকি বেনেল জাররাহ, এবাদ বেনেল আওয়াম ও জা'ফর বেনে আওন হাদিছ রেওয়াইয়াত করিয়াছেন, তিনি নির্দ্দোষ বিশ্বাস-ভাজন ছিলেন।" ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, আলি বেনে মদিনি এমাম আবু হানিফাকে বিশ্বাস-ভাজন বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় স্বয়ং এমাম আলি বেনে মদিনি জহমিয়া ও শিয়ামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তহজিবোত্তহজিব, ৭/৩৫৪/৩৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এক্ষণে অপবাদকেরা আলি বেনে মদিনিকে রক্ষা করুন।

এমাম এবনে-হাজার 'তহজিবোত্তজিব' গ্রন্থের ১০/৪৫১/৪৫২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—"ছহিহ্ তেরমেজিতে আবদুল হামিদ হেমানির রেওয়াইয়াতে আবু হানিফার একটী হাদিছ ও সহিহ্ নাসায়িতে আছেম হইতে তাঁহার একটী হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে।"

যদি এমাম আবু হানিফা (রঃ) জইফ হইতেন, তবে তিনি তাঁহার রেওয়াইয়াত কেন নিজের কেতাবে লিপিবদ্ধ করিলেন? এমাম নাছায়ি অযথা ভাবে অনেক বিশ্বাসভাজন লোককে জইফ বলিয়াছেন ও কেতাবোজ্জোয়াফাতে অনেক ভুল করিয়াছেন, তাঁহার কথায় কি এমাম আবু হানাফি জইফ হইতে পারেন? এবনোল-কাইয়েম 'এ'লামোল-মোকেনিনে' লিখিয়াছেন ঃ—

قال يحيى بن آدم كان لنعمان جمع حديث بلده الله -

এহ্ইয়া বেনে আদম বলিয়াছেন, নো'মান (আবু হানিফা) তাঁহার শহরের সমস্ত হাদিছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

খয়রাতোল-হেছান, ২৭ পৃষ্ঠা ঃ—

عن الحسن بن صالح ان ابا حنيفة كان حافظا لما وصل الى بلده •

"হাছান বেনে ছালেহ বলিয়াছেন, কুফা সহরে যে সমস্ত হাদিছ পৌঁছিয়াছিল, (এমাম) আবু হানিফা তৎসমস্তের হাফেজ ছিলেন।"

আরও ৩২ পৃষ্ঠা ঃ—

قال شعبة كان و الله حسن الفهم جيد الحفظ ●

"(এমাম) শো'বা বলিয়াছেন, খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ও স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন।"

এমাম আজমের সমসাময়িক বিদ্বানগণ তাঁহাকে তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন বলিয়াছেন, আর এমাম নাছায়ি এক দেড়শত বৎসর পরে তাঁহাকে স্মৃতিশক্তিহীন বলিয়া দাবি করিলেন, ইহা কি সত্য মত হইতে পারে?

জফরোল আমানি, ৬৪ পৃষ্ঠা ঃ—

"এমাম নাসায়ি সহিহ বোখারি ও মোছলেমের একদল রাবিকে জইফ বলিয়াছেন।" এক্ষণে তাঁহার কথায় উক্ত কেতাবদ্বয়ের হাদিছগুলি ত্যাগ করিবেন কি?

এমাম আজম কোন তাবেয়ি হইতে, তিনি কোন সাহাবা হইতে ও সাহাবা হজরত নবি (ছাঃ) হইতে একটী সম্পূর্ণ হাদিছ শ্রবণ করিয়াছিলেন, ইহার বহুকাল পরে কোন স্মৃতিহীন লোক এমাম আজমের ছনদে ঐ হাদীছটী অসম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাতে এমাম নাছায়ি বুঝিলেন যে, এমাম আজম স্মৃতিহীন লোক ছিলেন, এই হেতু তিনি উহা অসম্পূর্ণ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমাম নাছায়ির এইরূপ ধারণাই বাতীল।

বোস্তানোল-মোহাদ্দেছিন, ১১১ পৃষ্ঠা ঃ—

امام نسائي مردم اورا بتشيع تهمت كرده لكد زدند ●

"লোকে এমাম নাছায়িকে শিয়া দোষে দোষান্বিত করিয়া পদাঘাত করিয়াছিলেন।"

মোহাম্মদী লেখকগণ, আপনারা শিয়া এমামের মত ধরিয়া থাকেন কি?

যিনি অন্যায়ভাবে একজন মহা ধার্ম্মিক বিদ্বানের প্রতি দোষারোপ করেন, তাঁহার প্রতি খোদা অসন্তুষ্ট হন ও তাঁহাকেও জগদ্বাসিদের সম্মুখে দোষান্বিত করিয়া দেখান।

বোধ হয় এমাম নাছায়ি ভ্রম বশতঃ বা প্রবঞ্চকদের অযথা অপবাদ

সত্য ধারণা করতঃ উক্ত প্রবীণ এমামকে জইফ বলিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তওবা করিয়া তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন স্থির করিয়া তাঁহার হাদিছ নিজ কেতাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ইহার বিস্তারিত বিবরণ অবগতির জন্য মৎপ্রণীত কাফেরোল মোবতাদেয়িন ১ম খণ্ড, ১৭৮ ১৯২ পৃষ্ঠা ও ঐ কেতাবের ২য় খণ্ড ১-২৬ পৃষ্ঠা পাঠ করুন।

নবম অপবাদ

বরকোল-মোরাহেদিন, ৫৮/৫৯ পৃষ্ঠা ও মেরাজ-মোহম্মদী, ৯৭/৯৮ পৃষ্ঠা ও আহলে-হাদিছ, ৮ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৫ পৃষ্ঠা :—দারকুৎনি ও এবনে আদি এমাম আবু হানিফাকে জইফ বলিয়াছেন। ইহা দারকুৎনি, মিজানোল-এ'তেদাল ও তারিখে-বাগদাদিতে আছে।

হানাফিদিগের উত্তর

দারকুৎনি 'ছোনানে'র ১২৩ পৃষ্ঠায় এমাম আবু হানিফাকে জইফ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবুত্তাইয়েব আজিমাবাদী তাঁহার হাশিয়ায় লিখিয়াছেন,—এমাম জাহাবি 'তাজকেরাতোল-হোফ্‌ফাজে' লিখিয়াছে, আবু হানিফা শ্রেষ্ঠতম এমাম, ইরাক প্রদেশের ফকিহ, এমাম, পরহেজগার, আলেম, দরবেশ ও বোজর্গ ছিলেন। এবনে মোবারক বলিয়াছেন, লোকের মধ্যে আবু হানিফা শ্রেষ্ঠতম ফকিহ (কোর-আন হাদিছ তত্ত্ববিদ) ছিলেন। শাফেয়ি (এমাম) বলিয়াছেন, লোক ফেকহ তত্ত্বে আবু হানিফার আশ্রিত। এইইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, তিনি নির্দ্দোষ ছিলেন, তিনি দোষান্বিত ছিলেন না। আবু দাউদ বলিয়াছেন, তিনি এমাম ছিলেন।

এমাম হাফেজ এবনে আবদুল বার্র বলিয়াছেন, যাঁহারা এমাম আবু হানিফার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান্ তাঁহার নিকট হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে বিশ্বাস-ভাজন বলিয়াছেন ও তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছেন। এমাম আলি বেনে মদীনি বলিয়াছেন, ছুফইয়ান ছওরি ও আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক তাঁহার নিকট হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নির্দ্দোষ বিশ্বাস-ভাজন ছিলেন। (এমাম) শো'বা তাঁহার সম্বন্ধে ভাল ধারণা রাখিতেন। এইইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, হাদিছ তত্ত্ববিদগণ আবু

হানিফা ও তাঁহার শিষ্যগণ সম্বন্ধে ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে বলিল, তিনি কি মিথ্যা বলিতেন, এহইয়া বলিলেন, না।

এমাম হাফেজ জামালদ্দিন মেজ্জি 'তহজিবোল-কামালে' লিখিয়াছেন, আবদুল্লাহ বেনোল মোবারক বলিয়াছেন, আবু হানিফা শ্রেষ্ঠতম ফেকহতত্ত্ববিদ ছিলেন।

আল্লামা ছফিউদ্দিন বলিয়াছেন, এহইয়া বেনে সইদ তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন। এবনোল-মোবারক বলেন, তাঁহার তুল্য ফকিহ ও পরহেজগার দেখি নাই। মক্কি বলেন, তাঁহার জামানায় তিনি সর্ব্বপ্রধান আলেম ছিলেন।"

উপরোক্ত বিবরণে দারকুৎনির মত বাতীল সাব্যস্ত হইয়া গেল। ছহিহ্ বোখারির টীকা আয়নি, ৩/৬৬/৬৭ পৃষ্ঠা ও হেদায়ার টীকা আয়নি, ১/৭০৯ পৃষ্ঠা :—

قلت لو تأدب الدار قطني و استحيى لما تلفظ بهذه اللفظة في حق
أبي حنيفة فإنه إمام طبق علمه الشرق و الغرب و لما سئل ابن معين عنه
فقال ثقة مأمون ما سمعت أحدا ضعفه هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه
أن يحدث و شعبة شعبة و قال أيضا كان أبو حنيفة ثقة من أهل الدين
و الصدق و لم يتهم بالكذب و كان مأمونا على دين الله تعالى صدوقا
في الحديث و أثنى عليه جماعة من الأئمة الكبار مثل عبد الله بن
المبارك و يعد من أصحابه و سفيان الثوري و حماد بن زيد و عبد الرزاق
و وكيع و كان يفتي برأيه و الأئمة الثلاثة مالك و الشافعي و أحمد و آخرون
كثيرون و قد ظهر لك من هذا تحامل الدار قطني عليه
و تعصبه الفاسد۔

"যদি দারকুৎনি আদব ও লজ্জা করিতেন, তবে (এমাম) আবু হানিফার সম্বন্ধে এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিতেন না, কেননা উক্ত আবু হানিফা এরূপ এমাম ছিলেন যে, নিজের এলম দ্বারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশ

পূর্ণ করিয়াছিলেন। যে সময় এবনে মইনকে তাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন, আবু হানিফা বিশ্বাসভাজন আমানাতদার ছিলেন, আমি কোন ব্যক্তির নিকট উক্ত এমামকে জইফ বলিতে শুনি নাই। এই শো'বা বেনেল হাজ্জার উক্ত এমামকে হাদিছ প্রচার করিতে পত্র লিখিয়াছিলেন। আর শো'বা ত অদ্বিতীয় ছিলেন। আরও তিনি বলিয়াছিলেন, আবু হানিফা বিশ্বাসভাজন, দীনদার ও সত্যবাদী ছিলেন, তাঁহার উপর মিথ্যা বলার দোষারোপ কেহ করে নাই। তিনি আল্লাহতায়ালার দীনের সম্বন্ধে আমানাতদার ও হাদিছে মহা সত্যবাদী ছিলেন। আবদুল্লাহ্ বেনেল মোবারক— তাঁহার শিষ্যদলের একজন, ছুফ্ইয়ান বেনে ওয়ায়না, ছুফ্ইয়ান ছওরি, হাম্মদ বেনে জয়েদ, আবদুর রাজ্জাক, অকি—ইনি তাঁহার মতানুযায়ী ফৎওয়া দিতেন, মালেক, শাফেয়ি, আহমদ প্রভৃতি এমামগণের ন্যায় একদল বড় বড় এমাম, এতদ্ভিন্ন আরও বহুসংখ্যক বিদ্বান্ উক্ত এমাম আবু হানিফার সুখ্যাতি করিয়াছেন, ইহাতেই দারকুৎনির অযথা দোষারোপ ও বাতীল বিদ্বেষভাব প্রকাশ হইয়া পড়িল।"

وليس له مقدار بالنسبة الى هؤلاء حتى يتكلم فى امام متقدم على هؤلاء فى الدين و التقوى و العلم و بتضعيفه اياه يستحق هو التضعيف

افلا يرتضى بسكوت اصحابه عنه وقد روي فى سننه احاديث سقيمة و معلولة و منكرة و غريبة و موضوعة ولقد روي احاديث ضعيفة في كتابه الجهر بالبسملة و احتج بها مع علمه بذلك حتى ان بعضهم استحلفه على ذلك فقال ليس فيه حديث صحيح ـ ولقد صدق القائل ـ حسدوا الفتى اذلم ينالوا سعيه ـ و القوم اعداء له و خصوم ✻

"এই সমস্ত এমামের হিসাবে তাঁহার এমন কোন পদমর্য্যাদা নাই যে, এরূপ একজন এমামের প্রতি দোষারোপ করিতে পারেন যিনি দীন, পরহেজগারি ও এল্‌ম সম্বন্ধে উল্লিখিত এমামগণের অগ্রণী। ইনি উক্ত এমামকে জইফ বলায় নিজেই জইফ হওয়ার উপযুক্ত হইয়াছেন। ইহার স্বমতাবলম্বী শাফেয়িগণ এমাম আবু হানিফা সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই, ইহাতেও কি তিনি রাজি হইতে পারিলেন না?

উক্ত দারকুৎনি নিজ 'ছোনান দারকুৎনি'তে বহু জইফ, দুষিত, বাতীল, গরিব ও জাল হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বিছমিল্লাহ্ উচ্চস্বরে পড়া সম্বন্ধে যে কেতাব রচনা করিয়াছিলেন উহাতে অনেক জইফ হাদিছ উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং জানিয়া শুনিয়াও উহা দলীলরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন কি কোন বিদ্বান্ এতৎসম্বন্ধে হলফ দিতে চাহেন, তখন তিনি বলেন যে, উহাতে কোন সহিহ্ হাদিছ নাই।

একজন কবি সত্য কথা বলিয়াছেন :—

"লোকে শান্তি ও স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হয় না বলিয়া উক্ত যুবকের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে, স্বজাতিরা তাহার শত্রু ও প্রতিদ্বন্দী।"

মোছাল্লামের টীকা, ৪৪০/৪৪১ পৃষ্ঠা :—

আল্লামা-বাহরুল-উলুম বলিয়াছেন, রাবিদের দোষ গুণ পরীক্ষকের ন্যায় বিচারক, দোষ গুণের কারণগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ন্যায়পরায়ণ ও হিতাকাঙ্খী হওয়া ও পক্ষপাতিত্ব ও আত্মগরিমাশূন্য হওয়া আবশ্যক, কেননা পক্ষপাতি বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তির কথা ধর্ত্তব্য হইতে পারে না, যেরূপ দারকুৎনি, মহা এমাম আবু হানিফা (রঃ)কে জইফ (অযোগ্য) বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা সমধিক অহিত কথা আর কি হইবে? কেননা উক্ত আবু হানিফা এমাম, মহাদরবেশ, পরহেজগার, নির্ম্মল ও খোদাভিরু ছিলেন, তাঁহার অনেক কারামত (অলৌকিক কার্য্য) বিখ্যাত রহিয়াছে। এক্ষেত্রে কি বিষয়ের জন্য তাঁহার মধ্যে দুর্ব্বলতা (অযোগ্যতা) প্রবেশ করিবে? একবার তাঁহারা বলেন, তিনি ফেক্হতত্ত্বে সংলিপ্ত ছিলেন। পাঠক, তুমি ন্যায়ের চক্ষে দর্শন কর, তাঁহাদের এই কথিত বিষয়ে (ফেক্হতত্ত্বে মনোনিবেশ করাতে) কি দোষ হইতে পারে? বরং ফেক্হতত্ত্ববিদের হাদিছ সমধিক গ্রহণীয়। আবার তাঁহারা বলেন, তিনি হাদিছের এমামগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, কেবল তিনি হাম্মদ (রঃ)এর নিকট যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছেন তাহাই শিক্ষা করিয়াছেন। ইহাও বাতীল কথা, কেননা তিনি এমাম মোহাম্মদ বাকের, আ'মাশ প্রভৃতি বহু এমামের নিকট হইতে হাদিছ রেওয়াইয়াত করিয়াছিলেন, (আর যদি স্বীকার করিয়া লই যে, তিনি অন্য এমামগণের নিকট শিক্ষা করেন নাই, তবে বলি যে), হাম্মাদ বিদ্যার আধার ছিলেন, তাঁহার নিকট শিক্ষা করিলে, অন্য কাহারও নিকট শিক্ষা করার আবশ্যক হইত না।

আর একবার তাঁহারা বলেন, তিনি কেয়াছ ও রায়কারী ছিলেন,

হাদিছের প্রতি আমল করিতেন না এমন কি আবুবকর বেনে আবি শায়বা নিজ কেতাবে তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহাও পক্ষাপাতমূলক কথা, কেননা উক্ত এমাম মোরছাল হাদিছগুলি গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন, হজরতের হাদিছ আমার শিরোধার্য্য, তাঁহার সাহাবাগণের মত আমি ত্যাগ করি না। কোরআনের সাধারণ মর্ম্মবাচক আয়ত ত দূরের কথা, তিনি সাধারণ মর্ম্মবাচক আহাদ হাদিছকেও কেয়াছ দ্বারা খাস করিতেন না। তিনি তিন প্রকার কেয়াছ মান্য করিতেন না। উক্ত ব্যক্তিদের প্রতি আশ্বর্য্যান্বিত হইতে হয়, যেহেতু তাহারা এই এমামের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে এমাম শাফেয়ীকে মান্য করিয়া থাকেন, অথচ তিনি সাহাবাগণের মতগুলির সম্বন্ধে বলিয়াছেন, আমি কিরূপে এরূপ লোকের মত দলিল বলিয়া মান্য করিব, যাহার সময়ে আমি থাকিলে, তাঁহার সহিত তর্ক করিতাম। তিনি মোরছাল হাদিছগুলি রদ করিয়াছেন। কোর-আনের আ'ম মর্ম্মবাচক আয়তগুলিকে কেয়াছ দ্বারা খাস করিয়াছেন। 'এখলা' নামক কেয়াছকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই দোষারোপকারিদের ইহা মিথ্যা অপবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সত্য কথা এই যে, এই লোকদের অগ্রণী মহা এমামের সম্বন্ধে উক্ত ব্যক্তিদের যে কথাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমস্তই বিদ্বেষ বশতঃ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমস্ত ভ্রুক্ষেপ করার উপযুক্ত নহে। তাহারা খোদা প্রদত্ত জ্যোতিকে নির্ব্বাপিত করিতে পারিবেন না। ইহা স্মরণ রাখ ও স্থির প্রতিজ্ঞ হও।

এই শ্রেণীর লোকদের এইরূপ অহিত কার্য্যে ব্রতী হওয়ার কারণ এই যে, ইহারা বিকৃত মস্তিষ্ক (বিবেক্ রহিত) ছিলেন, এই জন্য হাদিছের শব্দগুলির বাহ্যভাবের সেবা করিতেন, যে নিগূঢ় মর্ম্মগুলি মধ্যম শ্রেণীর বিদ্বান্‌গণের জ্ঞানের অগোচর, তৎসমস্ত ত দূরের কথা, গুপ্ত মর্ম্মগুলি বুঝিতে চেষ্টাবান হন না। আর এই প্রবীণ এমাম খোদাতায়ালার অনুগ্রহে অনুপ্রাণিত হইয়া মর্ম্ম সমুদ্র মন্থন করিয়া এরূপ গভীর তলদেশ হইতে মুক্তারাশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ প্রাপ্ত অন্য কোন লোক সেই স্থানে উপস্থিত হইতে সক্ষম হয় নাই। এই অপবাদকদল নিজেদের বুদ্ধির ত্রুটী হেতু উক্ত এমাম যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা বুঝিতে অক্ষম হইয়া বন্য জন্তুর ন্যায় তাঁহার মত হইতে দূরে গমন করেন, অন্যায় ধারণা পোষণ করেন এবং উক্ত এমাম হাদিছের খেলাফ করিয়াছেন বলিয়া

হুকুম করিয়া থাকেন এবং এজন্য তাহারা মিশ্রিত মূর্খতায় পতিত হইয়া থাকেন।

এইরূপ শেখএবনে জওজি কোৎবল আকতাব পীরাণপীর হজরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানির (রঃ) অপবাদ করিয়া মহা বিপদে পতিত হইয়াছিলেন এবং উক্ত এবনে জওজির ইমান নষ্ট হওয়ার সম্ভব হইয়াছিল, তৎপরে উক্ত পীরাণপীরের দোয়ায় রক্ষা পাইয়াছিলেন।" দারকুৎনি এমাম শাফেয়ির মতাবলম্বী ছিলেন, সেই শাফেয়ি মতের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি অযথাভাবে এমাম আবু হানিফাকে জইফ (অযোগ্য) বলিয়াছেন, কিন্তু এমাম আবদুল অহাব শায়ারাণি 'মিজানে'র ৫৪/৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—"যে সময় এমাম শাফেয়ি, এমাম আজমের গোর জিয়ারত করিতে গিয়া তথায় ফজরের নামাজ পড়িয়াছিলেন, সেই সময় তিনি উক্ত নামাজে কনুত পড়েন নাই। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, এমাম আজম ফজরে কনুত পড়ার মত ধারণ করিতেন না, আমি কিরূপে তাঁহার সাক্ষাতে উহা পড়িব?"

দারকুৎনির পক্ষে নিজের এমামের পয়রবি করিয়া এমাম আজমের প্রতি অযথা অপবাদ না করিয়া সম্মান প্রকাশ করা উচিত ছিল।

এমাম নাবাবি, সহিহ্ মোছলেমের মোকাদ্দমায় লিখিয়াছেন ঃ—"দারকুৎনি, আবু আলি ও আবু মছউদ দেমাশকি সহিহ্ বোখারি ও মোছলেমের ২০০ হাদিছকে জইফ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।" মোহাম্মদী লেখকেরা দারকুৎনি প্রভৃতির অনুসরণ করিয়া উক্ত হাদিছগুলি ত্যাগ করিবেন কি?

তজনিব, ২২ পৃষ্ঠা ঃ—

قال بعضهم للدار قطني تد ليس خفي *

"কতক বিদ্বান্ বলিয়াছেন, দারকুৎনি অতি অস্পষ্টভাবে ইসনাদ—গোপন করিতেন।"

এমাম শামনি ইস্‌নাদ গোপন করা হারাম বলিয়াছেন, এক্ষণে মোহম্মদিরা তাঁহার উপর কি ফৎওয়া জারি করিবেন? এবনে খালকান, ১/৩৩১ পৃষ্ঠা ঃ—

"দারকুৎনিকে লোকে শিয়া বলিয়া দোষারোপ করিয়াছে।" এখন

দেখি, মজহাব বিদ্বেষী লেখকেরা কি উত্তর দেন?

এক্ষণে এবনে আদির কথা শুনুন।

তজনিব, ৪১ পৃষ্ঠা ঃ—

واعلم ان ابن عدي شرط عليه ان يذكر كل من قيل فيه شيء وان لم يثبت *

"তুমি জানিয়া রাখ, এবনে আদির শর্ত্ত এই যে, যাহার সম্বন্ধে কোন দোষারোপ করা হইয়াছে, যদিও উহা অমূলক হয়, তথাচ তিনি উহা উল্লেখ করিবেন।" আরও উক্ত পৃষ্ঠা ঃ—

فظهر بهذا ان مجرد كون الرجل في ضعفاء العقيلي وكذا ابن عدي لا يدل على ضعفه بل ربما يكون ثقة جليلا كما في احمد بن صالح وغيره في الميزان وربما صرح فيه بتعنت يحيى القطان وابي حاتم وابن حبان فاما الحافظ الازدي فضعفه مسرفا ولم يعتد بجرحه وقال انه لنفسه مجروح *

"উহাতে প্রকাশিত হইল যে, ওয়ায়ালিও বেনে আদির 'জোয়াফা' গ্রন্থে কোন ব্যক্তির উল্লেখ হইলে, তাহার অযোগ্য হওয়া সপ্রমাণ হয় না, বরং অনেক সময় উক্ত ব্যক্তি মহা বিশ্বাসভাজন হইয়া থাকেন, যেরূপ আহমদ মেনে ছালেহ এবনে আদি, এহইয়া কাত্তান, আবুহাতেম ও এবনে হাব্বানের নিন্দাবাদ করিয়াছেন। হাফেজ আজদি, বেনে-আদিকে ন্যায়ের সীমা অতিক্রমকারী বলিয়াছেন, তাঁহার দোষারোপকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তিনি নিজেই দূষিত ব্যক্তি।"

মোয়াত্তায়-মোহম্মদের মোকদ্দমা, ৩৪ পৃষ্ঠা ঃ—

"কতক দোষারোপ পরবর্ত্তী বিদ্বেষপরায়ণ লোক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, যেরূপ দারকুৎনি, এবনে আদি প্রভৃতি, কেননা স্পষ্ট স্পষ্ট লক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, তাঁহারা এই দোষারোপে পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, খোদা যাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত কেহ পক্ষপাতিত্ব হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই, আর ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, এইরূপ লোকের দোষারোপ গ্রাহ্য হইতে পারে না।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, এবনে-আদির দোষারোপ

একেবারে অগ্রাহ্য।

দশম অপবাদ

হাদিছোল-গাশিয়া, ১৪৮ পৃষ্ঠা, আহলে-হাদিছ, ৮ম ভাগ, ১০ম সংখ্যা, ৪৪৫ পৃষ্ঠা, বরকোল-মোয়াহেদিন, ৪২ পৃষ্ঠা, রদ্দৎ-তকলিদ, ১২/১৩ পৃষ্ঠা, দোর্রায়-মোহম্মদী, ১০৫ পৃষ্ঠা ও ছেয়ানতল-মা'মেনিন ১/৬০ পৃষ্ঠা ঃ—

"এমাম বোখারি ও খতিব লিখিয়াছেন, ছুফইয়ান ছওরি (এমাম) আবু হানিফার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, আলহামদো লিল্লাহে, ইনি দীন-ইসলামকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছেন, ইহার মত কু-লক্ষণে ছেলে ইসলামে আর পয়দা হয় নাই।"

হানাফিদিগের উত্তর

এমাম বোখারি, তারিখে ছগিরের ১৭২ পৃষ্ঠায় নইম বেনে হাম্মাদ কর্তৃক উক্ত গল্পটী উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মিজানোল-এ'তেদালের ৩/২৪১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

قال الازدي كان نعيم يضع الحديث في تقوية السنة و حكايات مزورة في ثلب النعمان كلها كذب ●

আজদি বলিয়াছেন, নইম সুন্নত বলবৎ করার মানসে জাল হাদিছ এবং নো'মানের (এমাম আবু হানিফার) অপবাদের জন্য বাতীল গল্পসমূহ প্রস্তুত করিত, তৎসমস্তই মিথ্যা।" ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, উহা প্রকৃতপক্ষে এমাম ছুফইয়ান ছওরির কথা নহে, বরং প্রবঞ্চক নইম বেনে হাম্মাদের জাল গল্প।

আরও উক্ত কেতাব, উক্ত পৃষ্ঠা ঃ—

"নইম এই হাদিছটী উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন আমি আমার প্রতিপালককে (আল্লাহকে) সম্মানিত যুবকের ন্যায় উৎকৃষ্ট আকৃতিতে দেখিয়াছি, তাঁহার পা দুইখানি সবুজ রংবিশিষ্ট ফলকের উপর ছিল, উক্ত পদদ্বয়ে দুখানি স্বর্ণের জুতা ছিল।"

মোহম্মদি লেখকগণ নইমের হাদিছ অনুসারে খোদাকে সাকার পাদুকাধারী যুবকের তুল্য বলিয়া স্বীকার করিবেন কি? যদি ইহাকে বাতীল

কথা বলিয়া স্বীকার করেন, তবে ছুফইয়ান ছওরির গল্পটীও জাল হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাঠক, ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত কামেয়োল-মোবতাদেয়িনের, ১/১২৭—১৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

একাদশ অপবাদ

দোর্রায়-মোহম্মদী, ১০৩ পৃষ্ঠা, রদ্দৎ তকিলিদ, ১২ পৃষ্ঠা ও বরকল-মোয়াহ্হেদীন, ৪২ পৃষ্ঠা ঃ—

"এমাম গাজ্জালি 'মনহুল কেতাবে' লিখিয়াছেন, এমাম আজম মোজতাহেদ ছিলেন না, কারণ তিনি আরবি অভিধান ও হাদিছ জানিতেন না। তিনি শরিয়ত উল্টাইয়া ও উহার সূত্র কাটিয়া ফেলিয়াছেন।"

হানাফিদিগের উত্তর

শাফেয়ি মজহাবধারী আল্লামা এবনে হাজার হায়ছমি 'খয়রাতোল-হেছান' নামক কেতাবের ৪/১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"কোন বিদ্বেষপরায়ণ লোক আমার নিকট একখানা কেতাব আনয়ন করিয়াছিল, উহা এমাম গাজ্জালির কেতাব বলিয়া লিখিত ছিল, উহাতে মোস্‌লেম জগতের এমাম, এমাম মোজতাহেদগণের অগ্রণী এমাম আবুহানিফার (রঃ) মহা অপবাদ ও গ্লানির কথা লিখিত ছিল, এমাম শামছোল-আএম্মা কোর্দারি বিস্তারিতরূপে উহার প্রতিবাদ লিখিয়াছেন, উহা হোজ্জাতোল ইস্‌লাম গাজ্জালির রচিত কেতাব নহে, উহার হাশিয়ায় লিখিত ছিল যে, ইহার রচক একজন মো'তাজেলা, তাহার নাম মহমুদ গাজালি, ইনি একজন অপরিচিত লোক। আর ইহাও বিশেষ সম্ভব যে, কোন জিন্দিক কাফের জাল করিয়া ইহা লিখিয়া তাহার মিথ্যা অপবাদগুলি জন সমাজে প্রচার করার মানসে একজন প্রবীণ এমাম হোজ্জাতল ইস্‌লাম গাজ্জালির নামে প্রকাশ করিয়াছে, খোদাতায়ালা এজন্য তাহাকে ভ্রান্ত ও বধির করিয়াছেন, এক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য আলেম, এমাম মোজতাহেদগণ একবাক্যে যে উক্ত এমাম আজমের সম্মান প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা উল্লেখ করিয়া উপরোক্ত কেতাবের লিখিত বিষয়গুলি বাতীল প্রমাণ করা এবং উহার রচককে জালছাজ মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রকাশ করা প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে ওয়াজেব।"

আরও ৪-৭ পৃষ্ঠা ঃ—

একজন হিন্দুস্তানি বিদ্বান্ এমাম গাজ্জালির এহ্ইয়াওল-উলুম কেতাবের যে সংক্ষিপ্ত সার লিখিয়াছেন ও উক্ত গ্রন্থকে আয়নোল-এলম নামে অভিহিত করিয়াছেন, উহার কতকাংশ ব্যাখ্যা সহ লিখিতেছিঃ—"এমাম আবুহানিফা স্বপ্নযোগে শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, খোদাতায়ালা তাঁহার এলমকে রক্ষা করিবেন, উহা মঞ্জুর ও পছন্দ করিয়াছেন এবং তাঁহার উপর ও তাঁহার অনুসরণকারিগণের উপর বরকত নাজেল করিয়াছেন।" কোন বিদ্বান্ বলিয়াছেন, মক্কা শরিফে তাওয়াফ (কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ), নামাজ ও ফৎওয়া প্রদান করিতে (এমাম) আবুহানিফার তুল্য সমধিক সহিষ্ণু আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তিনি সমস্ত রাত্রি দিবা পরকালের চেষ্টায় (রত) থাকিতেন। তিনি কা'বা গৃহের মধ্যে (খোদার পক্ষ হইতে) একজন শব্দকারীকে বলিতে শুনিয়াছিলেন যে, হে আবুহানিফা, তুমি আমার বিশুদ্ধ খেদমত (সেবা) করিয়াছ এবং আমার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মা'রেফাত লাভ করিয়াছ, অতএব আমি তোমাকে ও কেয়ামত অবধি তোমার অনুসরণকারিগণকে (মজহাবধারিগণকে) মার্জ্জনা করিলাম (ও করিব)। উক্ত এমাম নিজ ধর্ম্ম (মজহাব) প্রচারে কুণ্ঠা বোধ করিতেন, তিনি লোকদিগকে নিজের মজহাবের দিকে আহ্বান করিতে স্বপ্নযোগে হজরত নবি (ছাঃ)এর ইশারা পাইয়া উক্ত আহ্বান কার্য্যে রত হইলেন।

যখন তিনি লোকদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মজহাব প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল, তাঁহার মজহাবাবলম্বিগণের সংখ্যা অধিক হইতে অধিকতর হইয়া পড়িল এবং তাঁহার হিংসকগণ পরিত্যক্ত (লাঞ্ছিত) হইল।

খোদাতায়ালা তাঁহা কর্ত্তৃক পূর্ব্ব পশ্চিম, 'আজম' ও আরবের উপকার সাধন করিলেন এবং তাঁহার অনুসরণকারিদিগের মধ্যে সমধিক যোগ্যতা প্রদান করিলেন, এজন্য তাঁহারা তাঁহার মজহাবের ওছুল (মূল বিধিগুলি) ও ফরুয়াত (আনুসাঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ) লিখিতে দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহার কোরআন ও হাদিছের মস্‌লা ও কেয়াসি মস্‌লাগুলিতে সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিলেন, এমন কি খোদাতায়ালার অনুগ্রহে উহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল এবং (জগতের) হিতের আধার হইয়া পড়িল।

মহা মহা পীর, এমাম মোজতাহেদ ও সুদক্ষ বিদ্বান্ উক্ত এমামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেনঃ—যথা—মহামতি এমাম আবদুল্লাহ্ বেনেল

মোবারক যাঁহার মহত্ত্ব, সর্ব্বগুণে নিপুণতা, অগ্রগণ্যতা ও সংসার বৈরাগ্যতা সর্ব্ববাদী সম্মত; ও যথা এমাম লাএছ বেনে ছাদ এবং এমাম মালেক বেনে আনাছ। (পাঠক) এমাম আজমের (মহত্ত্বের সম্বন্ধে) তোমার জন্য এই এমামগণের (শিষ্যত্ব) যথেষ্ট (প্রমাণ) ও যথা এমাম মেছয়ার বেনে কেদাম, জোফার, আবু ইউছফ ও মোহাম্মদ প্রভৃতি (বিদ্বান্‌গণ)।

এক দিবস এমাম আবুহানিফা খলিফা মনছুরের নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহার নিকট ইছা বেনে মুছা ছিলেন, ইহাতে তিনি উক্ত খলিফাকে বলিলেন, ইনি দুন্‌ইয়ার আলেম। তখন উক্ত খলিফা এমাম আবু হানিফাকে বলিলেন, আপনি কাহার নিকট হইতে এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি হজরত ওমার, আলি ও এবনে-মছউদের শিষ্যগণের নিকট হইতে এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছি। ইহাতে মনছুর বলিলেন, আপনি দৃঢ় দলীল সংগ্রহ করিয়াছেন।

তিনি পরকালের শাস্তি অপেক্ষা পৃথিবীর শাস্তিকে সমধিক পছন্দ করিতেন, এই হেতু তিনি কাজায়ি পদ গ্রহণ করিতে ও বয়তল-মাল তহবিলের কুঞ্চিকা (রক্ষণা বেক্ষণ) করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাকে নির্য্যাতন ও কঠিন প্রহার ভোগ করিতে হইয়াছিল, এই জন্য যে সময় আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারকের নিকট তাঁহার সমালোচনা হইত, তখন তিনি বলিতেন যে, তোমরা এরূপ ব্যক্তির সমালোচনা করিতেছ যাঁহার সমক্ষে সমস্ত পৃথিবী উপস্থিত করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, অত্যাচারী খলিফাগণ তাঁহার নিকট উক্ত পদ গ্রহণের পুনঃ পুনঃ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ইহা সত্ত্বেও তিনি (উক্ত) অত্যাচারিদের সহিত মিলিত হন নাই এবং কখনও তাঁহাদের নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করেন নাই।

এস্থলে এমাম আজমের সমস্ত গুণাবলী উল্লেখ করা উদ্দেশ্য নহে, বরং এমাম আজমের গুণাবলী অনন্ত সমুদ্র, উহার একবিন্দু এস্থলে উল্লেখ করা হইল।

যে এমাম গাজ্জালি এমাম আজমের এত প্রসংসা করেন, তিনি কি উপরোক্ত মনহুল লিখিত অপবাদ প্রচার করিতে পারেন?"

আরও এমাম গাজ্জালি 'এহ্ইয়াওল-ওলুমে'র ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ-

'শাফেয়ি, মালেক, আহমদ বেনে হাম্বল ও আবুহানিফা ফেক্‌হের

অগ্রণী ও লোকদিগের পথ প্রদর্শক ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেক তাপস, দরবেশ, আখেরাতের এল্‌ম তত্ত্ববিদ্, দুন্‌ইয়ার লোকদিগের হিতকল্পে ফেকহ তত্ত্ববিদ্ এবং তদ্দ্বারা খোদাতায়ালার সন্তোষাকাঙ্খী ছিলেন।"

আরও তিনি ২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"(এমাম) আবুহানিফা (রঃ) ইহা সত্ত্বেও তাপস, দরবেশ, ওলিউল্লাহ, খোদাভীরু এবং নিজের এলমে খোদার সন্তোষাকাঙ্খী ছিলেন।"

এই এমাম গাজ্জালি কি মোনাফেকের ন্যায় এমাম আজমের দুর্ণাম করিাত পারেন?

পাঠক, মজহাব বিদ্বেষী দল নাম পরিবর্ত্তন করিতে অতি দক্ষ। আবদুল আহ্বাবের পুত্র মোহম্মদ যে অন্যায় মতগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহাকে মোহম্মদী মত বলা হয়। শিয়াদের একদল মোহম্মদী নামে বিখ্যাত। মজহাব বিদ্বেষী দল উপরোক্ত মোহম্মদী মত ধারণ করেন, কিন্তু লোককে বলেন যে, আমরা হজরত রাছুলে-খোদা (ছাঃ)এর মত ধারণ করিয়া মোহম্মদী হইয়াছি। এইরূপ ভ্রান্ত মো'তাজেলী বা কোন অপরিচিত জিন্দিকের মিথ্যা অপবাদকে শাফেয়ি হোজ্জাতোল্-ইস্‌লাম এমাম গাজ্জালির কথা বলিয়া রটনা করিতেছেন। হয়ত ইহারা কোন সময় সোনাভান পুস্তককে হাদিছ বলিয়া প্রকাশ করিবেন। মজহাব বিদ্বেষিগণ চারি এমামের মজহাব মান্য করা শেরক বলিয়া দাবি করেন, অথচ তাঁহারা কোরআন হাদিছের ব্যাখ্যা করিয়াছন। এদিকে একজন মো'তাজেলী বা অপরিচিত জিন্দিকের কাল্পনিক মত কোরআন হাদিছের তুল্য জ্ঞান করিয়া কেতাবে লিখিয়া বা মুখে প্রচার করিয়া লোকদিগকে গোমরাহ করিতেছেন এবং নিজেদের দাবী অনুসারে হারাম তকলিদ করিয়া কাফের মোশরেক হইবেন কি না?

খয়রাতোল-হেছান, ২৫ পৃষ্ঠা ঃ—

সাবধান! তুমি এরূপ ধারণা করিও না যে, (এমাম) আবু হানিফার ফেকহ্ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে দক্ষতা ছিল না, মায়াজান্নাহ, তিনি তফছির, হাদিছ, নহো, ছরফ, অভিধান, কেয়াছ ইত্যাদি শরিয়তের এলম সমূহে অনন্ত সমুদ্র ও অদ্বিতীয় এমাম ছিলেন, তাঁহার কোন শত্রু ইহার বিপরীতে যাহা কিছু বলে, তাহা দ্বেষ হিংসা, সমশ্রেণিদের উপর গৌরব লাভ ও মিথ্যা অপবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আল্লাহ্ তাঁহার প্রদত্ত জ্যোতিকে পূর্ণ না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না।

শত্রুর কথা যে বাতীল, তাহার প্রমাণ এই যে, উক্ত এমামের কতকগুলি ফেকহের মস্‌লা আছে, তিনি তৎসম্বন্ধে নিজের মত গুলির ভিত্তি আরবি সাহিত্যের উপর স্থাপন করিয়াছেন, কোন গবেষণাকারী উক্ত এমামের এই এলম সম্বন্ধে দক্ষতা অবগত হইলে, স্তম্ভিত ও বিমোহিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না।

উক্ত এমামের কতকগুলি বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল কবিতা আছে যাহা রচান করিতে তাঁহার সমশ্রেণিদের মধ্যে অনেকে অক্ষম হইবে। জমখ্‌শরি প্রভৃতি তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি রমজানে ৬০ খতম কোরআন পড়িতেন, একরাকয়াতে সমস্ত কোরআন খতম করিতেন। কতক হিংসক বলিয়া থাকে যে, তিনি কোরআনের হাফেজ ছিলেন না, ইহা একেবারে মিথ্যা অপবাদ। আবু ইউছফ (রঃ) বলিয়াছেন, আমি (এমাম) আবু হানিফার তুল্য হাদিছের প্রধান মর্ম্মজ্ঞ দেখি নাই, তিনি আমা অপেক্ষা অধিকতর সহিহ হাদিছ অবগত ছিলেন। জামে তেরমেজীতে আছে, (এমাম) আবু হানিফা বলিয়াছেন, আমি জাবেরজা'ফি অপেক্ষা সমধিক মিথ্যাবাদী ও আতা বেনে আবি রোবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি দেখি নাই।

বয়হকি বর্ণনা করিয়াছেন, ছুফইয়ানের নিকট হাদিছ শিক্ষা করা সম্বন্ধে (এমাম) আবু হানিফাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি তাঁহার হাদিছ লিপিবদ্ধ কর, কেন না তিনি বিশ্বাসভাজন, কিন্তু আবু ইস্‌হাফ, জাবের জা'ফি হইতে যে হাদিছগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা (লিপিবদ্ধ করিও না) খতিব বর্ণনা করিয়াছেন, ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না বলেন, আবু হানিফা প্রথমেই আমাকে কুফাতে হাদিছের জন্য বসাইয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, ইনি আমর বেনে দিনারের হাদিছ সম্বন্ধে লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আলেম। ইহাতেই এমাম আজমের হাদিছের উচ্চ পদের কথা বুঝা যাইতেছে।"

ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, লোকে এমাম গাজ্জালির উপর কাফেরি ফৎওয়া দিয়াছিলেন, যদি অপবাদকারির অপবাদ মাননীয় হয়, তবে এমাম গাজ্জালির অবস্থা কি হইবে? মজহাব বিদ্বেষিগণ তাঁহাকে কিরূপে রক্ষা করিবেন?

মোহাদ্দেছগণ হাদিছকে সহিহ, হাছান, জইফ, মোত্তাছেল, মোরছাল, মোয়াল্লাক, মোনকাতা, মো'জাল, মরফু, মওকুফ, মকতু, মশহুর, আজিজ,

গরিব, মোনকার, মোয়াল্লাল, শাজ্জ, মোদরাজ, মোপাল্লাহ, মোজতারেব ইত্যাদি কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া কতক গ্রহণ ও কতক ত্যাগ করিয়াছেন, এই সমস্ত মত কি কোরআন ও হাদিছে আছে? যদি থাকে, তবে প্রতিপক্ষগণ ইহার প্রমাণ পেশ করুন, আর যদি না থাকে, তবে মোহাদ্দেছগণ শরিয়ত উলটাইয়া উহার সূত্র কাটিয়া ফেলিয়াছেন কি না?

মিজানসা'রাণি, ৬১ পৃষ্ঠা :—

এমাম তাজদ্দিন সুবকি তাবাকাতে-কোবরাতে লিখিয়াছেন, হে সত্যান্বেষী, প্রাচীন সমস্ত এমামের সহিত আদব লক্ষ্য রাখা এবং স্পষ্ট দলীল ব্যতীত তাঁহাদের পরস্পরের দোষারোপের দিকে দৃষ্টিপাত না করা তোমার কর্ত্তব্য। যদি তুমি সাধ্যমত উহার কোন সদার্থ গ্রহণ করিতে ও সৎ ধারণা করিতে পার, তবে তাহাই কর, নচেৎ তাঁহাদের মধ্যস্থিত বিবাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করিও না।

দ্বাদশ অপবাদ

মৌলবি আবদুলবারি রংপুরী, আহলে হাদিছের ৮ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ৯৯ পৃষ্ঠার লিখিয়াছেন, "আবু আমর বেনে আলা মোকরী নহবীর একটী প্রশ্নে ইমাম আবু হানিফা বলিয়াছেন যে, لو قتله بابا قبيس (লাও কাতালাহু বে আবাকাবিছ), শুদ্ধ এই যে بابي قبيس (বে আবী কাবিছ) অর্থাৎ বে আবা কাবিছের জায়গায় বে-আবি কাবিছ বলা উচিৎ হইবে। ইহা তো আজকালের নহমির পড়া তালেবোল-এলমও বলিতে পারিবে। পৃথিবী হইতে এবনে খালকান দূর না করিলে আর উত্তর দিবার উপায় নাই।"

হানাফিদিগের উত্তর

তারিখে এবনে-খালকানের ২/১৬৫ পৃষ্ঠার লিখিত আছে :—

وقد اعتذروا عن ابي حنيفة بانه قال ذلك على لغة من يقول
ان الكلمات الست المعربة بالحروف وهي ابوه واخوه وحموه وهنوه
وفوه وذو مال اعرابها يكون في الاحوال الثلاث بالالف وانشدوا

في ذلك - ان اباها و ابا ابا ها - قد بلغا في المجد غايتاها - وهي لغة الكوفيين و ابو حنيفة من اهل الكوفة فهي لغته *

"বিদ্বান্‌গণ (এমাম) আবুহানিফার পক্ষ হইতে এই উত্তর দিয়াছেন যে, যাহাদের মতে 'আছমায়-ছেত্তায়-মোকাব্বারা'র এ'বার তিন অবস্থায় আলেফ হইয়া থাকে, তাহাদের ভাষা অনুযায়ী তিনি বে-আবা কোবাছে বলিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণার্থে তাঁহারা (নিম্নোক্ত প্রাচীন কবিতাটী) পাঠ করিয়াছেন,

ان اباها و ابا اباها - قد بلغا في المجد غايتاها

এস্থলে 'আব-আবিহা' না বলিয়া আবা-আবাহা বলা হইয়াছে, ইহা কুফাবাসিদের ভাষা, আর আবুহানিফা কুফার অধিবাসী ছিলেন, কাজেই উহা তাঁহার ভাষা।"

উপরোক্ত বিবরণে মৌভাষার মৌলবির অযথা বচসা একেবারে ধূলায় মিশিয়া গেল। তিনি প্রশ্নটী পড়িয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, উত্তরটী কি দেখেন নাই? অবশ্য দেখিয়াছিলেন, কিন্তু অপবাদকদের হিংসা বিদ্বেষ তাহাদিগকে কেতাবের প্রথমাংশ লিখিতে ও শেষাংশটুকু ছাড়িয়া দিতে উত্তেজিত করে, এজন্য তাহারা এইরূপ কুৎসিত কার্য্যে রত হইয়া থাকেন।

কোরআন শরিফের সুরানেছাতে আছে ঃ—

لا تقربوا الصلوة و انتم سكرى

"তোমরা নামাজের নিকট যাইও না যে সময় তোমরা নেশায় উন্মাদ থাক।" ভ্রান্ত ফকিরেরা আয়তের শেষটুক্‌ ছাড়িয়া দিয়া বলিয়া থাকে যে, কোরআনের সুরানেছাতে আছে, "তোমরা নামাজের নিকটে যাইও না।" মৌভাষার মৌঃ ছাহেবের অবিকল সেই অবস্থা হইয়াছে, এবনে খালকানের একটু এবারত উদ্ধৃত করিয়া শেষটুক্‌ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

এমাম আবু হানিফা (রঃ) কুফার বাসেন্দা ছিলেন, আর কুফার ভাষা আরবি, কুফা বাসোরার ভাষা লইয়া আরবি নহো ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে, আর এমাম আবু হানিফা (রঃ) তথাকার অধিবাসী হইয়া তিনি আরবি ব্যাকরণ জানিলেন না, ইহা কি সম্ভব? অবশ্য মক্কা, মদিনা, কুফা, বাসোরার

ভাষাগুলির মধ্যে সামান্য সামান্য তারতম্য আছে, যে স্থানের লোক যেরূপ ভাষা ব্যবহার করেন, তাহাই তাহাদের পক্ষে শুদ্ধ। এক্ষণে যে অপরিণামদর্শী লোক দাবী করে যে, এমাম আবু হানিফা (রঃ) নহোমির পড়া তালেবোল-এল্‌ম অপেক্ষা নহো বিদ্যা কম জানিতেন, সে ব্যক্তি হয়ত একদিন বলিয়া ফেলিবে যে, খোদাতায়ালা ভালরূপ আরবি জানিতেন না, যে হেতু তওরাত, ইঞ্জিল, তাবুত, বেছতাহ, দিবাজ, দিওয়ান, এস্তাবরাক, কাফুর ইত্যাদি পার্সি, ইব্রাণি, মিস্রি, সুরয়ানি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আরও এবনে-খালকানের উহার উপরি ছত্রে লিখিত আছে,—"এইরূপ এমামের দীনদার, পরহেজগার ও হাফেজে হাদিছ হওয়ার সন্দেহ নাই।" মৌভাষার লেখক ইহা মানেন কি? শেখ এমাম-শাহাবদ্দিন হামাবি রুমি বগদাদি 'মোয়াজ্জামোল-বোলদান কেতাবের ১/৯৪/৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

আবু কোবাএছ মক্কাশরিফের একটী পাহাড়ের নাম, কেহ কেহ বলেন, আবু কোবাএছ নামক একটী লোক উহাতে প্রথমে চূড়া প্রস্তুত করেন, তাহার নামেই এই পাহাড়ের নাম করণ করা হইয়াছে। আবুল মোঞ্জের হেশাম বলেন, আসমান হইতে দুইখানা চূন্‌কি প্রস্তর উক্ত পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল, হজরত আদম (আঃ) উহার একখানাকে অন্যটীর উপর ঘর্ষণ করিয়াছিলেন, এজন্য অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই সময় তিনি উক্ত পাহাড়কে আবু কোবাএছ (অগ্নি খন্ডের উৎপত্তি স্থল) নামে অভিহিত

قال ابو الحسين بن فارس سئل ابوحنيفة عن رجل ضرب رجلا
بحجر فقتله هل يقاد به فقال لا ولو ضربه بابا قبيس قال فزعم ناس
ان ابا حنيفة رضي الله عنه لحن قال ابن فارس وليس هذا بلحن على لغة
لان هذا الاسم تجريه العرب مرة بالاعراب فيقولون جاءني ابو فلان و مررت
بابي فلان ورأيت ابا فلان و مرة يخرجونه مخرج قفا و عصا و دروله اسما
مقصورا فيقولون جاءني ابا فلان ورأيت ابا فلان و مررت بابا فلان و يقولون
هذه يدا ورأيت يدا و مررت بيدا على هذا المذهب *

"আবুল হোছাএন এবনে ফারেছ বলিয়াছেন, (এমাম) আবু হানিফা উক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, একজনকে প্রস্তরাঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল, তজ্জন্য ইহার প্রাণদন্ড করা হইবে কি না?

তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, না, তাহার প্রাণদন্ড করা হইবে না যদিও 'আবা কোবাএছ' পাহাড় দ্বারা তাহাকে প্রহার করিয়া থাকে। (অবশ্য তাহার মৃত্যুর বিনিময় দিতে হইবে)। ইহাতে কতক লোকে ধারণা করিয়াছে যে, (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) ভ্রম করিয়াছেন। এবনে ফারেছ বলেন, ইহা আমাদের নিকট ভ্রম নহে, কেননা আরবেরা একবার এই শব্দে এ'রাব জারি করিয়া বলেন, আবু ফোলানেন, আবা ফোলানেন, আর একবার উহাকে قفا কাফা ও عصا আছার ন্যায় এছ্মে-মকছুর ধারণা করিয়া প্রত্যেক অবস্থায় আবা ফোলালেন (আবা কোবাছে) বলিয়া থাকেন। এই মতের অনুসারে তাহারা প্রত্যেক অবস্থায় يدا 'ইয়াদা' বলিয়া থাকেন।

وانشدني ابي رحمه الله يقول - يا رب ساربات ما توسدا -
الا ذراع العنس او كف اليدا *

আমার পিতা একটি কবিতায় 'ইয়াদা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। আরও প্রাচীন আরবদের নিম্নোক্ত দুইটি কবিতায়।

ان اباها و ابا اباها - قد بلغا في المجد غايتاها - و قد زعموا الي
جزعت عليها - و هل جزع ان قلت و ابا باهما -

'আবা আবিহা' স্থলে 'আবা-আবাহা' এবং 'ওয়া বে-আবিহা' স্থলে 'ওয়া কেআবাহা' কথিত হইয়াছে।

এই সূত্রে (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) 'আবা কোবাএছ' বলিয়াছেন।" পরনিন্দুক মৌঃ আবুল বারির বিদ্যার দৌড় দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না, তিনি নিজে এই শব্দের ব্যাকরণ তত্ত্ব সম্পূর্ণ অবগত না হইয়া একজন প্রবীণ এমামের দোষ ধরিতে সাহসী হইয়াছেন, ইহা এক আশ্চর্য্যের বিষয়। তিনি আবু-কোবাএছ স্থলে আবু কবিছ লিখিয়াছেন, ইহা তিনি কোন্ অভিধান হইতে আবিষ্কার করিলেন? যাহার এতটুক্ ভাষার জ্ঞান নাই, তিনি আবার পর্ব্বতের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রয়াসী হইতেছেন। এমাম আজমের কারামত দেখুন, অপবাদক অযথা ভাবে ভ্রম ধরিতে গিয়া এত বড় ভ্রম করিয়াছেন যাহা একজন নিরক্ষর হাজী বুঝিতে পারেন। এবনে খালকান দুনইয়ায় থাকিতে মৌভাষার দর্পকারী 'দান্দান-শেকান' উত্তর পাইয়াছেন কি?

ত্রয়োদশ অপবাদ

আহলে-হাদিছ, ৮ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১০০ পৃষ্ঠা ঃ—

ইমাম আহমদ বলিতেছেন যে, আবু হানিফার নারায় কোন কাজের, আর না হাদিছ।

হানাফিদিগের উত্তর

এস্থলে রংপুরী অপবাদক অনুবাদে ভুল করিয়াছেন। অনুবাদ এইরূপ হইবে, (উক্ত আবু হানিফার) রায় (কেয়াছ) নাই, হাদিছও নাই।

এমাম আবদুল অহ্বাব শায়ারাণি 'মিজানের' ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ-

واما ما نقله ابوبكر الاجري عن بعضهـــم انه سئل عن مذهب الامام ابي حنيفه رضي الله عنه فقال لارأى و لا حديث الخ

আবুবকর আজুরি বলিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি (এমাম) আবু হানিফার (রঃ) মজহাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার রায় (কেয়াছ) নাই ও হাদিছ নাই। এমাম মালেক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, (তাঁহার) রায় (কেয়াছ) জইফ (দুৰ্ব্বল) ও হাদিছ সহিহ্। (এমাম) ইছহাক বেনে রাহওয়ায়হের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, (তাঁহার) হাদিছ জইফ ও রায় (কেয়াছ) জইফ। এমাম শাফেয়ি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, (তাঁহার) রায় সহিহ্ ও কেয়াছ সহিহ্।"

এমাম শায়ারাণি বলেন, যদি এই কথার সত্য প্রমাণ থাকে, তবে বলি, প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির এজমা মতে ইহাতে এমামগণের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করা হইয়াছে, বাহ্য জ্ঞানে যে ব্যক্তি এমাম আজমের সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিয়াছে, তাহাকে সত্যবাদী বলিতে পারে না। আমি আল্লাহতায়ালার প্রশংসা করিয়া বলিতেছি যে, আমি যে সময় অদেল্লাতোল-মাজাহেব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলাম, সেই সময় উক্ত এমামের মতসমূহ ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রত্যেক মত (কোরআনের) আয়ত, হাদিছ, ছাহাবাগণের ব্যবস্থা, উহার (আবিষ্কৃত) মৰ্ম্ম, বহু ছনদে উল্লিখিত জইফ হাদিছ কিম্বা কোরআন, হাদিছ ও এজমার দৃষ্টান্তে সহিহ্ কেয়াছ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে।

যে ব্যক্তি ইহা অবগত হইতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে আমার উল্লিখিত কেতাব পাঠ করা কর্ত্তব্য।" মূল কথা, এমাম মালেক, শাফেয়ি প্রভৃতি এমামগণ এমাম আজমের সম্মান করিয়াছেন, কাজেই তাঁহার বা তাঁহার শিষ্যগণের সম্বন্ধে অন্য কাহারও কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না।

মৌভাষার নিন্দুক প্রশ্নোল্লিখিত কথাটী এমাম আহমদের কথা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম মালেকের রায়কে জইফ, ইছহাক বোনরাহওয়ায়হের হাদিছকে জইফ বলা একেবারে বাতীল মত। আর এমাম আজমের বহু হাদিছের হাফেজ হওয়া এবং এহ্ইয়া বেনে ছইদ কাত্তান ও অকি বেনেল জার্রাহের তাঁহার রায়কে উৎকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, উহা প্রকৃতপক্ষে এমাম আহমদের মত নহে। ইহা কোন বিদ্বেষপরায়ণ লোকের রচিত কথা। এই এমাম আহমদ একসময় এহ্ইয়া বেনে মইনকে এমাম শাফেয়ির নিকট যাইতে নিষেধ করিতেন। এবনে-খালকান, ১/৪৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইনি এমাম আওজায়িকে জইফ বলিয়াছেন। তহজিব; ৬/২৪১ পৃষ্ঠা। লেখক উপরোক্ত স্থলদ্বয়ে এমাম আহমদের কথা মানিবেন কি?

চতুর্দ্দশ অপবাদ

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি আব্বাস আলি ছাহেব বরকোল-মোয়াহ্বেদিনের ১২ পৃষ্ঠায় ও মৌলবি এলাহি বখ্শ সাহেব দোর্রায়-মোহম্মদীর ১৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ—"এমাম বোখারি বলিয়াছেন, কোন লোক বলিয়াছেন, কোন লোককে সহস্র টাকা হেবা করিয়া কয়েক বৎসর পরে উহা ফেরত লইতে পারে এবং উহাতে কাহারও প্রতি জাকাত ফরজ হইবে না, ইনি এই হিলা করিয়া জাকাত বাতীল করিলেন এবং হেবা করা সামগ্রীকে ফেরত লইবার ফৎওয়া দিয়া জনাব নবি (সাঃ)এর বিরুদ্ধাচরণ করিলেন, কেননা হজরত নবি (সাঃ) বলিয়াছেন,—হেবা করিয়া ফেরত লওয়া এবং কুকুরে বমন করিয়া পুনরায় উহা ভক্ষণ করা সমান।"

হানাফিদিগের উত্তর

উপরোক্ত স্থলে এমাম বোখারি (রঃ) কোন লোকের নাম উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু ২৪ পরগণার চন্ডিপুর নিবাসী মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি

আব্বাছ আলি ছাহেব বরকোল-মোয়াহ্হেদিন পুস্তকের প্রথম সংস্করণের ১৬ পৃষ্ঠায় ও দ্বিতীয় সংস্করণের ১২ পৃষ্ঠায় উক্ত স্থলে "আবুহানিফা" শব্দ বেশী করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহার কম বেশী (তহরিফ) করিবার অভ্যাস আছে, তিনি কোরআন শরিফের বঙ্গানুবাদে ১৭২/৬৫৫ পৃষ্ঠায় "বহু পথ" স্থলে কেবল "পথ" লিখিয়াছেন।

এমাম আজম হিলা করিয়া জাকাত বাতীল করার ফৎওয়া দেন নাই, বরং হানাফিদিগের রদ্দোল-মোহতার (ফৎওয়ায়-শামি) কেতাবের ২/৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছেঃ—

قال محمد يكره و اختار الشيخ حميد الدين الضرير لان فيه اضرارا بالفقراء و ابطال حقهم قيل الفتوى فى الزكاة على قول محمد *

"মোহম্মদ বলিয়াছেন, জাকাত না দিবার উদ্দেশ্যে হিলা করা মকরূহ্ (তাহরিমি) হইবে, শেখ হামিদদ্দিন জরির ইহাই মনোনীত স্থির করিয়াছেন, কেননা ইহাতে দরিদ্রের ক্ষতি ও তাহাদের হক নষ্ট করা হয়, কতক বিদ্বান্ বলিয়াছেন, জাকাতের মসলায় (এমাম) মোহম্মদের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে।"

অবশ্য এমাম আজম বলিয়াছেন, যদি কেহ বৎসর পূর্ণ হইতে কিছু দিবস বিলম্ব থাকিতে জাকাতের উপযুক্ত টাকাগুলি কোন ব্যক্তিকে দান করে, তবে দাতার পক্ষে উহার জাকাত দিতে হইবে না এবং গ্রহীতার প্রতি বিগত সনের দরুন জাকাত দিতে হইবে না। এমাম তেরমজি সহিহ্ তেরমজির ৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ—

لا زكوة حتى لا يحول عليه الحول ـ

হজরত বলিয়াছেন, "কোন অর্থের উপর জাকাত (ফরজ) হইবে না, যতক্ষণ না এক বৎসর পূর্ণ হয়।"

দোর্রোল-মোখতারে আছেঃ—

و لو وهب لذى رحم محرم منه فلا رجوع فيها - صح الرجوع فيها و ان كره الرجوع تحريما ـ

"যদি কেহ মহরম আত্মীয়কে কিছু দান করে, তবে উহা ফেরত

লইতে পারে না। (অপর লোককে দান করিয়া) উহা ফেরত লওয়া জায়েজ হইবে, কিন্তু উহা মকরুহ্ তাররিমি হইবে।"

العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه *

জনাব নবি (সাঃ) বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি দান করিয়া ফেরত লয়, সে ব্যক্তি উক্ত কুকুরের তুল্য যে বমন করিয়া পুনরায় উহা ভক্ষণ করে।"

এমাম বোখারি উক্ত হাদিছে বুঝিয়াছেন যে, দান করিয়া ফেরত লওয়া হারাম। ইহা তাঁহার কেয়াছি মত।

এমাম আজম বলিয়াছেন ঃ—

معناه كراهة فقط لان الكلب غير متعبد بالحرام *

"উহার মর্ম্ম এই যে, দান করিয়া ফেরৎ লওয়া মকরূহ্, (হারাম নহে), কেননা কুকুরের উপর শরিয়তে কোন বস্তু হারাম হয় নাই। (অবশ্য কুকুরের বমন ভক্ষণ করা ঘৃণিত কর্ম্ম বলা যাইতে পারে)।

এবনে মাজা, তেবরাণি ও হাকেম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

من وهب هبة فهو احق بهبته مالم يثب منها *

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন দান করে, সে ব্যক্তি যতক্ষণ উহার প্রতিফল প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ নিজ দান (ফেরত পাওয়ার) সমধিক উপযুক্ত।"

এই হাদিছটী বোখারি ও মোছলেমের শর্ত্তানুযায়ী সহিহ্। মোয়াত্তায়-মালেক, ৩১৫ পৃষ্ঠা ও মোয়াত্তায়-মোহম্মদ, ৩৪৭ পৃষ্ঠা ঃ—

ان عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لصلة رحم او على وجه صدقة فانه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى انه انما اراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها ان لم يرض فيها *

"নিশ্চয় (হজরত— ওমর বেনেল খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায় করিতে বা ছদ্‌কা করা উদ্দেশ্যে দান করে, সে ব্যক্তি উক্ত দান ফেরত লইতে পারে না। আর যে ব্যক্তি প্রতিফল পাওয়ার উদ্দেশ্যে দান করে, সে ব্যক্তি যদি উহাতে সন্তুষ্ঠ না হয়, তবে উহা ফেরৎ লইতে পারে।"

আল্লামা আয়নি 'সহিহ বোখারি'র টীকায় ৬/২৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :-

"আবুহানিফা ও তাঁহার শিষ্যগণ বলিয়াছেন, যদি কোন দানকারী, আজনবি (অপর) লোককে দান করিয়া থাকে, তবে যতক্ষণ উক্ত দান করা বস্তু স্থায়ী থাকে এবং উহার প্রতিফল প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, ততক্ষণ তাহার পক্ষে উহা ফেরত লওয়া জায়েজ হইবে। ইহা ছইদ বেনেল-মোছাইয়েব, ওমার বেনে আবদুল আজিজ, কাজি শোরাএহ, আছওয়াদ বেনে জ়য়েদ, হাছান বাসারি, নখ্য়ি ও শা'বির মত। (হজরত) ওমার বেনেল খাত্তাব, আলি বেনে আবিতালেব, আবদুল্লাহ বেনে ওমার, আবু হোরায়রা ও ফোজালা বেনে ওবাএদ হইতে উক্ত মত উল্লিখিত হইয়াছে।"

হজরতের হাদিছ হইতে স্থল বিশেষ দান করিয়া ফেরত লওয়া জায়েজ সাব্যস্ত হইল, বড় বড় সাহাবা ও একদল তাবেয়ি উহা ফেরত লওয়া জায়েজ স্থির করিয়াছেন। এক্ষণে এমাম বোখারির অভিনব মতে তাঁহারাও কি হজরতের খেলাফ করিলেন?

এমাম বোখারি বিদ্বেষ বশতঃ এইরূপ বাতীল মত প্রকাশ করিয়াছেন, সাহাবা, তাবেয়িগণ ও এমাম আজম ও তাঁহার শিষ্যগণ কি এমাম বোখারির মোকাল্লেদ (অনুসরণকারী) যে প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহারা ইহার অনুসরণ করিবেন?

আল্লামা-আয়নি সহিহ্ বোখারির টীকার ১১শ খন্ডে ২৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

التشنيع على المجتهدين الكبار لا يجوز و ليس فيما ذهبوا اليه مخالفة لاحاديث الباب و من له ادراك دقيق في دقائق الكلام يقف على هذا *

"প্রধান প্রধান মোজতাহেদগণের প্রতি দোষারোপ করা জায়েজ নহে। উক্ত মোজতাহেদগণ যে মত ধারণ করিয়াছেন, তাহার এই অধ্যায়ের হাদিছগুলির বিপরীত নহে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথা বুঝিতে যাহার সূক্ষ্ম জ্ঞান আছে, সেই ব্যক্তিই ইহা অবগত হইতে পারেন।"

তজনিব, ৪২ পৃষ্ঠা :—

ومن تكلم في ابي حنيفة رح من علمــاء الطبقة السابعة والثامنة من الثقات انما تكلم بقلة ادراك اجتهاد *

"সপ্তম ও অষ্টম তবকার (শ্রেণীর) যে বিশ্বাসভাজন আলেমগণ (এমাম) আবু হানিফার (রঃ) প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন, কেবল তাঁহার এজতেহাদের (নিগূঢ় তত্ত্ব) অবগত না হওয়ার জন্য দোষারোপ করিয়াছেন।" মূল কথা এমাম বোখারি প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ অনেক ক্ষেত্রে এমাম আজমের দলীলের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইতে না পারিয়া অযথাভাবে দোষারোপ করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি হাদিছের খেলাফ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি হাদিছের খেলাফ করেন নাই। কোরআন শরিফের

خذ بيــدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث

এই আয়তের তফছিরে লিখিত আছে ঃ—"হজরত আইউব (আঃ) রহিমা বিবিকে একশত বেঁত মারিবার কছম (শপথ) করিয়াছিলেন, কিন্তু খোদাতায়ালা হজরত রহিমা বিবির প্রতি সদয় হইয়া হজরত আইউব (আঃ) কে বলিয়াছিলেন যে, তুমি তাহাকে একশত শস্যের একটী গুচ্ছ দ্বারা প্রহার কর, ইহাতে তোমার শপথ পূর্ণ হইয়া যাইবে।"

এক্ষেত্রে মজহাব বিদ্বেষিগণ বলিলেও পারেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হিলা করিয়া হজরত আইউব (আঃ) এর শপথ পালনে বিঘ্ন জন্মাইয়াছিলেন।

সহিহ্ বোখারি ও মোছলেমের নিম্নোক্ত হাদিছটী মেশকাতের ২৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

جاء بلال الى النبــي صلعم بتمــر الخ

"(হজরত) বেলাল (রাঃ) নবি (সাঃ)এর নিকট বেরণি (উৎকৃষ্ট) খোর্ম্মা আনয়ন করিলেন, ইহাতে (জনাব) নবি (সাঃ) বলিলেন, কোথা হইতে ইহা (আনয়ন করিলে?) তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমাদের নিকট মন্দ খোর্ম্মা ছিল, এক ছায়া (উৎকৃষ্ট) খোর্ম্মার পরিবর্ত্তে উহার দুই ছায়া বিক্রয় করিয়াছি। ইহাতে (হজরত) নবি (সাঃ) বলিলেন, আহা, উহাতে অবিকল সুদ, এরূপ করিও না, কিন্তু যদি তুমি ক্রয় করিতে ইচ্ছা কর, তবে তুমি খোর্ম্মা (কিছু মূল্যে) দ্বিতীয়বার বিক্রয় কর, তৎপরিবর্ত্তে তদ্দ্বারা (উৎকৃষ্ট খোর্ম্মা) ক্রয় কর।"

মজহাব বিদ্বেষিগণ এস্থলে বলিলেও পারেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) ছলনা করতঃ সুদ হালাল করিয়াছেন।

আরও সহিহ্ বোখারি ও মোছলেমের নিম্নোক্ত হাদিছটী মেশকাতের ৩১০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

لما اتي ماعز بن مالك الى النبي صلعم الخ

"যে সময় মাএজ বেনে মালেক (ব্যভিচার করিয়া) হজরত নবি (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তখন হজরত তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি কি উন্মাদ হইয়াছ? তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিল, না উন্মাদ হয় নাই। তখন হজরত বলিলেন, বোধ হয় তুমি চুম্বন করিয়াছ, স্পর্শ করিয়াছ অথবা দৃষ্টিপাত করিয়াছ? সে ব্যক্তি বলিল, না, ইয়া রাছুলুল্লাহ! তখন হজরত স্পষ্টভাবে বলিলেন, তুমি কি জেনা করিয়াছ? সে ব্যক্তি বলিল, হাঁ। সেই সময় হজরত তাহাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করিতে হুকুম দিলেন,"

উপরোক্ত ঘটনায় মজহাব বিদ্বেষিগণ বলিতেও পারেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) নানা প্রকার কথার অবতারণা করিয়া জেনার হদ নষ্ট করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। (নাউজোঃ) কোরআন শরিফে আছে ঃ—

ستجدني ان شاء الله صابرا

"যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তবে অচিরে তুমি আমাকে ধৈর্য্যশীল পাইবে।"

হজরত খেজর (আঃ) হজরত মুছা (আঃ) কে বলিয়াছিলেন যে, আপনি আমার কার্য্যকলাপ দেখিয়া সহ্য করিতে পারিবেন না; কাজেই আপনি আমার সঙ্গ ত্যাগ করুন। হজরত মুছা (আঃ) সহ্য করিতে পারিবেন না, ইহা জানা সত্ত্বেও বলিয়াছিলেন, যদি খোদা চাহেন, তবে আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল দেখিতে পাইবেন। উপরোক্ত ক্ষেত্রে মজহাব বিদ্বেষিগণ বলিতেও পারেন যে, হজরত মুছা (আঃ) চক্র করিয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন।

কোরআন সুরা ইউছফে আছে ঃ—

فلما جهزهم بجهازهم الخ

"উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে যে, হজরত ইউসফ (আঃ) আপন সহোদর ভ্রাতা বনিইয়ামিনকে মিসর দেশে রাখিবার কল্পনায় তাঁহার বস্তার মধ্যে লোকের দ্বারায় গুপ্তভাবে একটী পানিপাত্র রাখিয়া দিয়া

অবশেষে উহা উক্ত বস্তা হইতে বাহির করাইয়া আপন ভাইকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন।" উপরোক্ত ঘটনায় মজহাব বিদ্বেষিগণ বলিতেও পারেন যে, হজরত ইউসফ (আঃ) ছলনা করিয়া তাঁহার ভাইকে চোর সপ্রমাণ করিয়াছিলেন।

মজহাব বিদ্বেষিগণ এমাম আজমের প্রতি এইরূপ অনেক অযথা অপবাদ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা লক্ষ টাকার বণিজ্য দ্রব্যের জাকাত বাতীল করিয়া কোরআন, হাদিছ ও এমাম বোখারির খেলাফ করিয়াছেন।

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি ছিদ্দিক হাছান ছাহেব মেছকোল খেতামের দ্বিতীয় খন্ডে (২৯৭/৩৪৩ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন ঃ—

ظاهریه گویند که نیست زکوة در مال تجارت و به قال الشوکانی *

"কেয়াছ অমান্যকারিগণ বলেন যে, বাণিজ্য দ্রব্যে জাকাত ফরজ নহে; শওকানি এই মত ধারণ করিয়াছেন।"

এইরূপ উক্ত মৌলবি ছিদ্দিক হাছান ছাহেব "ফৎহোল-মগিছ"এর ১৫ পৃষ্ঠায় ও কাজি শওকানি 'দোরারে-বাহিয়া' কেতাবের ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, (ধান্য, চাউল, পাট, কলাই ইত্যাদি) বাণিজ্য দ্রব্যে জাকাত ফরজ নহে।

এমাম বোখারি 'সহিহ্ বোখারি'র ১/১৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,

صدقة الكسب والتجارة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض *

"কোরআন শরিফের উক্ত দুইটী আয়ত অনুসারে ব্যবসায় ও বাণিজ্য দ্রব্যে জাকাত (ফরজ) হইবে।"

তফছিরে আহমদী, ১১৬ পৃষ্ঠা ঃ—

وقد صرح صاحب المدارك ان فى قوله تعالى من طيبت ما كسبتم دليل وجوب الزكوة فى اموال التجارة *

"মাদেরেক প্রণেতা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন যে,

من طيبت ما كسبتم

এই আয়তে বাণিজ্য দ্রব্যে জাকাত ফরজ হওয়ার প্রমাণ হইতেছে।”

মেশকাত, ১৬০ পৃষ্ঠা ঃ—

ان رسول الله صلعم كان يامرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع رواه ابوداؤد *

“আবুদাউদ রেওয়াএত করিয়াছেন যে, নিশ্চয় (হজরত) রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) আমরা যে বস্তু বিক্রয় করার জন্য স্থির করিয়া রাখিতাম, তাহার জাকাত বাহির করার আদেশ করিতেন।”

নিরপেক্ষ পাঠক, এক্ষণে আপনি দেখিলেন ত যে, এমাম আজম জাকাত সাব্যস্ত রাখিয়াছেন, কিন্তু মজহাব বিদ্বেষিগণ জাকাত বাতীল করিয়া কোরআন, হাদিছ ও এমাম বোখারিকে অমান্য করিয়াছেন।

সহিহ্ বোখারি, ২/১০২৮ পৃষ্ঠা ঃ—

وان قيل له لتشربن الخمر او لتاكلن الميتة او لنقتلن اباك او اخاك في الاسلام وسعه ذلك *

“এমাম বোখারি বলিয়াছেন, যদি কেহ একজন লোককে বলে যে, তুমি অবশ্য মদ পান করিবে কিম্বা মৃত ভক্ষণ করিবে, নচেৎ আমরা অবশ্য অবশ্য তোমার পিতাকে বা তোমার মুসলমান ভাইকে হত্যা করিব, তবে তাহার পক্ষে উক্ত মদ পান করা কিম্বা মৃত ভক্ষণ করা জায়েজ হইবে।”

পাঠক, আবদুল্লাহ্ বীরভূমের একটী লোক, ছইদ চট্টগ্রামের একটী লোক, তালহা ঢাকার একটী লোক, ইহাদের মধ্যে পরস্পর কোন আত্মীয়তা নাই, অবশ্য প্রত্যেকে মুসলমান, এক্ষেত্রে যদি আবদুল্লাহ্ ছইদকে ভয় দেখাইয়া বলেন, তুমি মদ পান কর কিম্বা মৃত ভক্ষণ কর, নচেৎ ঢাকাবাসী তালহাকে হত্যা করিব। এক্ষেত্রে এমাম বোখারির মতে ছইদের পক্ষে মদ পান ও মৃত ভক্ষণ জায়েজ হইবে। এমাম আজম বলেন, ইহা কিছুতেই হালাল হইবে না। হে মজহাব বিদ্বেষী লেখক, এমাম বোখারি উপরোক্ত প্রকার কেয়াসি মত করায় আপনারা বলিতেও পারেন যে, এমাম বোখারি হিলা করিয়া মদ ও মৃত জীব হালাল করিয়াছেন।

হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, স্ত্রীসঙ্গম কালে মনি বাহির হউক, আর নাই হউক, গোছল ফরজ হইবে, কুকুরে পানিতে মুখ দিলে, উহা নাপাক

হইবে এবং গোবিষ্ঠা নাপাক।

এমাম বোখারি উপরোক্ত তিন হাদিছের বিপরীত মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, স্ত্রীসঙ্গম কালে মনি বাহির না হইলে, গোছল ফরজ হইবে না, কুকুরে যে পানিতে মুখ দিয়াছে, অন্য পানি অভাবে উহাতে ওজু জায়েজ হইবে এবং গোবিষ্ঠার উপর নামাজ জায়েজ হইবে।

হে মজহাব বিদ্বেষিগণ, উপরোক্ত ক্ষেত্রে এমাম বোখারি নবি (ছাঃ) এর হাদিছের বিপরীত মত ধারণ করিয়াছেন কিনা, তাহাই আপনারা বুঝুন।

পঞ্চদশ অপবাদ

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি আব্বাস আলি ছাহেব বরকোল-মোয়াহ্হেদিনের পুরাতন ছাপার ১৭/৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এমাম বোখারি, 'রফয়োল-ইয়াদাএন' পুস্তকের ৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তিরা রফাইয়াদাএন সুন্নতকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাহাদের অস্থি, মাংস ও মজ্জাতে বেদয়াত প্রবেশ করিয়াছে।

খোঃ ভঃ

মিজানে-শায়ারাণি, ৩৬ পৃষ্ঠা ঃ—

وقد وقع الاختلاف بين الصحابة فى الفروع وهم خير الامة وما بلغنا ان احدا منهم خاصم من قال بخلاف قوله ولا عاداه ولا نسبه الى خطا ولا قصور نظر *

"সাহাবাগণের মধ্যে ফরুয়াত মসায়েলে মতভেদ হইয়াছিল, তাঁহারাই উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন, আমরা ইহা জানিনা যে, তাঁহাদের কেহ তাঁহাদের বিরুদ্ধে মতধারির সহিত কলহ করিয়াছেন, শত্রুতা ভাব পোষণ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে ভ্রমকারী ও অজ্ঞান বলিয়াছেন।"

তাজকেরাতোল হোফ্যাজ, ১/২৭৯ পৃষ্ঠা ঃ— "এহইয়া বেনে ছইদ বলিয়াছেন, বিদ্বানগণ সহজ মত প্রচারক ছিলেন, সর্ব্বদা ফৎওাদাতাগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিতেন, একজন (এক বস্তুকে) হালাল বিলেতেন, অন্য একজন (উক্ত বস্তুকে) হারাম বলিতেন, ইনি তাঁহার উপর দোষারোপ করিতেন না এবং তিনি ইহার উপর দোষারোপ করিতেন না।"

সাহাবা হজরত এবনে ওমার (রাঃ) হজ্জ কালে আবতাহা নামক স্থানে বিশ্রাম করা সুন্নত বলিতেন, কিন্তু হজরত এবনে আববাছ ও আএশা (রাঃ) উহা সুন্নত বলিয়া স্বীকার করিতেন না, কা'বাশরিফের তাওয়াফ কালে প্রথম তিন বার মন্দ মন্দ দৌড়ন সাহাবাগণের মতে সুন্নত, কিন্তু হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ)র মতে উহা সুন্নত নহে।

এইরূপ বহু স্থলে তাঁহাদের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও একদল অন্যদলকে বেদয়াতি বলেন নাই।

প্রথম ইস্‌লামে জানাজা দেখিয়া দাঁড়ান সুন্নত ছিল, তৎপরে উহা মনছুখ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে জানাজা দেখিয়া না দাঁড়াইলে, কি বেদয়াতি হইতে হইবে?

এইরূপ প্রথম ইস্‌লামে কয়েকস্থলে রফাইয়াদাএন করার রীতি ছিল, তৎপরে প্রথম তকবির কালীন রফা ব্যতীত সমস্ত স্থলের রফা মনছুখ হইয়া গিয়াছে, এক্ষেত্রে মনছুখ রফাগুলি ত্যাগ করিলে বেদয়াতি হইতে হইবে কেন?

সহিহ্ মোছলেম, ১/১৮১ পৃষ্ঠা ঃ—

عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلعم فقال مالي

اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خيل شمس اسكنوا في الصلوة ●

"জাবের বেনে ছোমরা বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, কি জন্য তোমাদিগকে উদ্ধত ঘোটকের লেজগুলির ন্যায় তোমাদের হস্তগুলি উঠাইতে দেখিতেছি, তোমরা নামাজের মধ্যে স্থির হইয়া থাক (রফাইয়াদাএন করিও না)।"

সহিহ্ তেরমজি, ৩৫ পৃষ্ঠা ঃ—"আবদুল্লাহ বেনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদের নিকট রাছুলে খোদা (ছাঃ) এর নামাজ পড়িব না? ইহাতে তিনি প্রথমবার ব্যতীত রফাইয়াদাএন করেন নাই। এ সম্বন্ধে বারা বেনে আজেব হইতে হাদিছ উল্লিখিত হইয়াছে। আবু ইছা (তেরমজি) বলিয়াছেন, এবনে মছউদের হাদিছটী হাছান। অনেক মোজাতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি এই মত ধারণ করিতেন, ইহা ছুফইয়ান ও কুফাবাসিদিগের মত।"

সহিহ বোখারির টীকা আয়নি, ৩/৭ পৃষ্ঠা ঃ—

"একবার ব্যতীত রফাইয়াদাএন নাকরা ছওরি, নখয়ি, এবনেআবিলায়লা, আলকামা বেনে কয়েছ, আছওয়াদ বেনে এজিদ, আমের শাবি, আবু ইছহাক, খোছায়মা, মোগিরা, অকি, আছেম বেনে কোলাএব, জোফারের মত। মালেক হইতে এবনোলকাছেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার মজহাবের প্রসিদ্ধ মত এবং তাঁহার শিষ্যগণের গ্রহণীয় মত।

বাদায়ে' কেতাবে আছে, এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) যে দশ জন ছাহাবার বেহেশতী হওয়ার সংবাদ দিয়াছেন, তাঁহারা নামাজ আরম্ভ করার সময় ব্যতীত রফাইয়াদাএন করিতেন না। অন্যান্য বিদ্বান্ বলিয়াছেন, আবদুল্লাহ্ বেনে মছউদ, জাবের বেনে ছোমরা, বারা বেনে আজেব, আবদুল্লাহ বেনে ওমার, আবু ছইদ (রাঃ) এইরূপ মত ধরিতেন।"

মোয়াত্তায় মোহম্মদ, ৮৮ পৃষ্ঠা ও মায়ানি ওল-আছার ১/১৩৩ পৃষ্ঠা ঃ—"হজরত ওমার ও হজরত আলি (রাঃ) একবার ব্যতীত দুই হাত উঠাইতেন না।"

মূল কথা, বড় বড় সাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়ি বিদ্বান্ একবার ব্যতীত রফাইয়াদাএন করিতেন না, তাঁহারা কি বেদয়াতি হইবেন? তাঁহাদের অস্থি, মজ্জা ও মাংসে কি বেদয়াত প্রবেশ করিয়াছে?

উপরোক্ত এমামগণ সেহাহ লেখকগণের পরম গুরু ছিলেন, তাঁহাদের বহু হাদিছ সোহাহ্ সেত্তাতে আছে, যদি তাঁহাদের অস্থি, মাংস ও মজ্জাতে বেদয়াত প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে সেহাহ্ সেত্তা কেতাবগুলিতে ও উহার লেখকগণের মধ্যে বেদয়াত প্রবেশ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আরও এজন্য মজহাব বিদ্বেষিগণের পক্ষে তাঁহাদের কর্ত্তক উল্লিখিত সেহাহ্ সেত্তার কয়েক সহস্র হাদিছ ত্যাগ করা ওয়াজেব হইবে।

মেশকাতের ৭৫ পৃষ্ঠায় মালেক বেনে হোয়ায়রেছ হইতে দুইবার রফা করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এমাম মোছলেম তিন বার রফার কথা ও এমাম বোখারি ৪ বার রফার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আবু দাউদ ও তেরমজি সেজদার রফা লইয়া পাঁচবার রফার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এমাম তেরমজি এই হাদিছটী সহিহ্ বলিয়াছেন।

এক্ষণে এমাম বোখারি সেজদার রফা ত্যাগ করিয়া, এমাম মোছলেম দুইবারের রফা ত্যাগ করিয়া ও মালেক বেনেল-হোয়ায়রেছ তিনবারের রফা

ত্যাগ করিয়া বেদয়াতি হইবেন কি না?

এক প্রকার মোয়ান্‌য়ান হাদিছকে এমাম বোখারি ও আলি বেনে মদিনি জইফ বলিয়াছেন। এমাম মোছলেম ও অন্যান্য মোহাদ্দেছগণ উক্ত প্রকার হাদিছ সহিহ্ বলিয়াছেন, এজন্য এমাম মোছলেম, এমাম বোখারিকে জাল মোহাদ্দেছ ও বেদয়াতি বলিয়াছেন। সহিহ মোছলেম ১/২২/২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মজহাব বিদ্বেষী লেখক প্রথমে এমাম বোখারিকে রক্ষা করুন, পরে এমাম আজমের প্রতি দোষারোপ করিতে সাহসী হইবেন।

ষষ্ঠদশ অপবাদ

দোর্রায় মোহম্মদীর ১০১/১০২ পৃষ্ঠায়, বরকোল-মোয়াহেদিনের ৬৩/৬৫/৬৬/১৭/২৩/৫৬ পৃষ্ঠায়; ছেয়ানাতাল মো'মেনিনের ৬৩/৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, এমাম অকি, এমাম আবু হানিফা ও তাঁহার শিক্ষকের শিক্ষক নখয়িকে বেদয়াত মতাবলম্বী রায়ওয়ালা বলিয়াছেন, ইহা তেরমজি ১/১১০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

হানাফিদিগের উত্তর

ইহার 'দান্দান শেকান' উত্তর মৎপ্রণীত কামেয়োল-মোবতাদেয়িন, ২/২৯-৪২ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে। এজন্য এস্থলে পুনরুক্তি করা হইল না।

সপ্তদশ অপবাদ

দোর্রায় মোহম্মদীর ১০০ পৃষ্ঠায় ও আহলে-হাদিছের ৮/৩/১০২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, এমাম আজম ৫০টী কিম্বা ১৫০টী হাদিছে ভ্রম করিয়াছেন।

হানাফিদিগের উত্তর

ইহার উত্তর মৎপ্রণীত কামেয়োল-মোবতাদেয়িনের ২/২৪-২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ অপবাদ

রদ্দত্তকলিদের ১৩ পৃষ্ঠায়, দোর্রায়-মোহম্মদীর ১০০/১০৬ পৃষ্ঠায় ও

হাদিছোল-গাশিয়ার ১৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, এহ্ইয়াবেনে-মইন বলিয়াছেন, "আবু হানিফার হাদিছ গ্রহণ করিও না, কেননা তাঁহার হাদিছ বিশ্বাসযোগ্য নহে।"

উত্তর

ইহার জাল হওয়ার প্রমাণ মৎপ্রণীত কামেয়োল-মোবতাদেয়িনের ২/১৬১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

১৯শ অপবাদ

দোর্রায়-মোহম্মদীর ১০০/১০২ পৃষ্ঠায়, রদ্দৎ-তকলিদের ১১ পৃষ্ঠায়, বরকোল-মোয়াহেদীনের ১৭/২৩/৫৬/৬৩/৬৫/৬৬ পৃষ্ঠায় ও ছেয়ানাতোল-মো'মেনিনের ৬৪/৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, এমাম অকি, ছাফদী, জহাবি প্রভৃতি এমাম আজমকে আহলেরায় বলিয়া হাদিছের খেলাফকারী বলিয়াছেন।

হানাফিদিগের উত্তর

ইহার বিস্তারিত উত্তর মৎপ্রণীত কামেয়োল-মোবতাদেয়িনের ২/৩৯-৪৫ পৃষ্ঠায় ও উক্ত কেতাবের ৩/২৫-৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

মজহাব বিদ্বেষিগণ উপরোক্ত প্রকার মিথ্যা আপবাদগুলিতে নিজেদের কেতাব পূর্ণ করিয়াছেন এবং বলিয়া থাকেন যে, এমাম আজম রায় ও কেয়াছ করিয়া কোরআন ও হাদিছের বিরুদ্ধে বহু মস্‌লা প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে উহার কয়েকটী লিখিয়া তৎসমুদয়ের প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করা হইল ঃ—

প্রথম মস্‌লা

মজহাব বিদ্বেষী মোলবী আইউব সাহেব 'নেশা ভঞ্জনে'র ১৬ পৃষ্ঠায়, মৌলবী আব্বাস আলি সাহবে 'বরকোল-মোয়াহেদিনে'র ৫৪/৭৫/৭৬ পৃষ্ঠায়, মৌঃ এলাহি বখ্শ সাহেব 'দোর্রায়-মোহম্মদী'র ১২০-১২৩ পৃষ্ঠায়, মৌঃ রহিমদ্দীন সাহেব 'রদ্দৎ-তকলীদে'র ১৩/১৪ পৃষ্ঠায়, মৌঃ মোহঃ আবদুল আজিজ সাহেব আহলে-হাদিছের ২য় বর্ব, ৭ম সংখ্যা, ৩২১ পৃষ্ঠায়, মৌঃ গোলাম রাব্বানি সাহেব আহলে-হাদিছ পত্রিকার ১০ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৮১-১৮৩ পৃষ্ঠায় ও মৌঃ বাবর আলি সাহেব ছেয়ানাতুল-মো'মেনিনের ২/২৮৭ পৃষ্ঠায়, মৌলবি আতাউল্লাহ 'সামস-মোহম্মদী'র ২৩৮ পৃষ্ঠায়, মুনসী জমিরদ্দিন সাহেব ছেরাজল-ইসলামের ৪৭/৬০ পৃষ্ঠায় ও মৌলবি আবদুল

বারি সাহেব আহলে-হাদিছের ৮ম ভাগের ৬ষ্ঠ সংখ্যার ২৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এমাম আজম কেয়াছ করিয়া হদ বাতীল করিয়াছেন, যেহেতু তিনি বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি মহরম স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ করিয়া সঙ্গম করিলে, তাহার প্রতি হদ জারি করিতে হইবে না। হেদায়াতে আছে যে, এমাম আজমের মতে মাতা, কন্যা ইত্যাদি মহরম স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ করা হালাল।

হানাফিদিগের উত্তর

জেনার (ব্যভিচারের) হদ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। কোরআন শরিফে আছে ঃ—

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক ও ব্যভিচারি পুরুষ তাহাদের প্রত্যেককে শত কশাঘাত কর।"

ইহা অবিবাহিত স্ত্রীলোক ও অবিবাহিত পুরুষের ব্যভিচার (জেনা) করার ব্যবস্থা।

বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা স্ত্রীলোক ব্যভিচার করিলে, তাহাদের সম্বন্ধে হাদিছ শরিফে প্রস্তরাঘাত দ্বারা প্রাণ-বধের ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

পাঠক, মনে রাখিবেন, শত বেত মারা কিম্বা প্রস্তরাঘাত করাই জেনার হদ শরিয়তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মেশকাত, ৩১৩ পৃষ্ঠা

من اتى بهيمة فاقتلوه

"হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি চতুষ্পদ সঙ্গম করে, তোমরা তাহাকে হত্যা কর।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ঃ—

من اتى بهيمة فلا حد له

"তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি চতুষ্পদ সঙ্গম করে, তাহার পক্ষে কোন হদ নাই।"

এমাম আজম উপরোক্ত সাহাবার মতানুসারে বলিয়াছেন যে, প্রাণ হত্যা করা হদ নহে, বরং ইহাকে তা'জির বলা হয়।

এমাম আজম বলেন, সন্দেহ স্থলে হদ ছাকেত হওয়া সর্ব্ববাদিসম্মত

মত।

মজহাব বিদ্বেষিগণ বলেন, মেশকাতের ২৭০ পৃষ্ঠার হাদিছ অনুসারে ওলির বিনা অনুমতি নিকাহ করিলে, নিকাহ বাতীল হয়, কিন্তু এইরূপ নিকাহ অন্তে সঙ্গম করিলে, তাহারা হদ জারি করেন না। এইরূপ এমাম আজম বলেন, মহরম স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ করিলে, উক্ত নিকাহ হারাম হইবে, কিন্তু হদ ছাকেত হইয়া যাইবে। অবশ্য তাহাকে কঠিন তা'জির (শাস্তি) দেওয়া হইবে। ফৎহোল-কদির, ২/৫৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দোর্রোল-মোখতার, ২/৯০ পৃষ্ঠা :—

والتعـــزير ليس فيه تقدير بل هو مفوض الى رأى القاضي

ويكون تعزير بالقتل كمن وجد رجلا مع امرأة لا تحل له *

"তা'জিরে কোন নির্দিষ্ট শাস্তি নাই, বরং বিচারকের (কাজির) মতের উপর নির্ভর করা হইবে, কখন তা'জির স্বরূপ প্রাণ হত্যা করা হয়, যথা একজন লোক কোন ব্যক্তিকে মহরম স্ত্রীলোকের সহিত জেনা করিতে দেখিলে, (তাহারা প্রাণহত্যা করিবে।")

মেশকাত, ২৭৪ পৃষ্ঠা :—

عن البــــراء بن عازب قال مربى خالى ابوبردة بن دينـــار ومعه لواء فقلت اين تذهب قال بعثنى صلى الله عليــه وسلم الى رجل تزوج

امرأة ابيه آتيــه برأسه رواه الترمذي وابوداود وفى رواية له وللنسائي وابن ماجة والدارمى فامرني ان اضرب عنقه وآخذ ماله *

"বারা-বেনে আ'জেব বলিয়াছেন, আমার মামু দিনারের পুত্র আবু বোরদা একটী পতাকা সহ আমার নিকট আগমন করিলেন, আমি বলিলাম, আপনি কোথায় যাইতেছেন? তিনি বলিলেন, এক ব্যক্তি তাহার বিমাতার সহিত নিকাহ করিয়াছে, (হজরত) নবি (ছাঃ) আমাকে তাহার মস্তক আনয়ন করিতে পাঠাইয়াছেন। তেরমেজি ও আবু দাউদ উক্ত হাদিছটী রেওয়াএত করিয়াছেন। আবু দাউদ, নাছায়ি, এবনো-মাজা ও দারমীর রেওয়াএতে উল্লিখিত হইয়াছে, হজরত (ছাঃ) তাহার গলা কাটিতে ও অর্থ লুণ্ঠন করিতে

আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন।" এই হাদিছে মহরম স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ্ করিলে, তাহার উপর প্রস্তরাঘাত ও কশাঘাত করার আদেশ করা হয় নাই, বরং ইতিপূর্বে সপ্রমাণ করা হইয়াছে যে, শিরশ্ছেদন ও অর্থ লুণ্ঠন করা হদ নহে, বরং উহা তা'জিরের মধ্যে গণ্য, এইজন্য এমাম আজম বলিয়াছেন, মহরম স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ করিলে, হদ জারি করিতে হইবে না, বরং তা'জির স্বরূপ তাহার মস্তক ছেদন করিতে হইবে, ইহাতে তিনি কোথায় মাতা ও কন্যা হালাল করিলেন?

এমাম বোখারি সহিহ্ বোখারির ২/৭৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, "কেহ শাশুড়ির সহিত জেনা করিলে, তাহার পক্ষে তাহার স্ত্রী হারাম হইবে না।"

এমাম আজম বলেন, হারাম হইবে। এস্থলে কি মজহাববিদ্বেষিগণের মতে এমাম বোখারি শাশুড়ি হালাল করিলেন? নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব রওজা-নাদিয়ার ৩৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, চতুষ্পদ সঙ্গম করিলে, তা'জির দিতে হইবে, উহাতে হদ নাই। মিয়াদি (মোতা) নিকাহ করিলে, প্রস্রাব পান করিলে ও বিনা ওলী নিকাহ করিলে, মজহাববিদ্বেষিগণ হদ জারি করেন না। এইস্থল সমূহে তাহারা হদ বাতীল করিলেন কি না? মজহাব বিদ্বেষিদলের নেতা মৌলবি আবদুল কাদের সাহেব নিজ ফাতাওয়ায় সৎখালার সহিত নিকাহ করা হালাল হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, মৌলবী নজির হোছেন সাহেব উহাতে মোহর করিয়াছেন। এস্থলে তাহারা স্পষ্ট হারামকে হালাল করিয়াছেন। মজহাব বিদ্বেষিগণ হেদায়ার নিম্নোক্ত এবারত বুঝিতে না পারিয়া উহার বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিয়া এমাম আজমের প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়া থাকেন, এবারতটী এই:—

ولابي حنيفة رح ان العقد صادف محله لان محل التصرف ما يقبل مقصوده والانثى من بنات بني آدم قابلة للتوالد وهو المقصود فكان ينبغي ان ينعقد في جميع الاحكام الا انه تقاعد عن افادة حقيقة الحل فيورث الشبهة ـ هداية ٢/٤٩٦

হেদায়া লেখক বলেন "(এমাম) আবু হানিফার দলীল এই যে, বিবাহবন্ধন, উদ্দেশ্যসাধন স্থলে হইয়াছে, কেননা যে বস্তু উদ্দেশ্য সাধন

করে, তাহাই সম্ভোগস্থল, আর আদম সন্তানদের মধ্যে স্ত্রীজাতি সন্তান আহকামে সিদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু উক্ত বিবাহ হালাল সাব্যস্ত করিতে অক্ষম হইয়াছে, কাজেই (হদ সম্বন্ধে) সন্দেহ সৃষ্টি করিয়াছে।''

মূল মর্ম্ম এই, স্ত্রীজাতি উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত পাত্র, কাজেই স্ত্রীজাতির সহিত নিকাহ করিলে, হদ ছাকেত হইয়া থাকে, শরিয়তের দলীল অনুসারে মহরম স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ করিলে, হালাল হইতে পারে না, কিন্তু হদ ছাকেত হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি করে, কাজেই হদ ছাকেত হইয়া যাইবে, অবশ্য তাহাকে ত'জির দিতে হইবে। মজহাব বিদ্বেষিগণ এতটুকু কথা বুঝিতে না পারিয়া অযথাভাবে দোষারোপ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, এমাম আজম সাহেব মাতা ও ভগ্নি হালাল করিয়াছেন, যদি তাহাই হইত, তবে হেদায়ার ২/২৮৭ পৃষ্ঠায় কেন লিখিত হইয়াছে যে, এমাম আজমের মতে মাতা, দাদি, কন্যা ভগ্নি হারাম।

বলি, জনাব, হেদায়া বুঝা আপনাদের কার্য্য নহে, ইহার জন্য আপনাদের আরও কয়েক বৎসর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় মস্‌লা

মজহাব বিদ্বেষী মৌঃ এলাহি বখ্‌শ সাহবে দোর্রায় মোহম্মদীর ১২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

হানাফি ফেকাতে লিখিত আছে, কেহ বলপূর্ব্বক কোন স্ত্রীলোকের সহিত জেনা করিলে, উক্ত ব্যক্তির প্রতি হদ নাই। ইহাতে হানাফিগণ হদ বাতীল করিয়াছেন।

আমাদের উত্তর

আমাদের কোন কেতাবে এরূপ মস্‌লা নাই, তিনি ফেকহের এবারত বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ বাতীল দাবি করিয়াছেন।

অবশ্য দোর্রোল-মোখতারের ২/৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যদি কেহ কাহাকে জেনা করার জন্য বলপ্রয়োগ করে, তবে জেনা করিতে তাহাকে অনুমতি দেওয়া যাইবে না, কিন্তু যদি প্রাণভয়ে এইরূপ কুকর্ম্ম করে, তবে ইহাতে হদ মারিতে হইবে না।

সহিহ বোখারি, ২/১০২৭ পৃষ্ঠা ঃ—

اذا استكرهت المرأة على الزنا فلاحد عليها

"যদি কোন স্ত্রীলোককে জেনা করিতে বলপ্রয়োগ করা হয়, তবে তাহার উপর হদ হইবে না।"

উক্ত কেতাব, ২/১০২৮ পৃষ্ঠা ঃ—

وكذلك كل مكره يخاف فانه يذب عنه المظالم -

উপরোক্ত এবারতে বুঝা যায় যে, যদি কেহ কাহাকেও বলে যে, তুমি জেনা কর, নচেৎ আমি অমুক মুসলমানকে হত্যা করিব, এমাম বোখারির মতে সে ব্যক্তি জেনা করিতে পারে বেং ইহাতে হদ জারি হইবে না। এস্থলে এমাম বোখারি জেনার হদ বাতীল করিলেন কিনা?

খয়রাতোল-হেছান, ৪৩ পৃষ্ঠা ঃ—

"দুই ভাই একটি লোকের দুই কন্যার সহিত এক দিবসে নিকাহ করিয়াছিল এবং ভ্রমবশতঃ একের স্ত্রী অন্যের শয্যায় শয়ন করিয়াছিল, হজরত আলি (রাঃ) এইরূপ ঘটনায় ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে, ঐ স্ত্রীলোক দুইটী এদ্দত অবধি নিজ স্বামী হইতে পৃথক থাকিবে এবং প্রত্যেক স্ত্রীলোক সঙ্গমকারীর নিকট হইতে মোহর পাইবে, ইহাতে হদ জারি হইবে না।"

মজহাব বিদ্বেষিগণ এই ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া থাকেন, ইহাতে তাহারা হদ বাতীল করিলেন কি না?

মৌঃ এলাহি বখ্‌শ সাহেব এক কথার অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিতে বেশ পটু।

তৃতীয় মস্‌লা

মৌঃ এলাহি বখ্‌শ সাহেব দোর্রায়-মোহম্মদীর ১২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হানাফি ফেকাতে লিখিত আছে, কেহ অন্যের ক্রীতদাসী (বাঁদী)কে বন্দক রাখিয়া তাহার সহিত জেনা করিলে, উহাতে হদ জারি করা হইবে না, ইহাতে হদ বাতীল হইল।

শামি, ৩/২৩৫ পৃষ্ঠা ঃ—

والاصح وجوبه وذكر في الايضاح وجوبه -

"সমধিক সহিহ্ মতে উহাতে হদ ওয়াজেব হইবে, ইজাহ্ কেতাবে উহাতে হদ ওয়াজেব হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।"

নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব মেছকোল-খেতামের ৩/৩৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

نكاح مملـوك بى اذن مالك صحيح نيست بس اكر وطي كند
بان نكاح حرام كرده باشد و زاني بود نزد جمهور مكر حد ازوي
ساقط است -

"মালিকের বিনা অনুমতি গোলামের নিকাহ জায়েজ হইবে না, যদি এই নিকাহ দ্বারা সঙ্গম করে, তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে হারাম করিয়া থাকিবে এবং ব্যভিচারী (জেনাকার) হইবে, কিন্তু ইহাতে হদ ছাকেত হইবে।" এস্থলে মজহাব বিদ্বেষিগণের নেতা জেনার হদ বাতীল করিয়াছেন কিনা?

চতুর্থ মস্‌লা

মৌঃ এলাহি বখ্‌শ সাহেব দোর্রায়-মোহম্মদীর ১২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হানাফি ফেকাতে লিখিত আছে, অবিবাহিতা স্ত্রীলোক জেনা করিলে, তাহাকে শত বেত মারিতে হইবে, কিন্তু তাহাকে এক বৎসর দেশান্তর করিতে হইবে না; ইহাতে তাহারা হাদিছ অমান্য করিয়াছেন।

আমাদের উত্তর

কোরআন শরিফে কেবল শত বেত মারার কথা আছে, হাদিছ শরিফে শত বেত ও এক বৎসর দেশান্তর করার কথা আছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এক বৎসর দেশান্তর করা হদ নহে, ইহাকে 'ছিয়াছত' বলা হয়। যদি বাদশাহ কিম্বা কাজী বিবেচনা করেন যে, এই স্ত্রীলোকটী স্বদেশে থাকিলে বহুসংখ্যক লোক ব্যভিচারে লিপ্ত হইতে পারে, তবে তাহাকে এক বৎসর বিদেশ বাসের জন্য বাধ্য করিতে পারেন, নচেৎ দেশান্তর করা উচিত নহে, কেননা ইহাতে বহু কুঘটনা ঘটিতে পারে।

নিম্নোক্ত হাদিছে সপ্রামণ হয় যে, উহা হদ নহে।

সহিহ বোখারি, ২/১০১০ পৃষ্ঠা ঃ—

ان رسول الله صلعم قضى فيمن زني ولم يحصن بنفي عام
و باقامة الحد عليه *

"একটী অবিবাহিত লোক জেনা করিয়াছিল, ইহাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাহার প্রতি এক বৎসর বিদেশ বাস ও হদ জারি করার হুকুম দিয়াছিলেন।"

যদি দেশান্তর করা হদ হইত, তবে হদকে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হইত না।

সহিহ বোখারির উক্ত পৃষ্ঠায় হজরত ওমারের (রাঃ) এক বৎসর দেশান্তর করার ব্যবস্থা বিধান করার কথা আছে, কিন্তু ফৎহোল-কদিরের ২/৫৮৮ পৃষ্ঠায় আছে ঃ—

قال علي حسبهما من الفتنة ان ينفيا

"(হজরত) আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, উহাদের উভয়কে দেশান্তর করিয়া দেওয়াতে মহা ফাছাদ হইবে।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, (হজরত) ওমার (রাঃ) রবিয়াকে খয়বরের দিকে বিতাড়িত করেন, ইহাতে সে হেরকাল রাজার সহিত মিলিত হইয়া খ্রীস্টান হইয়া যায়, তখন হজরত ওমার (রাঃ) বলিয়াছিলেন,

لا اغرب بعده مسلما -

"আমি ইহার পরে কোন মুসলমানকে দেশান্তর করিয়া দিব না।"

ইহাতে বুঝা গেল যে, এমাম আজম কোরআন ও হাদিছ উভয় মান্য করিয়াছেন।

মেশকাতের ৩০৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, বিবাহিত পুরুষ বা বিবাহিতা স্ত্রীলোক জেনা করিলে, প্রথমে তাহাদের উভয়কে শত বেত মারিবে, তৎপরে প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলিবে। নাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব ফৎহোল-মোগিছের ৩৯ পৃষ্ঠায় ও কাজি শওকানি দোরারে-বাহিয়ার ৫৫ পৃষ্ঠায় এই মত স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ঐ দলের মৌঃ মহইউদ্দিন ফেকহে-মোহম্মদীর ৫/৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, তাহাদিগকে শত বেত মারিতে হইবে না, কেবল পাথর মারিতে হইবে। এক্ষণে এই সাহেব হদ বাতীল করিলেন কি না?

৫ম মস্‌লা

মজহাব বিদ্বেষী মৌঃ আবদুল আজিজ আহলে-হাদিছ পত্রিকার ২/৪/১৮১ পৃষ্ঠায় মৌলবি আইউব সাহেব নেশা ভঞ্জনের ৮ পৃষ্ঠায় ও মৌঃ আবদুল বারি আহলে-হাদিছ পত্রিকার ৮/৬/২৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হানাফি ফেকাতে লিখিত আছে, যদি কেহ কোন স্ত্রীলোককে জেনার জন্য ইজারা

লইয়া থাকে, তবে তাহার প্রতি হদের হুকুম হইবে না। ইহাতে হানাফিগণ হদ বাতীল করিয়াছেন।

আমাদের উত্তর

দোর্রোল-মোখতার, ২/৮৫ পৃষ্ঠা ঃ—

والحق وجوبه الحد

সহিহ্ মত এই যে, উহাতে হদ ওয়াজেব হইবে। ইহা ত গেল হানাফিদিগের ফৎওয়া গ্রাহ্য মত। মজহাব বিদ্বেষীদলের মৌঃ মহইউদ্দিন সাহেব ফেকহে-মোহম্মদীর ৫/৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,

لیکن مسقط حد وہ شبہ ہے جو جائز الوقوع ہو جیسا کہ کہے کہ مجھکو اسکے حرام ہونے کا علم نہ تھا کہ اس حال میں اس شبہ سے اس سے حد ساقط کرنی چاہئے۔

যে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া সম্ভব, তজ্জন্য হদ ছাকেত হইয়া যাইবে, যেরূপ কেহ বলে যে, আমার উহার হারাম হওয়ার জ্ঞান ছিল না, এরূপ অবস্থায় উক্ত সন্দেহের জন্য উহার হদ ছাকেত হইয়া যাইবে।"

লেখকের কথায় বুঝা যায় যে, যদি কেহ জেনা করিয়া বলে যে, আমি উহার হারাম হওয়ার সংবাদ রাখি না, তবে তাহাদের মতে হদ ছাকেত হইয়া যাইবে।

উপসংহারে বলি, মজহাব বিদ্বেষিগণ জেনাকারদিগকে প্রস্তরাঘাত বা দেশান্তর করেন না, কাজেই তাহারা হদ বাতীল করিতেছেন কি না?

৬ষ্ঠ মস্‌লা

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি আইউব সাহেব নেশা-ভঞ্জনের ১১ পৃষ্ঠায়, মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব বরকল-মোয়াহেদীনের ২৮/৯২ পৃষ্ঠায়, মৌলবি বাবর আলি ছাহেব ছেয়ানাতুল-মোমেনিনের ২/২৫১-২৫৬ পৃষ্ঠায়। মুনশী জমিরদ্দিন ছাহেব ছেরাজোল-ইস্‌লামের ৪৭/৪৮/৫০/৫১ পৃষ্ঠায়, মৌঃ ফছিহদ্দিন ছাহেব ছামছামোল-মোয়াহেদীনের ৫৯ পৃষ্ঠায়, মৌলবি এলাহি বখশ সাহেব দোর্রায়-মোহম্মদীর ১২৯/১৩০ পৃষ্ঠায় মৌলবি মোহম্মদ আতাউল্লাহ সামস-মোহম্মদীর ২৩৯ পৃষ্ঠায় ও মৌঃ আবদুল বারি আহলে-

হাদিছের ৮/৭/৩১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, হানাফী মজহাবে মদ হালাল করা হইয়াছে।

আমাদের উত্তর

যে আঙ্গুরের রস অগ্নির উত্তাপে দুই অংশ শুষ্ক হইয়া যায় এবং একাংশ অবশিষ্ট থাকে, উহা মদ হইবে না, বরং এক প্রকার সরবত। মজহাব বিদ্বেষিগণ উহা মদ ধারণা করিয়া এমাম আজমের উপর মদ হালাল করার মিথ্যা অপবাদ করিয়া থাকেন।

সহিহ বোখারি, ২/৮৩৮ পৃষ্ঠা ঃ—

راى عمر و ابو عبيدة و معاذ شرب الطلاء على الثلث و شرب البراء و ابو جحيفة على النصف *

"(হজরত) ওমার, আবু ওবায়দা ও মোয়াজ আঙ্গুরের রস (অগ্নির উত্তাপে) এক তৃতীয়াংশ থাকিতে পান করা হালাল জানিতেন। (হজরত) বারা ও আবু জোহায়ফা উহা অর্দ্ধেক থাকিতে পান করিয়াছিলেন।"

সহিহ নাছায়ি, ৩৩৪ পৃষ্ঠা ঃ—

عن ابي موسى رض انه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه و بقي الثلث واه مثله عن ابي الدرداء *

(হজরত) আবু মুছা (রাঃ) যে আঙ্গুরের রস দুই তৃতীয়াংশ শুষ্ক হইয়া এক তৃতীয়াংশ বাকি থাকে, উহা পান করিতেন, এইরূপ আবুদ্দারদা হইতে উল্লিখিত হইয়াছে।

আয়নি (কাঞ্জের টীকা) ৪/৯৭ পৃষ্ঠা ঃ—

قال ابو داؤد سالت احمد عن شرب الطلاء اذا ذهب ثلثاه و بقي ثلثه فقال لا باس به قلت انهم يقولون انه يسكر فقال لا يسكر لو كان يسكر لما احله عمر رض *

আবু দাউদ বলিয়াছেন, আমি যে আঙ্গুরের রস দুই তৃতীয়াংশ শুষ্ক হইয়া এক তৃতীয়াংশ বাকি থাকে, উহা পান করা সম্বন্ধে (এমাম) আহমদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, উহা পান করাতে কোন

দোষ নাই, আমি বলিলাম, লোকে বলিয়া থাকে যে, উহা নেশাকর হইয়া থাকে। (এমাম) আহমদ বলিলেন, উহা নেশাকর নহে, যদি নেশাকর হইত, তবে (হজরত) ওমার (রাঃ) উহা হালাল জানিতেন না।”

এক্ষণে আপনারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, হজরত নবি (ছাঃ)এর সাহাবা হজরত ওমার, আবু ওবায়দা, মোয়াজ, বারা আবু জোহায়ফা, আবু মুছা ও আবুদ্দারদা উপরোক্ত শরবত পান করিতেন, এমাম বোখারি, আবু দাউদ, নাছায়ি ও এমাম আজম উহা হালাল বলিয়াছেন, এক্ষণে মজহাব বিদ্বেষিগণ, সাহাবগণ ও মোহাদ্দেছগণকে মদ্যপায়ী বলিবেন কি? সহিহ বোখারি প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থগুলি ত্যাগ করিবেন কি? যব, মধু, গম পানিতে ভিজাইয়া রাখায় উহা কটু হইলেও যতক্ষণ নেশাকর না হয়, ততক্ষণ হালাল হইবে, নেশাকর হইলে উহা হারাম হইবে, ইহা হানাফিদিগের ফৎওয়া গ্রাহ্য মত। তবইনোল-হাকায়েক, ৬/৪৭/ শামি, ৫/৪৫০/ দোর্রোল-মোখতার, ৪/৬৫ পৃষ্ঠা, কাঞ্জের টীকা আয়নি, ৪/৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সহিহ বোখারি, ২/১০২৮ পৃষ্ঠা ঃ—

ان قيل له لتشربن الخمر او لتاكلن الميتة (الى) او لنقتلن ابائك او اخاك فى الاسلام وسعه *

“যদি কেহ তাহাকে বলে, নিশ্চয় তুমি মদ পান করিবে কিম্বা মৃত ভক্ষণ করিবে, নচেৎ আমরা তোমার পিতা কিম্বা মুসলমান ভ্রাতাকে হত্যা করিব, তবে তাহার পক্ষে মদ পান ও মৃত ভক্ষণ জায়েজ হইবে।”

এস্থলে এমাম বোখারি মদ হালাল করিলেন কিনা? নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব মেছকোল-খেতামের ১/৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।”

“মদ, মৃতজীব ও তরল রক্ত পাক।”

এক্ষণে মজহাব বিদ্বেষী সাহেবগণ নিজেদের ফৎওয়া জানিতে পারিলেন ত?

৭ম মস্‌লা

মৌঃ আব্বাছ আলি সাহেব বরকোল-মোয়াহেদীনের ৯২ পৃষ্ঠায়, মৌলবি এলাহি বখশ সাহেব দোর্রায়-মোহম্মদীর ১২৬ পৃষ্ঠায়, মৌঃ রহিমদ্দিন সাহেব রদ্দত্তকলিদের ১৪ পৃষ্ঠায়, মৌঃ ফসিহদ্দীন সাহেব সামছামোল-

মোয়াহেদীনের ৫৯ পৃষ্ঠায়, মৌঃ আইউব সাহেব নেশা-ভঞ্জনের ২ পৃষ্ঠায়, মৌঃ বাবর আলি সাহেব ছেয়ানাতুল-মো'মেনিনের ২/২২০ পৃষ্ঠায়, মৌলবি গোলাম রাব্বানি সাহেব আহলে-হাদিছ পত্রিকার ১০/৪/১৮৪ পৃষ্ঠায়, মৌলবি আবদুল আজিজ সাহেব রংপুরী আহলে-হাদিছ পত্রিকার ২/৪/১৮১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, হানাফিদিগের চলপি, শামি ও মজমুয়া-ফাতাওয়াতে লিখিত আছে, এমাম আজম বেশ্যাবৃত্তি হালাল বলিয়াছেন।

হানাফিদিগের উত্তর

শরহে-বেকায়ার হাশিয়া চলপির ২৯৪ পৃষ্ঠায় ও শামির ৫/৪২ পৃষ্ঠায় ইজারায়-ফাছেদের অধ্যায় একটী মস্‌লা লিখিত আছে, মজহাব বিদ্বেষিগণ উহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া এমাম আজমের প্রতি অযথা দোষারোপ কীরয়া থাকেন।

পাঠক, প্রথম ইজারার বিবরণ শুনুন, তাহা হইলে এই অপবাদকগণের ভুল ধরিতে সক্ষম হইবেন। ইজারা তিন প্রকার, প্রথম ইজারা সহিহ্, দ্বিতীয় ইজারা ফাছেদ, তৃতীয় ইজারা বাতেল।

দোর্রোল-মোখতার, ৪/৭ পৃষ্ঠা :—

الفاسد ما كان مشروعا باصله دون وصفه والباطل ما ليس مشروعا لا باصله ولا بوصفه وحكم الاول وهو الفاسد وجوب اجر المثل بخلاف الثاني وهو الباطل *

"যাহা মূলে জায়েজ, কিন্তু কোন গুণের জন্য নাজায়েজ, উহা ইজারা ফাছেদ হইবে, যাহা মূলে হারাম ও গুণেও হারাম, উহা ইজারা বাতেল। ইজারা ফাছেদ আজরে-মেছেল ওয়াজেব হইবে, পক্ষান্তরে ইজারা বাতেল, আজরে-মেছেল ওয়াজেব হইবে না।" আর যাহা মূলে ও গুণে হালাল, উহা ইজারা সহিহ্ হইবে।

ইহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। যদি কেহ কোন গায়ককে বলে, এক দিবস সঙ্গীত বাদ্য করিবার জন্য তোমাকে ৫টী টাকা দিব, তবে ইহা ইজারা বাতেল হইবে, কেননা মূলে গীত বাদ্য করা হারাম, উহার নির্দ্দিষ্ট ৫ টাকা বেতন হারাম বা উহার আজরে-মেছেল (তুল্য বেতন)

হারাম।

আর যদি কেহ কোন গায়ককে বলে যে, তোমার তিন দিবস ভার বহনের মূল্য ৫ টাকা দিব, কিন্তু ইহার সঙ্গে একটী শর্ত্ত এই যে, তুমি সন্ধ্যাকালে সঙ্গীত বাদ্য করিবে, তবে ইহা ইজারা ফাছেদ হইবে, কেননা মূলে ভারবহনের কার্য্য হালাল, উহার ন্যায্য মূল্যও হালাল, কিন্তু সঙ্গীত বাদ্য করা এই শর্ত্তটী হারাম, হালাল কর্ম্মের সহিত হারাম শর্ত্ত সংযোগ করায় উক্ত ইজারা, ফাছেদ হইয়া গেল, কাজেই নির্দ্দিষ্ট ৫ টাকা বেতন হারাম হইয়া গেল, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে এমাম আজমের মতে সে ব্যক্তি সেই অঞ্চলের নিয়ম মতে তিন দিবসের ভার বহনের ন্যায্য মূল্য ৩ টাকা পৃথক ব্যবস্থায় পাইবে। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, ইজারা ফাছেদের সঙ্গীত বাদ্য শর্ত্ত হারাম, উহার নির্দ্দিষ্ট ৫ টাকা মূল্য হারাম, কিন্তু তিন দিবস ভার বহনের ন্যায্য মূল্য হালাল বলা হইয়াছে।

আর যদি কেহ কোন গায়ককে বলে, তোমার এক দিবস ভার বহনের বেতন ১ টাকা দিব, তবে ইহা ইজারা সহিহ্ হইবে, কেননা ভার বহন কার্য্য হালাল, উহার ১ টাকা বেতন হালাল।

দ্বিতীয় নজির শ্রবণ করুন ঃ—যদি কেহ কোন স্ত্রীলোককে বলে, আমি তোমার সহিত জেনা (ব্যভিচার) করিব, ইহার বেতন ৫ টাকা দিব, তবে ইহা ইজারা বাতীল হইবে, জেনা হারাম এবং উহার ৫ টাকা বেতন হারাম। ইহাতে আজরে-মেছেল ওয়াজেব হইবে না। যদি কেহ তাহাকে বলে যে, তুমি আমার পুত্রকে এক মাস দুগ্ধ পান করাইবে বা এক মাস রন্ধন কার্য্য করিবে, আমি ইহার মূল্য ৩ টাকা দিব, তবে ইহা ইজারা সহিহ্ হইবে, কেননা উক্ত কার্য্যদ্বয় হালাল এবং ৩ টাকা বেতন হালাল।

যদি কেহ তাহাকে বলে যে, তুমি আমার পুত্রকে একমাস দুগ্ধ পান করাইবে বা রন্ধন কার্য্য করিবে, আমি তোমাকে ৫ টাকা বেতন দিব, কিন্তু শর্ত্ত এই যে, তুমি আমার সহিত জেনা করিবে, তবে ইহা এমাম আজমের মতে ইজারা ফাছেদ হইবে, কেননা দুগ্ধ পান করান বা রন্ধন কার্য্য হালাল, উহার ন্যায্য মূল্য হালাল, জেনা করা হারাম, উহার বেতনও হারাম, এস্থলে হালাল কার্য্য হারাম শর্ত্তের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় ইজারায়-ফাছেদ হইয়াছে এবং নির্দ্দিষ্ট মূল্য হারাম হইয়াছে, কিন্তু সেই অঞ্চলের একমাস দুগ্ধ পান করান বা রন্ধন কার্য্যের ৩ টাকা বেতন পৃথক ব্যবস্থায় উক্ত স্ত্রীলোককে

দেওয়া যাইবে।

এক্ষণে আপনারা চলপী ও শামীর এবারতের মর্ম্ম শুনুন, যদি কেহ কোন স্ত্রীলোককে বলে, তুমি এত দিবস আমার পুত্রকে দুগ্ধ পান করাইবে বা এত দিবস পাচিকার কার্য্য করিবে, তোমাকে ৫ টাকা বেতন দিব, কিন্তু এই শর্ত্তে যে তুমি আমার সহিত জেনা করিবে। তবে এমাম-আজম বলেন, ইহা ইজারা ফাছেদ, দুগ্ধ পান করান ও রন্ধন কার্য্য হালাল, কিন্তু জেনা শর্ত্তের জন্য উহা ফাছেদ হইয়াছে, এক্ষেত্রে ৫ টাকা বেতন দেওয়া জায়েজ হইবে না, অবশ্য পৃথক ব্যবস্থায় দুগ্ধ পান করান বা রন্ধন কার্য্যের ন্যায্য বেতন ৩ টাকা তাহাকে দেওয়া যাইবে, পক্ষান্তরে তাঁহার শিষ্যদ্বয় বলেন, কিছুই দেওয়া জায়েজ হইবে না। এক্ষণে প্রমাণিত হইল যে, এমাম আজম কিছুতেই বেশ্যাবৃত্তি হালাল বলেন নাই, মজহাব বিদ্বেষিগণ ফেকহের এবারত বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার উপর মিথ্যা অপবাদ করিয়া দোজখের পথ পরিস্কার করিতেছেন।

অপবাদকদল মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের মজমুয়া ফাতাওয়ার ৩/৩৮/৩৯ পৃষ্ঠা হইতে নিজেদের দাবি সপ্রমাণ করিতে চাহেন, তদুত্তরে আমরা বলিব, এই মতটী, জাল্লিন পাঠ ও কেয়াম বেদয়াত হওয়া ইত্যাদি কয়েকটী মত মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের ফৎওয়া নহে, এই সমস্ত ওয়াহাবীদিগের লিখিত মত। উক্ত মাওলানা সাহেবের খালাতে ভাই মাওলানা আবদুল বাকী সাহেব মোহাজেরে মাদানি আমাকে ও জনাব পীর সাহেবকে বলিয়াছেন যে, এই তিন খন্ড ফৎওয়া আমার ভাই মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের জীবদ্দশায় সংগৃহীত ও মুদ্রিত হয় নাই, তাঁহার এন্তেকালের পরে তাঁহার কোন শিষ্য উহা সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়া দিয়াছেন, অহাবিদের প্রেরিত কতকগুলি ফৎওয়া—যে সমুদয়ে তিনি দস্তখত করেন নাই, তৎসমুদয় উক্ত তিন খন্ড ফৎওয়াতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কাজেই হানাফি মজহাবের বিরুদ্ধ যে কোন ফৎওয়া হউক, উহা মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের ফৎওয়া বলিয়া ধর্ত্তব্য হইতে পারে না। আলোচ্য কথা মাওলানা সাহেবের মত কিছুতেই হইতে পরে না, কারণ যদি জেনার বেতনকে এস্থলে হালাল বলা হইয়া থাকে, তবে উহা কিরূপে ইজারা ফাছেদ হইবে? উহাকে আজরে-মেছেল বলা কিরূপে সঙ্গত হইবে?

দোর্রোল-মোখতারের ৪/৯ পৃষ্ঠায়, উক্ত শরহে-বেকায়ার, ২৯৫ পৃষ্ঠায়,

কাঞ্জের টীকা আয়নি ৩/৪১৬ পৃষ্ঠায় ও অন্যান্য বহু কেতাবে লিখিত আছে যে, গোনাহ কার্য্যে ইজারা লওয়া জায়েজ নহে। ইহা তিন এমামের মত, কাজেই এমাম আজমের মতে বেশ্যাবৃত্তি হালাল বলা একেবারে মিথ্যা অপবাদ।

মৌলবী আইউব লিখিত নেশা-ভঞ্জনের কয়েকটী অন্যায় প্রশ্নের রদঃ-

১ম প্রশ্ন। নেশা ভঞ্জনের ৫-৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "চপলী টীকাতে আছে, উপরোক্ত মসলায় যদিও ছবব হারাম, কিন্তু মেসল আজুরা হালাল হইবে" ইহার মর্ম্ম উক্ত মৌঃ সাহেব এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, "জেনা হারাম ছবব, ইহার বদলা এমাম আজমের মতে হালাল। হানাফী মৌলবিগণ বলিয়া থাকেন, এমাম আজম দুগ্ধ পান করাইবার মূল্য হালাল বলিয়াছেন, তাহা হইলে চপলীর লিখিত প্রস্তাবানুসারে দুগ্ধ পান করান এমাম আজমের মতে হারাম হইবে, কিন্তু কোরআন শরিফে দুগ্ধ পান করান হালাল হইয়াছে এবং হাললকে হারাম বলিলে কাফের হইতে হয়।"

হানাফিদিগের উত্তর

চপলী টীকার মর্ম্ম এই যে, দুগ্ধ পান করান হালাল এবং উহার বদলা হালাল, কিন্তু উহা জেনা শর্ত্তের জন্য হারাম হইয়াছে, যেরূপ ক্রয় বিক্রয় হালাল, কিন্তু উহা হারাম শর্ত্তের জন্য হারাম হইয়া থাকে, অতএব এমাম আজম কেবল দুগ্ধ পান করানকে হারাম বলেন নাই, সেই কারণে দুগ্ধ পান করাইবার মেসলে অজুরা হালাল বলিয়াছেন। আরও একটী বালকও জানে যে, ইজারা বাতীলে আজরে মেছ্ল এমাম আজমের মতে জায়েজ নহে, কেবল তিনি ইজারা ফাছেদে হারাম শর্ত্ত বাতীল করিয়া হালাল কর্ম্মের বদলা জায়েজ বলেন, ইহাই আজ্রে মেছল। এক্ষেত্রে জেনার বদলা হইলে, ইজারা বাতীল হইবে এবং উহাতে আজরে মেছল হইতে পারে না। আজরে মেছল বলিলেই দুগ্ধ পান করান বা অন্য কোন হালাল কর্ম্মের বদলা নিশ্চয় বুঝা যাইবে, হারাম কার্য্যের বদলা কখনও আজ্রে মেছল হইতে পারে না।

উক্ত মৌলবী সাহেব ১৫ পৃঃ দোর্‌রল মোখ্তারের কিছু অংশ লিখিয়া আজরে মেস্লের এমন বিপরীত মর্ম্ম লিখিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় ইনি না কোরআন ও হাদিছ বুঝেন, না ফেকাহ বুঝেন, এইরূপ লোকের কেতাব রচনা করা জগতের লোককে গোম্‌রাহ্ করা মাত্র।

আরও উক্ত মৌঃ সাহেব আজরে মেসেল ও মোহরে মেস্‌লকে এক

বস্তু লিখিয়া এক আশ্চর্য্যজনক কারিগরি করিয়াছেন, হে ভাই! আপনি আজ্রে মেছ্ল ও মোহরে মেছ্ল এক বস্তু বলিয়া দাবী করিয়াছেন ইহা কোরআন ও হাদিছের কোন্ অংশে আছে কিম্বা ফেক্হের কোন্ স্থানে আছে? এরূপ অমূলক কথা লোকে কিরূপে প্রকাশ করে?

২য় প্রশ্ন। নেশা ভঞ্জনের ৬-৭ পৃঃ লিখিত আছেঃ—এমাম আজম আজরে মেসল হালাল বলিয়াছেন এবং তাঁহার দুই শিষ্য আবু ইউছফ ও মম্মদ (রঃ) ইহা হারাম বলিয়াছেন। তাহা হইলে এক পক্ষ হালালকে হারাম কিম্বা হারামকে হালাল বলিয়া কাফের হইবেন।

হানাফিদিগের উত্তর

এমাম আবু ইউছফ ও মোহাম্মদ (রঃ) ইজারা ফাছেদে প্রথব ব্যবস্থা বলবৎ রাখিয়া পৃথক ব্যবস্থার হালাল কর্ম্মের বেতনকেও নাজায়েজ বলিয়াছেন। এমাম আজম প্রথম ব্যবস্থা বাতীল করিয়া পৃথক ব্যবস্থায় হালাল দুগ্ধ পান করাইবার বদ্লাকে হালাল বলিয়াছেন। ইহার দলীল এই যে, এক ব্যক্তি ২০টী হালাল টাকা কর্জ্জ দিয়া সুদ সমেত ২৫ টাকা আদায় করিলে ঐ ৫ টাকা সুদ হারাম হইবে; কিন্তু মূল হালাল ২০টী টাকা হারাম হইবে না।

যদি স্ত্রীলোকেরা জানাজার নিকট উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকে, তবে যদিও চীৎকার ক্রন্দন হারাম হয়, তথাপি ইহাতে জানাজা নামাজ হারাম হয় না।

এইরূপ যদিও জেনা হারাম কর্ম্ম, কিন্তু মূল দুগ্ধ পান করান হালাল কর্ম্ম, পৃথক ব্যবস্থায় দুগ্ধের মূল্য হারাম হয় না। মূল কথা এই যে, হারাম দুই প্রকারঃ—কাৎয়ি ও জান্নি। যাহা অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত হয়, তাহাকে হারাম কাৎয়ি বলে, আর যাহা এরূপ নহে, তাহাকে হারাম জান্নি বলে। এইরূপ হালালও দুই প্রকার। যদিও উভয় প্রকারকে মান্য করা ওয়াজেব; কিন্তু আপন 'এজ্তেহাদে' হারাম জান্নিকে হালাল বলিলে, অথবা হালাল জান্নিকে হারাম বলিলে কাফের হইতে হয় না। কাৎয়ি হালাল ও হারামকে অমান্য করিলে কাফের হইতে হয়। এমাম আজম ও তাঁহার দুই শিষ্য এস্থলে যে হালাল ও হারামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা হালাল জান্নি ও হারাম জান্নি; ইহার কোনটীও কাৎয়ী নহে, তবে কি জন্য তাঁহারা কাফের হইবেন?

আরও এমাম বোখারী বলিয়াছেন, একেবারে তিন তালাক দিলে,

তিন তালাক হয় এবং ঐ স্ত্রীলোকটী তাহার স্বামীর পক্ষে হারাম হইয়া যায়; কিন্তু মজ্‌হাব বিদ্বেষিগণ বলেন, তাহাতে এক তালাক হইবে এবং উক্ত স্ত্রীলোকটী হালাল থাকিবে।

এমাম বোখারী বলেন, একসঙ্গে চারি অপেক্ষা বেশী স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ্ করা হারাম; কিন্তু ঐ দলের কাজি সওকানি প্রভৃতি বলেন, উহা হালাল হইবে।

এমাম বোখারী বলেন, মদ হইতে সিরকা প্রস্তুত করা হালাল, কিন্তু ঐ দলের মৌলবীগণ উহা হারাম বলিয়া থাকেন।

কাজি সওকানি বলেন, ধান্য পাট ও কলাই ইত্যাদির সুদ হারাম, কিন্তু মজ্‌হাব বিদ্বেষি মৌঃ সিদ্দিক হাসান সাহেব উহা হালাল বলিয়াছেন।

এমাম বোখারী বলেন, নাবালগ শিশু কোন স্ত্রীলোকের দুগ্ধ একবার পান করিলে, তাহার পক্ষে কয়েক রেস্তা হারাম হইবে, কিন্তু মৌলবী সিদ্দিক হাসান সাহেব ও মৌঃ মহিউদ্দিন সাহেব বলেন, পাঁচবার দুগ্ধ পান না করিলে হারাম হইবে না।

কাজি সওকানি বলেন, যে জন্তু জ্বেন ও দৈত্যের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে, তাহা হালাল হইবে, কিন্তু মৌঃ সিদ্দিক হাসান সাহেব বলেন, তাহা হারাম হইবে।

মৌঃ আব্বাস আলি সাহেব বলেন, দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা হালাল, কিন্তু মৌঃ সিদ্দিক হাসান বলেন, উহা হারাম হইবে।

এক্ষণে মৌঃ আইউব সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা একই বস্তুকে কেহ হালাল এবং কেহ হারাম বলিয়া কাফের হইবেন কিনা? এমাম আজম এবং তাঁহার দুই শিষ্যের বিষয়ে আপনাদের ফৎওয়া শুনিতে পাই, কিন্তু আমরা আপনাদের নিজেদের বিষয়ের ফৎওয়া শুনিতে পাইব না কি?

৩য় প্রশ্ন। নেশা ভঞ্জনের ৬/১৬ পৃষ্ঠায় ও দোর্রায়-মোহম্মদীর ১২৮ পৃঃ লিখিত আছে ঃ—মৌঃ আইউব ও এলাহি বখ্‌স সাহেবদ্বয় লিখিয়াছেন, এমাম আজম বলিয়াছেন, জেনার জন্য ইজারা লইলে, উহাতে হদ্ নাই, কিন্তু দেন মোহর ওয়াজেব হইবে। আরও বলিয়াছেন, মহরম স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ্ করিয়া সঙ্গম করিলে, মোহর ওয়াজেব হইবে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, এমাম আজম জেনার বদ্‌লা দেন মোহর হালাল করিয়াছেন।

হানাফিদিগের উত্তর

দোররোল মোখ্‌তার গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ—

الحق وجوب الحد

হানিফি মজ্‌হাবের ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে জেনার জন্য ইজারা লইলে উহাতে হদ্‌ মারিতে হইবে এবং উহার মোহর ওয়াজেব হইবে না।

এমাম আজম বলিয়াছেন, মহরম স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ্‌ করা হারাম এবং ইহাতে উহার শিরশ্ছেদন করিতে হইবে, কিন্তু প্রত্যেক নিকাহ্‌তে হারাম হউক বা হালাল হউক দেন মোহর ওয়াজেব হইবে।

ছহিহ বোখারী ২য় খন্ড ৮০৫ পৃষ্ঠা ঃ—

قال الحسن اذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما
و لها ما اخذت و ليس لها غيرها ثم قال بعد يعطيها صداقها *

এমাম বোখারী নিজ শিক্ষক হাসান হইতে বর্ণনা করেন যে, যদি কেহ না জানা বশতঃ মহরম স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ করে (কিম্বা বিনা সাক্ষী বা এদ্দতের মধ্যে নিকাহ করে, অথবা মোতা (মেয়াদী) নিকাহ্‌ করে) তবে উহাদের নিকাহ ভঙ্গ করিয়া দিতে হইবে। তিনি প্রথমে বলিতেন, ঐ স্ত্রীলোকটী ইতিপূর্ব্বে যে নির্দ্দিষ্ট মোহর পাইয়াছে তাহাই পাইবে। তাহা ভিন্ন আর কিছুই পাইবে না। তৎপরে বলিতেন, উক্ত স্ত্রীলোকটীকে মোহরে মেছেল দিতে হইবে। "হে মজ্‌হাব বিদ্বেষিগণ! আপনাদের মানিত এমাম বোখারী জেনা ও জেনার বদলা মোহর হালাল করিলেন কি না?"

মেছকোল খেতাম ৩য় খন্ড। ৩৩৯ পৃষ্ঠা ঃ—

ظاهرش استحقاق زن است مهر را اگرچه نکاح باطل باشد -

ঐ দলের নেতা মৌঃ সিদ্দিক হাসান সাহেব লিখিয়াছেন, বাতীল নেকাহ হইলেও স্ত্রীলোক মোহরের হকদার হইবে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। "হে মৌঃ সাহেব, এক্ষেত্রে আপনাদের মতে জেনা ও জেনার বদ্‌লা মোহর হালাল হইল কি না?

মেশকাত ২৭০ পৃষ্ঠা ঃ—

ان رسول الله صلعم قال ايما امرأة نكحت الخ

নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, কোন স্ত্রীলোক অলীর বিনা হুকুমে নিকাহ করিলে, উহা বাতীল হইবে, কিন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গম করিলে, দেন মোহর ওয়াজেব হইবে।

ঐ দলের মৌলবিগণ এইরূপ নেকাহ হারাম বলিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাতে দেন মোহর ওয়াজেব হইবে বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, এক্ষেত্রে তাঁহারা জেনা ও জেনার বদলা মোহর হালাল করিলেন কি না?

তাঁহারা মোতা (মেয়াদী) নিকাহ হারাম বলেন, কিন্তু উহাতে মোহর ওয়াজেব বলিয়া থাকেন, এক্ষেত্রে তাহারা জেনা ও জেনার বদলা হালাল করিলেন কি না?

দুইটী লোক কোন লোকের দুই কন্যার সহিত এক সময়ে নেকাহ করিয়াছিল এবং ভ্রম বশতঃ একের পত্নী অন্যের শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। ইহাতে হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছিলেন, ঐ দুইটী স্ত্রীলোক এদ্দত অবধি নিজ নিজ স্বামী হইতে পৃথক থাকিবে এবং সঙ্গমকারী হইতে দেন মোহর পাইবে। মজহাব বিদ্বেষী মৌলবীগণ এই ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইরূপ সঙ্গম করা জেনা সুনিশ্চিত, ইহারা জেনা ও জেনার বদলা মোহর হালাল করিলেন কি না? হে ভ্রাতৃগণ! প্রথমে নিজের ফৎওয়া তদন্ত করিবেন, তৎপরে অন্যের তত্ত্ব লইবেন।

৮ম মস্‌লা

মৌঃ আবদুল আজিজ আহলে হাদিছের ২/৪/১৮২ পৃঃ মৌঃ এলাহী বখস সাহেব "দোররায়ে-মোহাম্মদীর ১২৪ পৃঃ, মৌঃ রহিমুদ্দিন ছাহেব রদ্দৎতকলিদের ১৫৯ পৃঃ ও মোহাম্মদ মুছা সাহেব আহলে-হাদিছের ৮/১/২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হানাফিদের হেদায়া কেতাবে লিখিত আছে, দারুলহরবে কাফেরদের নিকট হইতে সুদ গ্রহণ করা হালাল হইবে।

হানাফিদিগের উত্তর

পাঠক! যে বিধর্ম্মীরাজ্যে মুসলমানদের শরিয়াত প্রকাশ্যভাবে প্রচলিত করা সহজসাধ্য নহে, মুসলমান নিরাপদে প্রাণ রক্ষা করিতে পারে না বা

এমাম আজম বলেন, কোন মুছলমান যে কোন প্রকারেই হউক দরূলহরবে কাফেরদের নিকট হইতে অর্থ সম্পত্তি লইতে পারেন, ইহাতে কোন গোনাহ হইবে না, কিন্তু দারূল ইছলামে কোন মুসলমান কিম্বা কাফেরের অর্থ সম্পত্তি আত্মসাৎ করা হারাম হইবে।

১ম প্রমাণ কোরআন ছুরা আনফাল ঃ—

واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول الخ

"তোমরা জানিয়া রাখ, তোমরা (দারূল হরবে) কাফেরগণের নিকট হইতে যাহা কিছু লুণ্ঠন করিতে পার; উহার পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও রাছুলের জন্য।"

২য় প্রমাণ ছহিহ বোখারী ও মোছ্‌লেম ঃ—

ان رسول الله صلعم قطع نخل بني النضير وحرق

"নবি কমির (ছাঃ) বানি নোজায়ের দলের খোরমা বৃক্ষগুলি কাটিতে ও দগ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।"

৩য় প্রমাণ মেশ্‌কাত ২৭৪ পৃঃ ও সহিহ্ মোছলেম্।

ان رسول الله صلعم يوم حنين بعث جيشاً الى اوطاس الخ

"নবি করিম (ছাঃ) একদল সৈন্যকে আওতাছ যুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন, তথায় শত্রুদের উপর আক্রমণ করিয়া বিজয়ী হইলেন, এবং অনেক স্ত্রীলোক মুসলমানদের হস্তগত হইল, কিন্তু তাহারা দারূল হরবের কাফেরদের স্ত্রী বলিয়া ছাহাবাগণ উহাদের সহিত সঙ্গম করিতে সন্দেহ করিলেন, তখন কোর-আনের এই আয়াৎ নাজেল হইল, "দারূল হরবের কাফেরদের স্ত্রীগণ তোমাদের পক্ষে হালাল।" উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে, দারূল হরবে কাফেরদের অর্থ ও সম্পত্তি আত্মসাৎ করা জায়েজ আছে এবং উহাদের স্ত্রীলোক মুসলমানদের পক্ষে হালাল হইবে। তাহা হইলে উহাদিগকে এক টাকা দিয়া দশ টাকা লইলে কিসের জন্য সুদ হইবে?

হে মজহাব বিদ্বেষীগণ, আপনারা যে দারূল ইছলামে সুদ হালাল করিয়াছেন, তাহাতে আপনাদের কি হইবে?

নবাব সিদ্দিক হাছান, রওজনদীয়ার ২৫০ পৃঃ লিখিয়াছেন ঃ—

হে মজহাব বিদ্বেষীগণ, আপনারা যে দারুল ইছলামে সুদ হালাল করিয়াছেন, তাহাতে আপনাদের কি হইবে?

নবাব সিদ্দিক হাছান, রওজনদীয়ার ২৫০ পৃঃ লিখিয়াছেন ঃ—

وفی الحاق غیرہ بها خلاف فقالت الظاهرية انه لا يلحق بها غيرها و رجحه في سبل السلام -

"ছয় বস্তু ব্যতীত (ধান্য, পাট ও কলাই ইত্যাদির) সুদ কেয়াছ কর্ত্তৃক হারাম হইবে কি না ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কেয়াছ অমান্যকারীগণ বলেন, কেয়াছে তৎসমুদয়ের সুদ হারাম বলা যাইবে না, ছোবোল কেতাবে উক্ত মছলাকে প্রবল প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। আরও উক্ত মৌঃ সাহেব মেসকোল খেতামের ৩য় খন্ডে ৮৯ পৃঃ লিখিয়াছেন, (দারোল ইসলামে) লৌহ, চূন, ধান্য, পাট ও কলাই ইত্যাদির সুদ হালাল।

প্রকাশ থাকে যে, হিন্দুস্থান, বঙ্গদেশ, কাবুল তুরস্ক, আরব ইত্যাদি প্রদেশ দারুল ইস্‌লাম সুনিশ্চিত, এরূপ স্থল সমূহে এমাম আজমের মতে সুদ স্পষ্ট হারাম, তবে যে সমস্ত কাফেরদের রাজ্যে মুসলমানদের প্রাণ ও ধর্ম্ম রক্ষা পায় না, তথায় এমাম আজমের মতে ও নবিয়ে করিমের হাদিস অনুযায়ী যে কোন প্রকারে হউক কাফেরদের নিকট হইতে অর্থ উপার্জ্জন করা জায়েজ হইতে পারে।

৯ম মস্‌লা

মৌঃ আবদুল আজিজ আহলে-হাদিছের ২/৪/১৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ-

"হানাফী মজহাবে গোলাম দ্বারা মালিকের সুদের কারবার করা জায়েজ।" হেদায়া।

হানাফিদিগের উত্তর

হেদায়া কেতাবে এইরূপ কথা নাই, ইহা লেখকের মিথ্যা অপবাদ। উহাতে লিখিত আছে, যদি মনিব ক্রীতদাসকে একটী টাকা দিয়া দুইটী টাকা লয়, তবে উহা সুদ হইবে না, যেহেতু ক্রীতদাস ও তাহার যাবতীয় উপার্জ্জিত অর্থ মনিবের স্বত্ত্ব, এই হিসাবে এস্থলে সুদ হইতেই পারে না।

১০ম মস্‌লা

মৌঃ আবদুল আজিজ সাহেব আহ্‌লে হাদিস পত্রিকার ২/৭/৩২১ পৃঃ, মৌঃ রহিমদ্দিন সাহেব রদ্দৎ তক্‌লিদের ১৪ পৃঃ ও মৌঃ ফসিহ্‌উদ্দিন ছাহেব সামসামোল মোয়াহ্‌হেদিনের ৫৯ পৃঃ ও মোহঃ মুছা আহলে-হাদিছের ৮/১/১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, হানাফিগণ ফেকার কেতাবে শূকরের লোম চর্ম্মকারের জন্য পাক বলিয়াছেন।

হানাফিদিগের উত্তর

দোররোল মোখ্‌তারের তৃতীয় খন্ডে ১৪ পৃঃ বর্ণিত আছেঃ—

وشعر الخنزير لنجاسة عينه فانه يبطل بيعه الخ

“শূকরের লোম অতি নাপাক এবং উহা বিক্রয় করা হারাম” তবে কোন কোন বিদ্বান্‌ বলিতেন, পাদুকা প্রস্তুত করিবার জন্য চর্ম্মকারের পক্ষে উহার ব্যবহার জায়েজ হইবে, কেননা উহা ভিন্ন পাদুকা প্রস্তুত করা যাইত না, (যেরূপ গোবিষ্ঠা নাপাক, কিন্তু শস্যক্ষেত্রের জন্য উহা ব্যবহার করা জায়েজ হইবে), কিন্তু এই ব্যবস্থা ছহিহ নহে, সহিহ্‌ ব্যবস্থা এই যে, উহা চর্ম্মকারের নিমিত্ত ব্যবহার করাও হারাম; কেননা এমাম আবু ইউছুফ (রঃ) বলিয়াছেন, উহা অতি নাপাক, সেই কারণে কোন প্রাচীন বিদ্বান্‌ এইরূপ মোজা ব্যবহার করেন নাই। অতএব চর্ম্মকারের পক্ষেও ইহা ব্যবহার করা জায়েজ নহে। বিশেষতঃ বর্ত্তমানকালে উহার কোনই আবশ্যক নাই, কাজেই উপস্থিত যুগে কোন মতেই উহার ব্যবহার হালাল নহে।

পাঠক! মোহাম্মাদীগণ আদ্যোপান্ত কিছুই জ্ঞাত না হইয়া কেবল নিন্দাবাদকে ধর্ম্মের একাংশ মনে করিয়াছেন, সেই কারণে যাহা হানাফিদের ফৎওয়া গ্রাহ্য (সিদ্ধান্ত) ব্যবস্থা নহে, বরং পরিত্যক্ত মত, তাহাই লোকসমাজে প্রচার করিয়া মহা গোনাহ সঞ্চয় করিয়া থাকেন।

কুকুরের লালা নাপাক, কিন্তু এমাম বোখারী সহিহ্‌ বোখারীর ১ম খন্ডে (২৫ পৃঃ) লিখিয়াছেনঃ—

“কুকুরে যে পানিতে মুখ দিয়াছে, অন্য পানি অভাবে উহাতে অজু জায়েজ হইবে।”

হে মজহাব বিদ্বেষিগণ, আপনাদের মানিত সহিহ্ বোখারীতে এইরূপ অনেক বাতীল মত লিখিত আছে। হানাফি আলেমগণ যে মতগুলি বাতীল সাব্যস্ত করিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, আপনারা কেবল সেইগুলি অন্যায়ভাবে হানাফিদিগের মত বলিয়া প্রকাশ করিয়া বাহাদুরী লইয়া থাকেন; কিন্তু ছহিহ্ বোখারীর বাতীল মতগুলি প্রকাশ করিয়া কি জন্য সুখ্যাতি লাভ করেন না?

এমাম বোখারী ছহিহ্ গ্রন্থের ১ম খন্ডে ৩৫ পৃঃ লিখিয়াছেন ঃ—

قال الزهري في عظام الموتي نحو الفيل الخ

"জুহরি বলিয়াছেন, মৃত হস্তি ইত্যাদির অস্থি পাক, ইহাতে আলেমগণ চিরুণী ও তৈলপাত্র প্রস্তুত করিতেন। আরও হাম্মাদ বলিয়াছেন, মৃত জীবের লোম ব্যবহারে কোন দোষ নাই।" এমাম বোখারীর উপরোক্ত মতে প্রমাণিত হইতেছে যে, হস্তী, শূকর, কুকুর ও গর্দ্দভ ইত্যাদির অস্থি ও লোম পাক।

এমাম নবাবী সহিহ্ মোছলেমের টীকার ১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

কেয়াছ অমান্যকারী দাউদ বলিয়াছেন, মসল্লাদ্বারা পরিস্কার করিলে, প্রত্যেক জন্তুর চামড়া, এমন কি কুকুর ও শূকরের চামড়া পাক হইবে।

ঐ দলভুক্ত মৌঃ আতা মহাম্মদ সাহেব বলিয়াছেন, শূকরের চর্ব্বি পাক। কাজি সওকানি "দোরারে বাহিয়ার" ১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

الا الذكر الرضيع - দুগ্ধ পানকারী বালকের প্রস্রাব পাক।

মৌলবি সিদ্দিক হাসান সাহেব 'রওজা নদীয়া' গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, মদ, মৃত জীব ও তরল রক্ত পাক।

হে মজহাব বিদ্বেষিগণ! নিজেদের মস্‌লাগুলির প্রতি দৃষ্টি করিয়া অপরের ছিদ্র অন্বেষণ করিবেন।

১১শ মস্‌লা

মৌঃ আবদুল বারি সাহেব আহলে হাদিছ পত্রিকার ৮/৭/৩১১ পৃষ্ঠায় ও মৌলবি রহিমদ্দিন সাহেব রদ্দৎ-তকলিদের ১৪ পৃষ্ঠায় ও মোহম্মদ মুছা সাহেব আহলে-হাদিছের ৮/১/১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হানাফিদের ফেকার কেতাবে লিখিত আছে, ছাগ-শাবক শূকরের দুগ্ধে প্রতিপালিত হইলে, উহা হালাল।

হানাফিদিগের উত্তর

যে ছাগ-শাবক শূকরের দুগ্ধ পান করিয়া প্রতিপালিত হইয়াছে উহাকে কিছু দিবস তৃণ লতাদি ভক্ষণ করাইলে, হালাল হইবে; কেননা শূকরের দুগ্ধ পরিপাক হইয়া মল মূত্ররূপে নির্গত হইয়া যায় এবং উহার কোন চিহ্ন স্থায়ী থাকে না, তাহা হইলে উক্ত জীব কি জন্য হালাল হইবে না?

নব্য দলের প্রধান গুরু মৌঃ ছিদ্দিক হাসান সাহেব রওজায় নাদিয়ার ২৯৯ পৃঃ লিখিয়াছেনঃ—

فاذا زالت العالة بمنعها عن ذلك حتى يزول الاثر فلا وجه للتحريم لانها حلال بيقين -

"গো-ছাগলকে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিতে না দিলে, উহার চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়, উহাকে হারাম বলিবার কোন কারণ নাই, উহা নিশ্চয় হালাল হইবে।

পাঠক! বিষ্ঠা ও শূকরের দুগ্ধ উভয় হারাম, বিষ্ঠা খাদক হালাল জন্তু প্রকারান্তরে হালাল হইলে, হারাম দুগ্ধপানকারী হালাল জন্তু প্রকারান্তরে কেন হালাল হইবে না? আরও মৌঃ ছিদ্দিক হাসান সাহেব রওজা নাদিয়ার ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

والاستحالة مطهرة كاستحالة العذرة رمادا -

"এক বস্তু এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিণত হইলে পাক হইয়া থাকে; যথা বিষ্ঠা ভস্মে পরিণত হইলে, পাক হইয়া যায়।"

হে নব্যদল! আপনাদের মতে বিষ্ঠা ভস্ম হইলে, পাক হইয়া থাকে, তাহা হইলে হারাম দুগ্ধ হালাল জীবের দেহে মাংসাকারে পরিণত হইলে, কেন পাক হইবে না?

কোর-আন শরিফে বর্ণিত হইয়াছেঃ—

انا خلقنا الانسان من نطفة

"নিশ্চয় আমি মনুষ্যকে বীর্য্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।"

মৌলবী ছিদ্দিক হাছান সাহেব মেছকোল-খেতামের ১/৬৮ পৃষ্ঠায়

মনি নাপাক হওয়ার কথা স্বীকার করিয়াছেন, উক্ত মনি মাংসাকারে মানবরূপ ধারণ করিয়া পাক হইলে, উক্ত হালাল জীবের উদরে হারাম দুগ্ধ পরিপাক হইয়া মাংসাকারে পরিণত হইলে, কেন উক্ত হালাল জীব হালাল হইবে না?

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি সিদ্দিক হাছান সাহেব রওজা-নাদিয়ার ৩০৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"সমুদ্রের কুকুর ও শূকর হালাল।"

আরও উক্ত মৌলবি সাহেব মেছকোল-খেতামের ১ম খন্ডের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"যদিও কুকুর ও শূকর সমুদ্রে মরিয়া যায়, তথাচ উহা হালাল হইবে।"

আরও তফছিরে-রুহোল-মায়ানি, ১/৩৫৭ পৃষ্ঠা ঃ—

"কেয়াছ অমান্যকারিগণ শূকরের চর্ম্ম, চর্ব্বি ইত্যাদি পাক বলিয়াছেন।"

গায়ছোল-গামাম, ৪৬ পৃষ্ঠা;—

কাজি শওকানি শূকরের চর্ব্বি পাক বলিয়াছেন

হে মজহাববিদ্বেষী মৌলবীগণ, আপনারা নিজেদের মোরশেদগণের ফৎওয়াগুলি দেখিয়াও হানাফিদিগের উপর প্রশ্ন করিতে লজ্জা শরম করিবেন কি?

১২শ মসলা

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব 'বরকোল-মোয়াহ্হেদীন'এর ৭৩/৯২ পৃষ্ঠায়, মৌলবি এলাহি বখ্‌শ সাহেব 'দোর্রায়-মোহম্মদী'র ১১৩ পৃষ্ঠায়, মৌঃ আবদুল আজিজ আহলে-হাদিছ পত্রিকার ২/৪/১৮ পৃষ্ঠায় ও মোহঃ মুছা ছাহেব উহার ৮/১/১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হানাফিদিগের 'শামি' কেতাবে লিখিত আছে,—"কুকুরের চামড়া মসল্লা দ্বারা পরিস্কার করিলে, পাক হইবে; ঐ পরিস্কৃত চামড়ায় নামাজ জায়েজ হইবে; কুকুর কূপে পড়িলে, যদি উহার মুখ বন্ধ থাকে, তবে পানি নাপাক হইবে না; উহার সিক্ত লোম ও চামড়ার ছিটা কোন কাপড়ে পড়িলে, উহা নাপাক হইবে না, কুকুরে কোন কাপড় কামড়াইয়া ধরিলে, যদি উহার লালা কাপড়ে না লাগে, তবে উহা নাপাক হইবে না ও কুকুরশাবক কাপড়ে লইয়া নামাজ পড়িলে, নামাজ জায়েজ হইবে।

হানাফিদিগের উত্তর

উপরোক্ত মতটী অনেক হানাফি আলেম বাতীল সাব্যস্ত করিয়াছেন, হানাফিদিগের ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে কুকুরের প্রত্যেক অংশ—চামড়া, লোম, দন্ত ও অস্থি ইত্যাদি অতি নাপাক, উহার চামড়া মসল্লা দ্বারা পরিস্কার করিলে, পাক হইবে না, উহার পরিস্কৃত চামড়ার উপর নামাজ জায়েজ হইবে না, কুকুর কূপে পড়িলে, উহার সমস্ত পানি নাপাকি হইবে ও কুকুর সঙ্গে লইয়া নামাজ পড়া জায়েজ হইবে না।

'আরকানে-আরবায়া', ১০ পৃষ্ঠা ঃ—

واما الدباغة فهي تطهير للجلد خاصة لا غير وخص منه اما هو نجس العين وهو الخنزير والكلب في رواية الحسن عن الامام ابي حنيفة رح *

"দাবাগাত (মসল্লা দ্বারা পরিস্কার) করিলে, কেবল চামড়া পাক হইয়া থাকে, জাতি নাপাক বস্তুর চামড়া তদ্দ্বারা পাক হইবে না, (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) হইতে হাছান যে রেওয়াএত করিয়াছেন, উহাতে শূকর ও কুকুর জাতি নাপাক।"

কাজিখান, ৫ পৃষ্ঠা ঃ—

اما الخنزير فلان عينه نجس والكلب كذلك ولهذا لو ابتل او انتفض فاصاب الثوب اكثر من قدر الدرهم افسده *

শূকরের সর্ব্বাঙ্গ নাপাক, ঐরূপ কুকুরের সর্ব্বাঙ্গ নাপাক, এই হেতু যদি সিক্ত কুকুরের ছিটা কাপড়ে এক দেরম অপেক্ষা অধিক পরিমাণ লাগিয়া যায়, তবে উহা নাপাক করিয়া ফেলিবে।

কাজিখান, ১১ পৃষ্ঠা ঃ—

اذا مشى كلب على ثلج فوضع انسان رجله على ذلك الموضع ان كان الثلج رطبا لو وضع شيء يبتل يصير الثلج نجسا وما يصيبه يكون نجسا *

"যদি কুকুর বরফের উপর চলে, তৎপরে একটী লোক উক্ত স্থলে নিজ পা রাখে, এরূপ ক্ষেত্রে যদি বরফ এরূপ বিগলিত হয় যে, উহার উপর কোন বস্তু রাখিয়া দিলে ভিজিয়া যায়, তবে বরফ নাপাক হইয়া যাইবে এবং যে বস্তু উক্ত বরফে সিক্ত হয়, তাহাও নাপাক হইয়া যাইবে।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ঃ—

وان كان في كمه ثعلب اوجر وكلب لايجوز صلوته ـ

"যদি কেহ আস্তিনের (কাপড়ের) মধ্যে শৃগাল কিম্বা কুকুর শাবক লইয়া (নামাজ পড়ে), তবে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে না।"

ফৎহোল-কদীর, ৩৯ পৃষ্টা ঃ—

فى رواية لا يطهر بناء على نجاسة عينه قال شيخ الاسلام وهو ظاهر المذهب ـ

"কুকুরের সর্ব্বাঙ্গ নাপাক হওয়ার জন্য 'দাবাগাত' করিলে, উহার চামড়া পাক হইবে না। শায়খোল-ইস্‌লাম বলিয়াছেন, ইহা জাহেরে-মজহাব (মজহাবের ফৎওয়া গ্রাহ্য মত)।

অপবাদকেরা যে 'শামী' কেতাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহাতে কি লিখিত আছে তাহাও শুনুন ঃ—

فى السراج ان جلد الكلب نجس والولوالجية ـ اذا خرج الكلب من الماء وانتفض فاصاب ثوب انسان افسده لان نجاسة عينه تقتضى نجاسة جميع اجزائه ـ فى المنح فى ظاهر الرواية اطلق ولم يفصل اى او انتفض من الماء فاصاب ثوب انسان افسده سواء كان البلل الى جلده اولا وهذا يقتضى نجاسة شعره *

"সেরাজ কেতাবে আছে, নিশ্চয় কুকুরের চামড়া নাপাক, অল্‌ওয়ালজিয়া কেতাবে আছে, যদি কুকুর পানি হইতে বাহির হইলে, উহার সিক্ত লোমের ছিটা কোন মনুষ্যের কাপড়ে লাগিয়া যায়, তবে ঐ কাপড়

নাপাক করিয়া দিবে, কেননা উহার জাত নাপাক হওয়াতে উহার সর্ব্বাঙ্গ নাপাক হওয়া সপ্রমাণ করে। মানাহ্ কেতাবে আছে, জাহেরে-রেওয়াএত অনুযায়ী কুকুরের চামড়া সিক্ত হউক বা অন্য অংশ সিক্ত হউক, উহার ছিটা কোন মনুষ্যের কাপড়ে লাগিলে, উহা নাপাক করিয়া দিবে, ইহাতে উহার লোমের নাপাক হওয়া সপ্রমাণ হয়।

মজহাব বিদ্বেষিদিগের মানিত এমাম বোখারি সহিহ্ বোখারির ১/২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

قال الزهري اذا ولغ في اناء ليس وضوء غيره معه يتوضأ به

"(এমাম) জুহরি বলিয়াছেন, যদি কোন কুকুরে পানি পাত্রে মুখ দিয়া থাকে এবং তদ্ভিন্ন অন্য পানি না থাকে, তবে ঐ পানিতে ওজু জায়েজ হইবে।"

সহিহ্ বোখারির টীকা আয়নির ১/৭৮২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

قال ابن بطال في شرحه ذكر البخاري اربعة احاديث في الكلب وغرضه اثبات طهارة الكلب وطهارة سوره *

"এবনো-বাত্তাল উহার টীকায় বলিয়াছেন, বোখারি কুকুরের সম্বন্ধে চারিটি হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য কুকুরের পাক হওয়া এবং উহার এঁটো পাক হওয়া সপ্রমাণ করা।"

আরও সহিহ্ বোখারি, ২/৮২৬ পৃষ্ঠা ঃ—

ركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء وقال الشعبي لو ان اهلي أكلوا الضفادع لاطعمتهم - ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا -

"হাছান (আঃ) সমুদ্রের কুকুরের চর্ম্ম নির্ম্মিত 'জিনে'র উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। শা'বি বলিয়াছেন, যদি আমার পরিজন বেঙ সকল খাইতেন, তবে অবশ্য আমি তাহাদিগকে উহা ভক্ষণ করাইতাম। হাছান কচ্ছপ ভক্ষণে কোন দোষ ভাবিতেন না।"

আবুদাউদ, ১/৫৫ পৃষ্ঠা ঃ—

كانت الكلاب تقبل و تدبر و تبول في المسجد في زمان رسول الله صلعم فلم يكونوا يرشون شيا من ذلك -

"(হজরত) রাছুলে-খোদা (ছাঃ)এর জামানায় কুকুর সকল মছজিদে যাতায়াত ও প্রস্রাব করিত, কিন্তু সাহাবাগণ উহা ধৌত করিতেন না।"

ঐ দলের নেতা নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব 'রওজা-নাদিয়া'র ৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"মুনষ্যের মলমূত্র ও গোবিষ্টা নাপাক, অবশিষ্ট সমস্ত জীবের মলমূত্র পাক, কেয়াস করিয়া উহা নাপাক বলা যাইবে না।"

নবাব সাহেবের কথায় বুঝা যায় যে, তাঁহাদের মতে ছাগ, কুকুর, শূকর, বাঘ ও ভল্লুকের মলমূত্র পাক হইবে।

ঐ দলের কাজি শওকানি দোরারে-বাহিয়া'র ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ-

"মনুষ্যের মলমূত্র, কুকুরের লালা, গোবিষ্ঠা, স্ত্রীলোকের রজঃ (হায়েজের রক্ত) ও শুকরের মাংস নাপাক, ইহা ব্যতীত সমস্তই পাক।"

এক্ষেত্রে তাঁহার মতে কুকুরের চামড়া, লোম, দন্ত, অস্থি ও মাংস, ছাগ, কুকুর, বাঘ ও ভল্লুকের মলমূত্র এবং শূকরের চর্ব্বি, চামড়া, অস্থি, লোম ও মলমূত্র পাক হইবে।

এমাম নাবাবী সহিহ্ মোছলেমের টীকার ১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ-

"কেয়াছ অমান্যকারী দাউদ বলিয়াছেন, শূকর, কুকুর, ব্যাঘ্র ও ভল্লুক ইত্যাদির চামড়া মসল্লা দ্বারা পরিস্কার করিলে, পাক হইবে।"

এক্ষেত্রে মজহাব-বিদ্বেষিদিগের মতে নির্বিঘ্নে শূকর ও কুকুরের পরিষ্কৃত চামড়াতে নামাজ জায়েজ হইবে।

সহিহ্ বোখারি, ১/৩৭ পৃষ্ঠা ঃ—

لا باس بريش الميتة -

"মৃতের লোম ব্যবহারে কোন দোষ নাই।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, এমাম বোখারি ও তাঁহার পক্ষ সমর্থনকারিগণের মতে কুকুরের লোম পাক।

সহিহ নাছায়ি, ২/১৯৫ পৃষ্ঠা ঃ—

نهي رسول الله صلعم عن ثمن الكلب الا ثمن كلب صيد *

"(হজরত) রাছুলে-খোদা (ছাঃ) শীকারি কুকুরের মূল্য ব্যতীত কুকুরের মূল্য লইতে নিষেধ করিয়াছেন।"

নবাব সিদ্দিক হাসান সাহেব 'রওজা-নাদিয়া'র ২৪০ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিছটী সহিহ্ বলিয়াছেন এবং উহা এমাম বোখারির শিক্ষক আতা, জাবের ও নখয়ির মত।

পাঠকগণ, আপনারা হানাফী ও মোহাম্মদী উভয় দলের মতগুলি শুনিলেন, এক্ষণে বোধ হয় মজহাব-বিদ্বেষিগণের ধোকা ও মিথ্যা কলঙ্কারোপ বুঝিতে আপনাদের বাকি থাকিল না।

১৩শ মস্‌লা

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি আবদুল আজিজ সাহেব আহলে-হাদিছের ২য় ভাগের ৭ম সংখ্যায় ৩২১ পৃষ্ঠায়, মৌলবি এলাহি বখ্‌শ সাহেব 'দোর্রায়-মোহম্মদী'র ১৩৪ পৃষ্ঠায় ও মোহম্মদ মুছা ছাহেব আহলে-হাদিছের ৮/১/১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) বলিয়াছেন, শূকরের চামড়া মসল্লা দ্বারা পরিষ্কার করিলে, পাক হইবে এবং উহা বিক্রয় করা জায়েজ হইবে।

হানাফিদিগের উত্তর

সহিহ মোছলেম, আবুদাউদ, তেরমেজি, নাছায়ি ও এবনোমাজাতে এই হাদিছটী উল্লিখিত হইয়াছে ঃ—

ايما اهاب دبغ فقد طهر -

উপরোক্ত সহিহ্ হাদিছ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, কুকুর, শূকর, ব্যঘ্র ইত্যাদির চামড়া মসল্লা দ্বারা পরিষ্কার করিলে। পাক হইবে।

এমাম নবাবী সহিহ্ মোছলেমের টীকার ১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ— "কেয়াছ অমান্যকারী দাউদ বলিয়াছেন, কুকুর, শূকর এবং যাবতীয় জন্তুর চামড়া মসল্লা দ্বারা পরিষ্কার করিলে পাক হইবে, কিন্তু কেয়াছ মান্যকারী (এমাম) আবু হানিফা প্রভৃতি বিদ্বাগণের কেয়াছি মতে শূকরের চামড়া পাক হইবে না।"

এক্ষেত্রে কেয়াছ অমান্যকারী মজহাব বিদ্বেষিগণের মতে পরিষ্কৃত শূকরের চামড়ায় নামাজ পড়া জায়েজ হইবে এবং উহা বিক্রয় করা জায়েজ হইবে, বরং ঐ দলের নেতা মৌলবি সিদ্দিক হাছান সাহেব 'রওজা-নাদিয়া'র ৩০ পৃষ্ঠায় ও 'মেছকোল-খেতামে'র ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, সামুদ্রিক কুকুর ও শূকর হালাল হইবে এবং শূকর ও কুকুর সমুদ্রে মরিয়া গেলে পাক হইবে।

"নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব তফছিরে-ফৎহোল-বায়ানের ১/২২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কোরআনের স্পষ্ট মর্ম্মে কেবল শূকরের মাংস হারাম বুঝা যায়, এজমাতে উহার অবশিষ্টাংশ হারাম হইয়াছে।" এদেশস্থ এজমা অমান্যকারী মজহাব বিদ্বেষি দলের মতে শূকরের মাংস ব্যতীত উহার সর্ব্বাঙ্গ পাক হইবে।

এমাম আবু ইউছফ (রঃ) প্রথমতঃ উক্ত হাদিছের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শূকরের পরিষ্কৃত চামড়া পাক বলিতেন, কিন্তু অবশেষে তিনি এমাম আজমের মতে মত দিয়া কেয়াছ করিয়া বলিয়াছেন যে, শূকর ও কুকুরের চামড়া কিছুতেই পাক হইবে না, কিন্তু মজহাব বিদ্বেষিগণ কেয়াছ অমান্য করিয়া থাকেন, কাজেই তাহাদের পক্ষে পরিষ্কৃত শূকর ও কুকুরের চামড়া চিরতরে পাক থাকিবে। মূল কথা এই যে, প্রথম ব্যবস্থাটী এমাম আবু ইউসফ (রঃ) বাতীল সাব্যস্ত করিয়াছেন।

এক্ষণে এমাম আবু ইউছফের কেয়াসি ব্যবস্থা শুনুনঃ—

মন্ইয়ার টীকা কবিরির ১৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছেঃ—

"এমাম আবু হানিফা আবু ইউছফ ও মোহম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, শূকরের চামড়া কিছুতেই পাক হইবে না। ইহাই সিদ্ধান্ত মত ও প্রধান প্রধান হানাফি আলেমের মত।"

সহিহ্ বোখারির ১/৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, স্ত্রীসঙ্গম কালে বীর্য্যপাত (মনি বাহির) না হইলে, গোসল ফরজ হইবে না। হাদিছ গ্রন্থে এইরূপ বহু বাতীল মত লিখিত আছে, যদি ইহাতে কোন দোষ না হয়, তবে এমাম আবু ইউছফের পরিত্যক্ত মত ফেক্হের কেতাবে লিখিত থাকিলেও কোন ক্ষতি হইতে পারে না।

হে মজহাব বিদ্বেষিগণ, আপনারা লিখিয়াছেন যে, এমাম আবু

ইউছুফ কেয়াসে শূকরের চামড়া পাক বলিয়া 'দীন' নষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে দেখিলেন ত আপনারা নিজেরাই কেয়াস মান্য না করিয়া শূকরের চামড়া পাক করিলেন এবং শরীয়ত নষ্ট করিলেন, কিন্তু এমাম আবু ইউসফ (রঃ) কেয়াছ করিয়া উহা নাপাক বলিয়া শরিয়ত রক্ষা করিলেন।

হে মজহাব বিদ্বেষিগণ, আপনারা এইরূপ মিথ্যা কথা রটাইয়া ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়া থাকেন কি?

১৪শ মস্‌লা

মজহাব বিদ্বেষি মৌলবি গোলাম রাব্বানি সাহেব আহলে-হাদিছের ১০ম ভাগের ৪র্থ সংখ্যার ১৮৫ পৃষ্ঠায়, মৌলবি আবদুল বারী সাহেব উক্ত পত্রিকার ৮ম ভাগের ৫ম সংখ্যার ১৮৭/১৮৮ পৃষ্ঠায়, মৌলবি এলাহি বখ্‌শ সাহেব 'দোর্রায়-মোহম্মদী'র ১৩৯ পৃষ্ঠায়, মৌঃ আবদুল আজিজ সাহেব আহলে-হাদিছের ২/৪/১৮১ পৃষ্ঠায় ও মোহাম্মদ মুছা ছাহেব উহার ৮/১/১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ—হানাফিদিগের ফেক্‌হের কেতাবে লিখিত আছে যে, মৃত ও চতুষ্পদ সঙ্গম করিলে, যদি বীর্য্যপাত না হয়, তবে রোজা ভঙ্গ হইবে না এবং গোছল ফরজ হইবে না।

হানাফিদিগের উত্তর

হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জীবিত মনুষ্যের সহিত সঙ্গম করিলে, মনি বাহির হউক, আর নাই হউক, গোছল ফরজ হইবে এবং রোজা ভঙ্গ হইবে, কিন্তু মৃত বা চতুষ্পদ সঙ্গমে রোজা ভঙ্গ হয় কি না, গোছল ফরজ হয় কি না, এ বিষয়ের কোন কথার উল্লেখ নাই, সেই কারণে ইহাতে বিদ্বান্‌গণের মতভেদ হইয়াছে। মজহাব বিদ্বেষিদলের নেতা মৌলবি ছিদ্দিক হাসান সাহেব 'রওজা-নাদিয়া'র ১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ—"যে কোন বিষয় কোরআন ও হাদিছে নাই, তাহা হালাল হইবে।"

মজহাব বিদ্বেষিগণের এই ব্যবস্থা মতে মৃত ও চতুষ্পদ সঙ্গমকারীর পক্ষে রোজা ভঙ্গ হইবে না এবং গোছল ফরজ হইবে না, কেননা কোরআন ও হাদিসে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ নাই এবং তাঁহারা কেয়াস করা হারাম বলিয়াছেন।

উক্ত নব্য দলের মানিত এমাম বোখারী সহিহ-বোখারির ১/৪৩

পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

والغسل احوط

"(স্ত্রীসঙ্গম কালে মনি বাহির না হইলে,) গোছল করা মোস্তাহাব।" ঐ নব্য দলের নেতা মৌলবী সিদ্দিক হাছান সাহেব 'মেসকোল-খেতাম'এর ১/১৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

شوكاني گفته اختلاف كرده اند درين مسئله صحابه و من بعدهم كه آيا غسل بالتقاى ختانين واجب بخروج مني است يا بی خروج و حق اول است ـ

"শওকানি বলিয়াছেন, স্ত্রী পুরুষের সঙ্গমকালে মনি বাহির হইলে, গোছল ওয়াজেব হইবে, কিম্বা—মনি বাহির না হইলেও (গোছল ওয়াজেব হইবে), এই মস্‌লা সম্বন্ধে সাহাবা ও তৎপরবর্ত্তী বিদ্বান্‌গণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে; মনি বাহির হইলেই গোছল ফরজ হওয়া সত্য মত।"

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি ছইদ বানারাছি সাহেব "হেদাএতে-কুলুবে-কাছিয়া" কেতাবে লিখিয়াছেন, স্ত্রীসহবাসে মনি বাহির না হইলে, গোছল ফরজ হইবে না।

পাঠক, উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এমাম বোখারি ও মজহাব বিদ্বেষী মৌলবিগণের মতে মৃত ও চতুষ্পদ সঙ্গমে মনি বাহির না হইলে গোছল ফরজ হইতেই পারে না বা রোজা ভঙ্গ হইতেই পারে না, যেহেতু তাঁহাদের মতে স্ত্রীসঙ্গম কালে মনি বাহির না হইলে, গোছল ফরজ হয় না।

হানাফিগণ বলেন, হস্তমৈথুন, স্ত্রীলোকের নাভি কিম্বা জানুতে মৈথুন করিলে, বিনা বীর্য্যপাতে গোছল ফরজ হয় না বা রোজা ভঙ্গ হয় না, বীর্য্যপাত হইলে, গোছল ফরজ হইবে বা রোজা ভঙ্গ হইবে না, বীর্য্যপাতে গোছল ফরজ হইবে ও রোজা নষ্ট হইবে।

সেইরূপ চতুষ্পদ ও মৃত সঙ্গমে মহা গোনাহ হইলেও বীর্য্যপাত না হইলে গোছল ফরজ হইবে না ও রোজা নষ্ট হইবে।

হে মজহাব বিদ্বেষিগণ, প্রথমে নিজেদের ফৎওয়া সংশোধন করুন,

পরে অন্য মজহাবের অবস্থা অনুসন্ধান করিতে সাহসী হইবেন।

১৫শ মস্‌লা

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব আহলেহাদিছ পত্রিকার ২য় ভাগে ৪র্থ সংখ্যায় ৩২১ পৃষ্ঠায়, মৌলবী এলাহি বখ্‌শ সাহেব 'দোর্রায়-মোহম্মদী'র ১৪১/১৪২ পৃষ্ঠায় ও মোহম্মদ মুছা ছাহেব আহলে-হাদিছের ৮/১/১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"হানাফিদিগের কেতাবে লিখিত আছে, যদি কোন লোকের নাসিকা হইতে এরূপ প্রবলধারে রক্তপাত হইতে থাকে যে, কিছুতেই বন্ধ না হয়, তবে আবুবকর এছকাফ্ বলিয়াছেন, রক্ত বন্ধ করিবার জন্য তাহার ললাটে রক্ত কিম্বা প্রস্রাব দ্বারা কোরআন লিখন জায়েজ হইবে কিম্বা মৃত জন্তুর চামড়াতে কোরআন লিখিয়া ব্যবহার করা জায়েজ হইবে।

হানাফিদিগের উত্তর

উহা এমাম আবু হানিফা, আবু ইউসফ ও মোহম্মদ রহমতুল্লাহে আলায় হেমোর মত নহে, অবশ্য উহা আবু বকর এছকাফ্ নামক একজন লোকের মত। প্রধান প্রধান হানাফি আলেম উপরোক্ত মতটী বাতীল সপ্রমাণ করিয়াছেন।

কিনইয়া কেতাবে লিখিত আছে ঃ—

هذا غير ما خوذ عند علمائنا

"আমাদের আলেমগণের মতে উপরোক্ত মতটী গ্রাহ্য।"

সহিহ বোখারিতে লিখিত আছে, বেঙ, ও কচ্ছপ হালাল এবং স্ত্রীলোকের মলদ্বারে সঙ্গম করা হালাল, কিন্তু এই সমস্ত বাতীল মত। হাদিছের কেতাবে এইরূপ অনেক বাতীল মত থাকা সত্ত্বেও যদি কোন দোস না হয়, তবে হানাফিদিগের কোন কেতাবে কোন লোকের পরিত্যক্ত মত লিখিত থাকিলেও কি দোষ হইবে?

মজহাববিদ্বেষিগণের নেতা নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব মেছকোল-খেতামের ১/৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—"মদ, তরল রক্ত ও মৃত জন্তু পাক।" হে মজহাববিদ্বেষিগণ, আপনাদের মোরশেদের মত দেখিলেন ত,

এক্ষেত্রে আপনাদের মতে মদ, কিম্বা রক্ত দ্বারা কোরআন শরিফ লিখন বা মৃতের চামড়ায় উহা লিখন জায়েজ হইবে।

নব্য দলের নেতা কাজি শওকানি 'দোরারে-বাহিয়া'র ১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ— - بول الذكر الرضيع "দুগ্ধপানকারী বালকের প্রস্রাব পাক।"

আরও নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব 'রওজা-নাদিয়া'র ৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ— ابوال الابل "উটের প্রস্রাব পাক।"

আরও নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব 'রওজা-নাদিয়া'র ১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ— "শূকর, কুকুর, বানর ও ভল্লুক ইত্যাদির মলমূত্রের নাপাক হওয়া কোরআন ও হাদিছে সপ্রমাণ হয় নাই, কাজেই উহা পাক হইবে।" মজহাব বিদ্বেষিগণের মতে প্রায় সমস্ত প্রকার প্রস্রাব পাক, কাজেই তাহাদের মতে প্রস্রাব দ্বারা কোরআন লিখন অবাধে জায়েজ হইবে।

১৬শ মস্‌লা

মজহাববিদ্বেষি মৌলবী এলাহি বখ্‌শ সাহেব 'দোর্রায়-মোহম্মদী'র ১৪৩-১৪৫ পৃষ্ঠায় ও মৌলবি আবদুল আজিজ সাহেব আহলে-হাদিছের ২য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা ১৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এমাম তাহাবী হানাফি লিখিয়াছেন, স্ত্রীলোকের মলদ্বারে সঙ্গম করা হালাল এবং হেদয়ার টীকাতে লিখিত আছে, কেহ গোলাম, দাসী কিম্বা স্ত্রীলোকের মলদ্বারে সঙ্গম করিলে, তাহার প্রতি হদজারি করিতে হইবে না।

হানাফিদিগের উত্তর

আবদুর রহমান নামক একটী লোক এই কুকর্ম্ম হালাল বলিত, এমাম তাহাবী তাহার এই বাতীল মত রদ করিয়াছেন। এমাম তাহাবী 'মায়ানিয়োল-আছার' গ্রন্থের ২য় খন্ডে (২৬ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন ঃ—

فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلعم بالنهي عن وطي المرأة في دبرها ثم جاء عن اصحابه و عن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول به وترك ما يخالفه و هذا ايضا قول ابي حنيفة و ابي يوسف و محمد رحمة الله عليهم اجمعين *

"যখন স্ত্রীলোকের মলদ্বার সঙ্গম নিষিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে (হজরত) রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) হইতে এই হাদিছগুলি অসংখ্য রেওয়াএত সপ্রমাণ হইয়াছে, তৎপরে তাঁহার সাহাবাগণ ও তাবেয়িগণ কর্ত্তৃক উহার সমর্থক রেওয়াএত আসিয়াছে, তখন উহা নিষিদ্ধ হওয়ার মত গ্রহণ করা এবং উহার বিপরীত মত ত্যাগ করা ওয়াজেব। ইহাও আবু হানিফা, আবু ইউসফ ও মোহম্মদ রহমতুল্লাহে আলায় হেমোর মত।

হানাফিদিগের 'তওজিহ' কেতাবের ১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

فكيـــاس حرمة اللواطة على حرمة الوطي في حالة الحيض -

'ঋতুকালে (হায়েজের সময়) স্ত্রীসঙ্গম করা হারাম হওয়ার নজিরে (স্ত্রীর) মলদ্বারে সঙ্গম করা হারাম হইয়াছে।"

পাঠক, দেখিলেন ত, এমাম তাহাবি কিরূপ আবদুর রহমানের কুমত রদ করিয়া মলদ্বারে সঙ্গম করা হারাম সাব্যস্ত করিয়াছেন, আরও হানাফি এমামগণের ও কেতাবের ব্যবস্থাও শুনিলেন। এমাম তাহাবি কখনও এইরূপ কুমত প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু মজহাব বিদ্বেষিগণ অযথাভাবে তাঁহার মিথ্যা অপবাদ করিয়াছেন।

ঐ নব্যদলের মানিত এমাম বোখারি 'সহিহ-বোখারি'র ২/৬৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

عن ابن عمر فاتوا حرثكم اني شئتم قال ياتيهـــا فى -

"(তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র), তোমরা যেভাবে ইচ্ছা কর, তোমাদের শস্যক্ষেত্রে গমন কর। (হজরত) এবনো-ওমার (ইহার অর্থ) বলিয়াছেন, স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করিতে পারে।"

নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব 'রওজা-নাদিয়া'র ২০৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ

صح عن ابن عمر من طرق انه قرأ نساءكم حرث لكم فقال تدري يا نافع فيم انزلت هذه الاية قال في رجل من الانصـــار اصابه امرأته فى دبرها فوجد من ذلك وجدا شديدا فانزل الله سبحـــانه نسـاءكم حرث لكم -

"(হজরত) এবনো ওমার কর্তৃক কয়েক ছনদে সহিহ সপ্রমাণ হইয়াছে যে, তিনি نساؤكم حرث لكم "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র।" (এই আয়ত) পাঠ করিয়া বলিলেন, হে নাফে, তুমি কি জান, কি সম্বন্ধে এই আয়ত নাজিল করা হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, না। (হজরত) এবনো ওমার (রাঃ) বলিলেন, একজন আনছার নিজের স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করিয়া মহা দুঃখিত হইয়াছিল, সেই সময় আল্লাহতায়ালা উক্ত আয়ত নাজিল করিয়াছিলেন।"

হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ) তাহার উপরোক্ত ব্যাখ্যা ভ্রান্তিমূলক সাব্যস্ত করিয়াছেন।

এমাম বোখারি উক্ত কুমত সমর্থন করিয়াছেন, এক্ষণে মজহাব বিদ্বেষিগণ তাঁহার উপর কি ফৎওয়া জারি করিবেন?

মেশকাত শরিফের ৩১২ পৃষ্ঠায় আবু দাউদ ও তেরমেজি হইতে এই হাদিছটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে:—

ان عليا احرقهما و ابابكر هدم عليهما حائطا -

"নিশ্চয় (হজরত) আলি (রাঃ) তাহাদের উভয়কে দগ্ধীভূত করিয়াছিলেন এবং (হজরত) আবুবকর (রাঃ) তাহাদের উভয়ের প্রাচীর ফেলিয়া দিয়াছিলেন।"

আরও মেশকাত, ৩১৩ পৃষ্ঠা:—

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به -

"তোমরা যাহাকে (হজরত) লতু (আঃ) এর উম্মতের কার্য্য করিতে দেখিবে (অর্থাৎ পুংসঙ্গম করিতে দেখিবে), তাহাদের উভয়কে হত্যা কর।"

এস্থলে শত বেত কিম্বা প্রস্তরাঘাত করার হুকুম করা হয় নাই, এইজন্য হানাফিগণ বলেন, ইহাতে হদ জারি করিতে হইবে না, বরং তা'জির করিতে হইবে।

দোর্রোল-মোখতার, ২/৮৫ পৃষ্ঠা:—

او لوطي [illegible] ان [illegible] في الاجنبي حد وان في عبده او امته او زوجته [illegible] بل يعزر قال في الدرر بنحو الاحراق

بالنار و هدم الجدار و التنكيس من محل مرتفع باتباع الاحجار
وفي الحاوي و الجلد اصح وفي الفتح يعزر و يسجن حتى يموت
او يتوب ولو اعتاد اللواطة قتله الامام سياسة ـ

"এমাম আজম (রঃ) মলদ্বারে সঙ্গম করা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যদি কেহ আজনবি পুরুষদিগের সহিত (এইরূপ কার্য্য) করে, তবে তাহার উপর হদ জারি করিতে হইবে। আর যদি নিজের গোলাম, বাঁদী কিম্বা স্ত্রীর সহিত (এইরূপ কর্ম্ম) করে, তবে তিন এমামের মতে তাহার উপর হদ জারি করিতে হইবে না, বরং তা'জির করিতে হইবে। দোরার কেতাবে আছে, (তাহাকে) অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, (তাহার উপর) প্রাচীর নিক্ষেপ করিবে কিম্বা প্রস্তরাঘাতে (তাহাকে) অধোমস্তকে উচ্চস্থান হইতে নিক্ষেপ করিবে। হাবী কেতাবে আছে, তাহার প্রতি হদ জারি করা হইবে। ফৎহোল-কদীরে আছে, তাহাকে তা'জির করিবে, যতক্ষণ না মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে কিম্বা তওবা করিবে, ততক্ষণ তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখা হইবে। যদি সে ব্যক্তি মলদ্বারে সঙ্গম করিতে অভ্যস্ত হয়, তবে বাদশাহ 'ছিয়াছাত' হিসাবে তাহাকে হত্যা করিবে।" পাঠক, হানাফিগণ হাদিছ ও ছাহাবাগণের মতানুযায়ী উপরোক্ত প্রকার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাতে মজহাব বিদ্বেষিগণের অযথা অপবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িল।

১৭শ মস্‌লা

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি আবদুল বারী সাহেব 'আহলে-হাদিছ' পত্রিকার ৮ম খন্ডে ৬ষ্ঠ সংখ্যায় ২৫৪ পৃষ্ঠায়, মৌলবি আবদুল আজিজ সাহেব উক্ত পত্রিকার ২য় ভাগে ৪র্থ সংখ্যায় ১৮২ পৃষ্ঠায়, মৌলবি বাবর আলি সাহেব ছেয়ানাতুল-মো'মেনিনের ২/২২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ—'হানাফী ফেকৃহের কেতাবে লিখিত আছে, একটী লোক যদি একজন বেগানা স্ত্রীলোককে নিজের স্ত্রী বলিয়া দাবী করে এবং শরিয়তের কাজীর নিকট ইহা সপ্রমাণ করিতে দুইজন মিথ্যা সাক্ষী উপস্থিত করে, তবে হানাফিগণের মতে উক্ত স্ত্রীলোকটী বিনা নিকাহ সেই পুরুষের পক্ষে হালাল হইবে।

হানাফিদিগের উত্তর

এমাম মোহম্মদ (রঃ) মবছুত কেতাবে লিখিয়াছেন, দুইজন লোক হজরত আলি (রাঃ)র নিকট উপস্থিত হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছিল যে, এই লোকটী অমুক স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ করিয়াছে, আমরা ইহার সাক্ষী আছি। তৎশ্রবণে হজরত আলি (রাঃ) উপরোক্ত নিকাহ্ বহাল রাখিলেন। তখন ঐ স্ত্রীলোকটী বলিতে লাগিল, যদি আপনার মত ইহাই হয়, তবে উক্ত ব্যক্তির সহিত আমার নিকাহ করাইয়া দিন। হজরত আলি (রাঃ) বলিলেন, شاهداك زوجاك "তোমার দুই সাক্ষী তোমার নিকাহ করাইয়া দিয়াছে।"

মূল কথা, হজরত আলি (রাঃ) খলিফা ও কাজী ছিলেন, খলিফা ও কাজী সর্ব্বসাধারণের ওলি, তাঁহার অনুমতিতে ও দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্যে নিকাহ জায়েজ হইয়াছে। অবশ্য উক্ত সাক্ষীদ্বয় মিথ্যা কথা বলার জন্য গোনাহগার হইবে।

মজহাব বিদ্বেষিগণ বলিয়া থাকেন যে, কন্যার অনুমতি না হইলেও ওলীর অনুমতিতে নিকাহ জায়েজ হইয়া থাকে, এই হিসাবে তাহাদের মতে উক্ত নিকাহ জায়েজ হইবে এবং স্ত্রীপুরুষ গোনাহগার হইবে না।

যদি কেহ আপন স্ত্রীকে জেনা করিতে দেখিয়া কাজির নিকট ইহা অবগত করায় এবং ইহার অন্য কোন সাক্ষী না থাকে, তবে কাজী উভয়কে 'লেয়ান' পাঠ করাইলে, তাহাদের নিকাহ ভঙ্গ হইয়া দোষারোপ করে, তবে এক্ষেত্রে লেয়ান পড়াইলেও তাহাদের নিকাহ ভঙ্গ হইবে এবং ঐ স্ত্রী অন্য নিকাহ করিতে পারিবে। এস্থলে যেরূপ মিথ্যা সাক্ষ্যে কাজির অনুমতিতে নিকাহ ভঙ্গ হইয়া যায়, সেইরূপ প্রথমোক্ত স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্যে তাঁহার অনুমতিতে নিকাহ সহিহ হইবে।

পাঠক, জানিয়া রাখুন, উহা হানাফিদিগের ফৎওয়া গ্রাহ্য মত নহে, তাঁহাদের ফৎওয়া গ্রাহ্য মত কি তাহাও শুনুন ঃ—দোর্রোল-মোখতারে লিখিত আছে ঃ—

وعليه الفتوى شرنبلاليه عن البرهان ۔

"হানাফিদিগের ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে প্রকৃতপক্ষে উক্ত নিকাহ জায়েজ

হইবে না এবং স্ত্রীপুরুষ ইহাতে গোনাহগার হইবে।" প্রথমোক্ত মতটি হজরত আলীর মত, মজহাব বিদ্বেষিগণ শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, সেই হেতু এমাম আজমের নাম লইয়া উক্ত হজরতের নিন্দাবাদ করিয়াছেন।

১৮শ মস্‌লা

আহলে-হাদিছ, ২/৪/১৮২ পৃষ্ঠা ঃ—

"হানাফিদিগের নিকট বিছমিল্লাহ্ বলিয়া জবাই করিলেই কুকুরের মাংস অথবা চর্ম্ম সঙ্গে রাখিয়া নামাজ পড়া জায়েজ। মনইয়া, ৩২/৩৩ পৃষ্ঠা।

ছেয়ানাতোল-মো'মেনিন, ২/২৯২ পৃষ্ঠা ঃ—

"হানাফিগণ বলিয়াছেন, কুকুর জবাই করতঃ তাহার চামড়া লইয়া তদুপরি নামাজ পড়িলে, জায়েজ হইবে যদিও তাহাতে তৎকালে তাহার কাঁচা মাংস লাগিয়া থাকে।"

হানাফিদিগের উত্তর

দোর্রোল-মোখতার, ১/১৬ পৃষ্ঠা ঃ—

وما طهر به بدبغ طهر بذكاة على المذهب *

"দাবাগাত করিলে, যাহা পাক হয়, মজহাবের গ্রহণীয় মতে জবাহ করিলে, তাহা পাক হইবে।"

শামী, ১/২১১ পৃষ্ঠা ঃ—

والحاصل ان ذكاة الحيوان مطهرة لجلده ولحمه ان كان الحيوان مأكولا والا فان كان نجس العين فلا تطهر شيئا منه *

"মূল কথা, হালাল জীব জবাহ করিলে, উহার চর্ম্ম ও মাংস পাক হইয়া যাইবে, যে পশুর জাত নাপাক, (উহা জবাহ করিলে,) উহার চামড়া ও মাংস পাক হইবে না।"

পাঠক, ইতিপূর্ব্বে আপনি জানিতে পারিয়াছেন যে, হানাফিদিগের ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে কুকুরের জাত নাপাক, কাজেই উহা জবাহ করিলে, উহার চামড়া ও মাংস পাক হইতে পারে না।

কবিরি, ১৪৪ পৃষ্ঠাঃ—

"অখাদ্য পশু জবাহ করাতে উহার মাংস পাক হইতে পারে না, ইহা মজহাবের সহিহ মত। নাতেফি উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও শৃগাল ইত্যাদি হিংস্র জন্তুকে জবাহ করা হয়, তবু উহার মাংস সঙ্গে লইয়া নামাজ জায়েজ হইবে না। এইরূপ ফকিহ আবুজাফর বলিয়াছেন।"

পাঠক, ইহা ত গেল হানাফিদিগের ফৎওয়া গ্রাহ্য মত, প্রশ্নকারিদ্বয় যে মতটী লিখিয়াছেন, উহা হানাফিদিগের পরিত্যক্ত মত।

মজহাব বিদ্বেষিগণের নেতা নবাব ছিদ্দিক সাহেব ও কাজি শওকানি বলিয়াছেন, মৃত পশু, মদ, রক্ত ও কুকুর, শূকর ব্যাঘ্রের মলমূত্র পাক, কাজেই তাহাদের মতে তৎসমস্ত সঙ্গে লইয়া বা কাপড় ও জায়নামাজে মিশ্রিত করিয়া নামাজ পড়িলে, তাহাদের নামাজ জায়েজ হইবে।

১৯শ মস্‌লা

ছেয়ানত, ২/২২৫ পৃষ্ঠাঃ—

"মুসলমান জিম্মিকাফেরের দ্বারা মদ ও শূকরের ব্যবসা চালাইলে, এমাম সাহেবের মতে সহি হইবে নিতান্ত মকরূহ সহিত।"

হানাফিদিগের উত্তর

দোর্রোল-মোখতার ২/১৫ পৃষ্ঠা ও শামী ৪/১৮৫ পৃষ্ঠাঃ—

"এমাম আজমের মতে কোন কাফেরকে উক্ত বস্তুদ্বয় বিক্রয় করিতে উকিল করা মকরুহ তহরিমি (হারামের নিকট), যদি এইরূপ করিয়া থাকে, তবে উক্ত টাকা অনাহারিদিগকে বিলাইয়া দেওয়া ওয়াজেব। আর এমাম আবু ইউসফ ও মোহম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, উহা একেবারে বাতীল।

وهو الاظهر شرنبلالية عن البرهان *

"শারাম্বালালিয়া, বোরহান হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্ত বিক্রয় বাতীল হওয়া (হানাফি মজহাবের) সমধিক প্রকাশ্য (ফৎওয়া গ্রাহ্য) মত।

পাঠক, মনে রাখিবেন যে, ইহাও এমাম আজমের মত, কেননা তাঁহার উপরোক্ত শিষ্যগণ কছম করিয়া বলিয়াছেন যে, আমরা যে কোন মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহাও এমাম আজমের এক রেওয়াএত। শামি, ১/৬৯

পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মূল কথা, এমাম আজমের এক রেওয়াএতে উক্ত কার্য্য মকরুহ তহরিমি, অন্য রেওয়াএতে হারাম, হানাফী মজহাবে শেষ রেওয়াএতটী ফৎওয়া গ্রাহ্য, কাজেই ইহাতে এমাম আজম বা হানাফি মজহাবের কি দোষ হইল? যদি এমাম আজম উহা নির্দ্দোষ কার্য্য বলিতেন, তবে অবশ্য উহা দোষের কারণ হইত। কেয়াছ অমান্যকারিদলের মতে মদ ও শূকরের চর্ম্ম, চর্ব্বি ও বিষ্ঠা পাক, কাজেই তাহাদের পক্ষে পাক জিনিষ বিক্রয় করাতে কি ক্ষতি হইবে?

২০শ মস্‌লা

আহলে-হাদিছ, ৮/১/১৮ পৃষ্ঠা ঃ—

হানাফিদিগের মানিত কেতাবে আছে,—আল্লাহতায়ালার মিথ্যা বলা সম্ভবপর। মোছাল্লেম ছবুত কেতাবের টীকা।

আল্লহ্ তাঁহার অয়িদের (ভয় প্রদর্শনের) খেলাফ করিতে পারেন, যথা আল্লাহ ফরমাইয়াছেন, দোজখের আগুন কাফেরদিগের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, আল্লাহ ঐ কথার খেলাফ করিতে পারেন।—শরহে-আকায়েদ নাছাফি।

হানাফিদিগের উত্তর

লেখক এস্থলে হানাফিদিগের উপর মিথ্যা অপবাদ করিয়াছেন, উহা হানাফিদিগের মত নহে। মোছাল্লামোছ-ছবুত, ২৪ পৃষ্ঠা ঃ—

المعتزلة قالوا الخ

"মো'তাজেলারা বলিয়া থাকে যে, খোদাতায়ালার মিথ্যা বলা সম্ভবপর, সুন্নত জমা'য়াতেরা বলিয়া থাকেন, উহা একটী দোষ, কাজেই আল্লাহ্‌তায়ালার এইরূপ দোষ হইতে পাক হওয়া নিতান্ত জরুরি।" উহার টীকা,—

الله تعالى صادق قطعـــا لاستحالة الكذب هناك

"আল্লাহতায়ালা নিশ্চয়ই সত্যবাদী, যেহেতু তাঁহার পক্ষে মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব।"

শরহে-আকায়েদে নাছাফি, ১৮৯ পৃষ্ঠা ঃ—

وزعم بعضهم ان الخلف فى الوعيد كرم فيجوز من الله تعالى والمحققون على خلافه كيف وهو تبديل للقول وقد قال الله تعالى ما يبدل القول لدي *

"কেহ কেহ ধারণা করিয়াছেন যে, আল্লাহতায়ালা যে শাস্তির ভয় দেখাইয়াছেন, উহার খেলাফ করা অনুগ্রহ হইবে, কাজেই উহা খোদার পক্ষে সম্ভব হইবে, কিন্তু বিচক্ষণ বিদ্বানগণ উহার বিপরীত মত ধারণ করিয়াছেন, কিরূপে প্রথম মত সত্য হইবে? ইহাতে 'কওল কারার' পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, আর নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, আমার নিকট "কওল কারার" পরিবর্ত্তন হইতে পরে না।"

শরহে-আকায়েদে জালালি,

والكذب نقص والنقص عليه تعالى محال

"মিথ্যা কথা বলা কলঙ্ক, আল্লাহ্‌তায়ালার তদ্দ্বারা কলঙ্কিত হওয়া অসম্ভব।"

মোছামারার টীকা—

لاخلاف بين الاشعرية وغيرها في ان كل ما كان وصف نقص فالباري تعالى عنه منزه وهو محال عليه تعالى والكذب وصف نقص *

"আশয়ারিয়া প্রভৃতি সুন্নত-জামায়াতের ইহাতে মতভেদ নাই যে, প্রত্যেক কলঙ্কমূলক 'ছেফাত' হইতে আল্লাহতায়ালা পাক তাঁহার পক্ষে উহা অসম্ভব, মিথ্যা কথা বলা কলঙ্কমূলক ছেফাত।

শরহে-মাকাছেদ, ২/১০৪ পৃষ্ঠা :—

والكذب محال باجماع العلماء لان الكذب نقص باتفاق العقلاء وهو على الله محال *

"বিদ্বানগণের এজমা মতে (আল্লাহ্‌তায়ালার) মিথ্যা বলা অসম্ভব কেননা জ্ঞানীগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, মিথ্যা বলা একটী দোষ, উহা আল্লাহতায়ালার পক্ষে অসম্ভব।"

মাওয়াকেফের টীকা, ৭১১ পৃষ্ঠা ঃ—

أجمع المسلمون على ان الكفار مخلدون في النار ابدا لا ينقطع عذابهم *

"মুসলমানগণ একমতে স্বীকার করিয়াছেন যে, কাফেরেরা অনন্তকাল দোজখে থাকিবে, তাহাদের শাস্তির শেষ নাই।"

আরও উক্ত কেতাব, ৬০৪ পৃষ্ঠা ঃ—

اذا جاز وقوع الكذب في كلامه ارتفع الوثوق عن اخباره بالثواب والعقاب وسائر ما اخبر به من الاحوال الاخرة والاولى *

"যদি আল্লাহতায়ালার কথায় মিথ্যা থাকা সম্ভব হইত, তবে ছওয়াব, আজাব ও ইহকাল ও পরকালের অবশিষ্ট ব্যাপার সকল সংক্রান্ত আল্লাহতায়ালার যাবতীয় সংবদের প্রতি বিশ্বাস বাতীল হইয়া যাইতো।

উপরোক্ত বিবরণে অপবাদকারীর অপবাদ একেবারে বাতীল হইয়া গেল।

২১শ মসলা
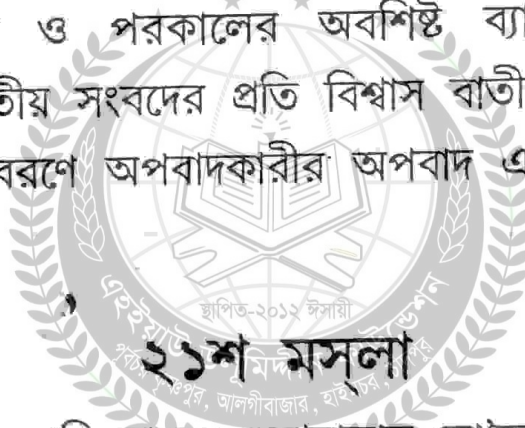
মৌলবি বাবর আলি সাহেব ছেয়ানাতাল-মো'মেনিনের ২/২১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"কোনও সহি বা জইফ হাদিসে এ কথা পাওয়া যায় না যে, প্রত্যেক জিনিষের ছায়া (আছলী ছায়া ছাড়া) তাহার সমান (এক মেছাল) হইবার পরেও জোহরের সময় থাকে (অথচ এমাম) সাহেব বলেন, ছায়া যতক্ষণ দ্বিগুণ না হয়, জোহর থাকে।"

হানাফিদিগের উত্তর

এমাম সাহেবের দলীল মৎপ্রণীত 'নাছরোল-মোজতাহেদীন' ২য় খণ্ডে বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে।

সমাপ্ত